শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীচৈতন্যাম্নায়াষ্ঠমাধনাচার্যবর্য
ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমৎ-সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিবৃত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমধস্তনান্বয়াচার্যভাস্কর,
শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা
ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর
লিখিত উপোদ্‌ঘাত-সহিত ।

শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমুহের
সভাপতি আচার্য নিত্যলিলা প্রবিষ্ট
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ
কর্তৃক সম্পাদিত ।

প্রকাশক ঃ—

ত্রিদণ্ডী শ্রীভক্তি প্রজ্ঞান যতি মহারাজ
(সাধারণ সম্পাদক ও আচার্য)
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

সপ্তম সংস্করণ ঃ— শ্রীব্যাসপূজা বাসর (২০০৪)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
ফোন ঃ (০৩৪৭২) ২৪৫১৩৭

ভিক্ষাঃ- ২৫টাকা মাত্র

মুদ্রণালয় ঃ—

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীসারস্বত প্রেস কম্পিউটার বিভাগ হইতে
শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ কর্তৃক মুদ্রিত

উপোদঘাত

জগতে বিবিধ শিক্ষকগণের বিবিধ শিক্ষা প্রচলিত আছে। যাঁহারা সেই সকল শিক্ষায় শিক্ষিত হ'ন, পূর্ব অভিজ্ঞতাক্রমে তাঁহাবা মনে করেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাও তাদৃশ শিক্ষার অন্যতম; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে শিক্ষণীয়-বিষয়ে পার্থক্য থাকায় সমপ্রণালীতে প্রভুর শিক্ষা গৃহীত হইতে পারে না। মোটামুটি একটী কথা এই যে জগতের বিভিন্ন শিক্ষকগণ শিক্ষণীয়-বিষয়ে যে ধারা অবলম্বন করেন, তাহা ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে অধিষ্ঠিত এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুবিষয়ক শিক্ষামাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষণীয়-বিষয়টী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতবিষয় না হওয়ায়, তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে কতিপয় বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা যদি জাগতিক শিক্ষা-প্রণালীর অন্যতম-বোধে প্রভুর শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হই, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যে প্রভুর শিক্ষা লাভ করা কঠিন হইবে।

প্রথমতঃ, এই জগতে শব্দশক্তি অপ্রাকৃত বস্তু-বোধিকা না হওয়ায় 'লক্ষণা' করিবার জন্য একটা স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আমাদিগকে অধোক্ষজ-বস্তু-বিজ্ঞানে বঞ্চিত করিতে পারে। আমাদের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব, এই সহায়চতুষ্টয় অধোক্ষজবস্তুকে অক্ষজবস্তু-সাম্যে ভোগের উপাদান-মাত্র মনে করায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অধোক্ষজ বিষয়টি তাহা নহেন। জীব স্বরূপের ধারণা-বিপর্যয় অনেক স্থলে নশ্বর পরিবর্তনশীল অচিদ্‌বস্তুর গ্রহণোপযোগী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়-সাহায্যে মানস ও শারীর চেষ্টাসমূহকে আত্ম-চেষ্টাজ্ঞানে 'বিবর্ত' উপস্থিত করায়। কিন্তু শ্রৌতপন্থার শিক্ষা-প্রণালী সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করিতে পারিলেই জীবের স্বরূপপ্রাপ্তি অপরিহার্য হইয়া উঠে। প্রাকৃত স্থূলদেহ ও প্রাকৃত সূক্ষ্মদেহ যেখানে জীবস্বরূপকে আবরণ করে' সেইখানেই তাহার বিরূপ ধারণা-বশে সত্যগ্রহণে অসমর্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অনাত্মবিরূপের কবল হইতে আত্মরক্ষাত্মিকা; শ্রৌতপথে শরণাগত হইয়া ঐ শিক্ষা গ্রহণ না করিলে, দেহ ও মনের বিক্রমাধীন স্বরূপভ্রান্ত জীবের উহা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হয় না। চেতনময় জীব—অবিমিশ্র চিন্ময়-ভাবযুক্ত। চেতনের ধর্মে অচিদালোচনা-প্রবৃত্তি নাই। তাদৃশ অচিদ্‌বস্তুই চিন্ময় জীবের আলোচ্য—এরূপ ভ্রমময়ী ধারণা যেস্থলে উপস্থিত হয় সেস্থলে তাহা অনাত্মবৃত্তিপর্যায়ে পরিগণিত। সর্বাগ্রে জীবের নিজস্বরূপের পরিচয় আবশ্যক, তাহা হইলেই প্রভুর শিক্ষাবিষয়ে সহজেই

অনুসরণ করিবার বল সঞ্চারিত হইবে। জীবগণের স্বরূপে সংখ্যাগত বহুত্ব ও অদ্বয়জ্ঞানবস্তু হইতে ভেদ থাকিলেও তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইবার শক্তি তাহাদের নাই।

জীবস্বরূপ—অধোক্ষজবস্তুর শক্তিবিশেষ। সেই অধোক্ষজের বহিরঙ্গাশক্তিপ্রভাবে জীবের অনধিকার-চর্চায় তাৎকালিক অধিকার আছে বটে; কিন্তু অনধিকার চর্চা পরিহার করিলেই তিনি নিজ-অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মবৃত্তি ভক্তিতে অবস্থিত হইতে পারেন। ভক্তি—নিত্যা, আর অভক্তি—অনিত্যা। ভজনীয়-বস্তু অধোক্ষজ-বস্তু অধোক্ষজের সর্বক্ষণ সেবনই জীবস্বরূপের একমাত্র কৃত্য। শক্তিতত্ত্ব জীব শক্তিমানের সেবা বর্জিত হইয়াই স্বীয় অধিকারের অপব্যবহার করেন। স্বীয়-স্বরূপজ্ঞান উদিত হইলেই তাঁহার আর দুর্গতি ঘটে না। প্রভুর শিক্ষা হইতেই জীবের সেই অধোক্ষজ-প্রীতিরূপ চরমকল্যাণ-লাভ ঘটে।

চিচ্ছক্তি জীবের স্বভাবে চেতনধর্ম অবস্থিত। চেতনধর্ম অচিৎ প্রতীতির আশ্রয়ে স্তব্ধ হইয়া যায়। চেতন হইতেই চেতনধর্মের সামঞ্জস্য। যেখানে অচিদ্ধর্ম চেতনকে সাহায্য করে না, সেইখানেই চেতন একদেশ দর্শনে সত্যের উপলব্ধি হইতে ন্যূনাধিক বঞ্চিত হয়। চিদ্ধর্ম স্তব্ধ হইয়া আপনাকে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনোধর্মরূপে পরিণত করিলে তাঁহার বাস্তব সত্যগ্রহণে অযোগ্যতা হয়। মনোধর্মী জীব পরিবর্তনশীল অসদ্বস্তুকে 'সত্য' বলিয়া দৃঢ়-ধারণা করিলেও তাঁহার ঐ দৃঢ়তা আবার কালক্রমে শিথিল হইয়া পড়ে। শ্রৌতজ্ঞানের পথ ছাড়িয়া সেই সময় জীব নানা প্রকার অন্য চেষ্টা করেন। তৎকালে তাঁহার সেই সকল চেষ্টাকে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানোত্থ 'তর্কপন্থা' বলা হয়। তর্কপন্থা—সীমাবিশিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন, তদ্দ্বারা পূর্ণ বৈকুণ্ঠবস্তুকে আয়ত্ত বা অধীন করা অসম্ভব; তবে, সেই মায়াধীশ বস্তুর স্বতন্ত্রেচ্ছা বা কৃপাক্রমে তাঁহার স্বরূপস্পর্শ যোগ্যাধিকার-লাভ হইতে পারে। যেস্থলে শ্রৌতপন্থার আদর নাই, সেই স্থলেই জীব নিজের শ্রেয়ঃ পন্থা বা মঙ্গলপ্রার্থনার পরিবর্তে প্রেয়ঃপন্থাকেই আদর করেন। সেই প্রেয়ঃপন্থিগণ ইন্দ্রিয়চালনাদ্বারা ভোগময়-রাজ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে বিফলমনোরথ হইয়া আবার ত্যাগের পথকেই শ্রেয়ঃপন্থা বলিয়া মনে করেন। আবার, ত্যাগের পথেও ভোগের ক্ষুধা নিবৃত্ত না হওয়ায় সেই পথও পরিত্যাগ করিবার বুদ্ধি পোষণ করেন। স্বরূপ-বোধের অভাব হইতেই চৈতন্যসেবা-বিমুখ জীবের ভগবদ্দর্শনাভাব-ফলে দৃশ্যজগৎকে ভোগায়তনমাত্র বলিয়া দর্শন লাভ ঘটে। যেদিন তিনি ভোগ ও ত্যাগ রাজ্যের অকর্মণ্যতা উপলব্ধি করেন, সেইদিনই তাঁহার কর্ণ শ্রীচৈতন্য শিক্ষা-শ্রবণে অধিকার লাভ করে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার ধারাবাহিক আলোচনা করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, তাঁহারা এই গ্রন্থের লিখিত বিষয়গুলি সুষ্ঠুরূপে ধারণা করিবার বিশেষভাবে যত্ন করিবেন।

যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এই ধরাধামে প্রকৃত ভক্ত হইয়া বাস করেন, তাঁহাদের সঙ্গ-প্রভাবে এই সকল কথা হৃদয়েঃ ক্রমশঃ উজ্জ্বলভাবে দেখা দেয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' পাঠ করিয়া কাহারও কাহারও আবার মহাপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষ ভাবও ফুটিয়া পড়ে। কেহ কেহ বা তাঁহার আনুগত্যকেই সকল মঙ্গলের আকর জানিয়া নতশীর্ষে উহা গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বা তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীকে স্বীয় মনোধর্মের বিরুদ্ধ জ্ঞানে 'কঠিন' বলিয়া গ্রহণের অযোগ্য মনে করেন। আমরা উপরি-উক্ত ত্রিবিধ পাঠককেই একান্ত শরণাগত হইয়া শ্রীচৈতন্যসিক্ষা-প্রণালীর অনুধাবন করিতে বলি।

তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীতে প্রথমতঃ প্রমাণ-তত্ত্ব, পরে—সেই প্রমাণ দ্বারা নয়টী প্রমেয়-তত্ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আর্য, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য, চেষ্টা ও অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণাবলী—প্রাকৃত-রাজ্যের বিশেষ উপযোগী, কিন্তু যেস্থলে প্রকৃতির অতীত বস্তুর ধারণা প্রয়োজন, সেস্থলে শ্রৌতপ্রমাণ ব্যতীত অপরাপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের প্রামাণিকতার সম্ভাবনা নাই। শ্রবণেন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয়ের সাহায্যে শ্রুত বিষয়ের সমর্থন করিতে পারে। যেস্থলে শ্রবণেন্দ্রিয় সেবন্মুখী বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া অপর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্রুত অধোক্ষজ-বিষয়ের অনুগমন করে না, সেস্থলে শ্রবণের বিষয়টি—প্রাকৃত মাত্র; কিন্তু যেস্থলে অপ্রাকৃতভাব-দ্যোতক শব্দ স্বরূপগত অভিধাবৃত্তির আশ্রয়ে 'লক্ষণ'-বৃত্তিকে অপেক্ষা না করিয়া শব্দের স্বতঃপ্রমাণতা সংস্থাপন করে, সেস্থলে অশ্রৌত বা তর্কপন্থার অকর্মণ্যতাই পরিদৃষ্ট হয়। শ্রৌত-বিষয়ামৃতধারা নানাপ্রকার কুতর্ক নালিকায় প্রবাহিত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক নির্মলতা হইতে বিচ্যুত হইয়া মিশ্র নৈসর্গিকভাবাপন্ন হয়। তজ্জন্য প্রাকৃত-ভোগময় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-নির্দেশক ভাবগুলি শব্দের লক্ষণা-বৃত্তি-সাহায্যে আমাদিগকে সত্যের নিরস্তকুহকধারণা হইতে বিপথগামী করায়। যেস্থলে উপমাটি--প্রাকৃত-বিষয়ে আবদ্ধ, সেস্থলে বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির অভাব, সুতরাং বৈকুণ্ঠ-নাম যে শব্দ শক্তিতে বিভাবিত, তাহাতে 'লক্ষণা' করিয়া জড়ের সৌসাদৃশ্য আরোপ করিতে গিয়া বদ্ধজীব পরিশেষে নির্বিশিষ্ট এবং চিন্ময়ী শব্দশক্তি ধারণা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। অপ্রাকৃতের সহিত প্রাকৃতের সমতা-স্থাপন-প্রয়াস-শ্রবণ-পথের প্রকৃত অন্তরায়, তাহাতে শ্রোতার শরণাগতির অভাব বিদ্যামান্।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র—শ্রৌতপন্থার প্রবল দুর্ভেদ্য দুর্গ, তাহাকেই একমাত্র অমল 'প্রমাণ' বলিয়া স্বীকার না করিলে তর্কপন্থীকে 'অজহৎস্বার্থা', 'জহৎস্বার্থা', 'জহদজহৎস্বার্থা', 'নিবূঢ়া', 'আধুনিকা' প্রভৃতি লক্ষণার আশ্রয়ে বিবর্তে পতিত হইতে হয়। কিন্তু অনির্দিষ্ট অর্থাৎ নির্বিশিষ্ট-বস্তু-সম্বন্ধে 'লক্ষণা' করিবার চেষ্টা—গ্রামের অভাবে

গ্রামসীমা নির্দেশ করিবার ন্যায় বাতুলতা মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ শৌতপ্রমাণ-ভিত্তিই বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-বিরোধী প্রাকৃত তর্কশাস্ত্রসমূহ পদে-পদে নিজ নিজ নির্বুদ্ধিতাগ্রন্থিতে আবদ্ধহইয়া পড়ে, সুতরাং নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র 'অমল প্রমাণ' ও ব্রহ্মসূত্রের অদ্বিতীয় অকৃত্রিম ভাষ্য জানিয়া শ্রৌতপন্থায় অগ্রসর হইবেন। তখন তিনি গ্রন্থোক্ত নয়টি প্রমেয়কেই সুষ্ঠুভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীরূপে জানিতে পারিবেন।

এই স্বল্পায়তন-গ্রন্থমধ্যে ঐ নয়টি প্রমেয়ের বিষয়ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ নিত্যদাসকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক মহাশয়—এইগুলি অবহিত চিত্তে পাঠ করুন এবং পাঠান্তে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থদ্বয় আলোচনা করুন; তখন মহাবদান্য মহাপ্রভুর শিক্ষা-প্রভাবে যাবতীয় ভোগময়ী ধারণা তিরোহিত হইবে।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

সম্পাদকের নিবেদন

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের মাধুর্যলীলায় শ্রীশ্যামসুন্দরস্বরূপ এবং ঔদার্যলীলায় শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপ নিত্য প্রকাশি। স্বয়ংরূপ শ্যামসুন্দরই ঔদার্যলীলায় গৌরসুন্দর। স্বয়ংরূপ মাধুর্যের লীলারস-আস্বাদনার্থ বিষয় ও আশ্রয়রূপে কৃষ্ণ ও রাধা।

"রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই, শাস্ত্র-পরমাণ।।
মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ।
রাধা-কৃষ্ণ যৈছে সদা, একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

আবার মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণমিলিততনু হইয়াও রাধা-দ্যুতি সুবলিত এবং উন্নতোজ্জ্বলরসাত্মক স্বভক্তি--শ্রী সম্যগ্‌রূপে বিতরণ করেন। শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ 'বিদগ্ধমাধব'-নাটকের মঙ্গলাচরণে এই তত্ত্বটী প্রকৃষ্টরূপে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীল রামানন্দ রায়ের সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথনে দেখিতে পাই--জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেও তিনি বাহ্য বলিয়াছেন এবং যখন শ্রীরায় 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য' শ্লোকটী উদাহরণস্বরূপে দেখাইয়া বলিলেন যে 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার', তখন তিনি বলিলেন—'এহো হয়'; অতঃপর দাস্যরস পর্যন্ত তিনি বলিলেন—'এহো হয়'; রাগমার্গীয় সখ্য হইতে তিনি বলিলেন—'এহো উত্তম' এবং মধুর-রতিতে রাধার প্রেমকে 'সাধ্যশিরোমণি' ও তদীয় ' প্রেমবিলাসবিবর্ত'কে সাধ্যাবধি' জ্ঞাপন করেন। মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট সংস্থাপক শ্রীরূপগোস্বামীচরণের 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।"

এই উত্তমা ভক্তিই মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রারম্ভিক কথা; শ্রীরূপপাদের 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে' তাহার পূর্ণতম বিকাশ। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'লঘুভাগবতামৃতে' ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে' ও মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এইগ্রন্থ চতুষ্টয়ে এবং শ্রীল জীব গোস্বামীর 'ষট্‌সন্দর্ভে' শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজন'-তত্ত্বাত্মক শিক্ষা উত্তমরূপে বিবৃত হইয়াছে। তাহা দেবভাষায় বলিয়া জনসাধারণের তাহাতে প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বঙ্গ ভাষাভিজ্ঞগণের প্রতি বিশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া ঐসকল গ্রন্থের মর্ম সহজবোধ্য-বঙ্গভাষায় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিভাগে অতি সুন্দররূপে বর্ণনপূর্বক এই সংক্ষিপ্তসার 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' প্রণয়ন করিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' এবং ' জৈবধর্ম' নামক গ্রন্থদ্বয়েও তিনি ঐ সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে বিভিন্ন স্তরের মানবের অবস্থা তথা কর্মকাণ্ডীয় পুণ্য কর্মাদির ও জ্ঞানকাণ্ডীয় বিচারসমূহ প্রদর্শনান্তে মহাপ্রভুর 'শুদ্ধা ভক্তি'র উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন; এই গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যশিক্ষালয়ে প্রবেশার্থীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ' জৈবধর্মে' প্রশ্নোত্তরছলে তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহাতে দ্বিতীয় খণ্ডে 'উজ্জ্বলনীলমণি'র সারশিক্ষাও প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা, উন্নত সাধকগণের জন্য। এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' গ্রন্থ খানিতে প্রমাণ ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনাত্মক নববিধ প্রমেয়-তত্ত্ব-সম্বলিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থরত্ন পরমার্থ-বিদ্যালয়ের সকলেরই কণ্ঠভূষণস্বরূপ। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথমেই বিষয়-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত গ্রন্থের প্রারম্ভে পরিচ্ছেদ-সূচী এবং গ্রন্থের শেষে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের অনুশীলনমালা সন্নিবেশিত করিয়া যত্নশীল পাঠকের অনুশীলন-ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার যত্ন করা হইয়াছে। অবশ্য গ্রন্থকর্তা ঠাকুরের করুণা প্রার্থনাই শ্রদ্ধালু পাঠকের প্রারম্ভিক কৃত্য। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, ও সেবাবৃত্তিতেই পারমার্থিক গ্রন্থরাজির অনুশীলন সুষ্ঠভাবে হইয়া থাকে। এই অনুশীলনে 'পরিপ্রশ্ন' আছে, কিন্তু পণ্ডিতম্মন্যতাজনিত তর্কের নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে অনুশীলন করিলে ভাগ্যবান্ পাঠক বুঝিতে পারিবেন,--শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অমন্দোদয় দয়া (১) হেলায় খেদ দূর করে, (২) তাহাতে সম্পূর্ণ নির্মলতা বিদ্যমান, (৩) তাহাতে পরমানন্দ প্রকৃষ্টরূপে উন্মীলিত, (৪) এই দয়ার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হয়, (৫) ইহা অতুলনীয় অপ্রাকৃতরসপ্রদা, (৬) রসপ্রদানদ্বারা চিত্তের প্রেমোন্মত্ততা-বিধানকারিণী, (৭) নিত্যভক্তিবিনোদ ক্রিয়াযুক্তা, (৮) কৃষ্ণেতর তৃষ্ণারহিত করিয়া শমতাপ্রদা, (৯) অপ্রাকৃত-অনঙ্গ বিক্রিয়া যুক্তা, (১০) মাধুর্যমর্যাদার সুবিস্তৃত-স্নিগ্ধোজ্জ্বল-কিরণযুক্তা ও নিত্যকল্যাণপ্রদা।

গ্রন্থকার ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব ধন্য নদীয় জেলারঅন্তর্গত

উলা বা বীরনগর গ্রামে ৩৫২ শ্রীগৌরাব্দের ২৮ শে হৃষীকেশ (১৭৬০ শকাব্দের ১৮ ই ভাদ্র, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর) সর্বশুভদা গৌর-ত্রয়োদশী তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিরোভাব তিথি আষাঢ়ী অমাবস্যায়—১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জুন। তাঁহার ৭৬ বৎসর প্রকট-লীলা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। শাক্ত-পরিবারে লালিত পালিত হইয়াও আবাল্য হরিনামে রুচি এবং দীর্ঘকাল প্রভাবশালী আচার্যের অভাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অপসম্প্রদায়-সমূহের কালিমা প্রবেশ করিয়াছিল তাহা নিরাসপূর্বক সম্প্রদায়ের উজ্জ্বলতম আলোক-প্রদর্শন ভগবৎপার্ষদ ব্যতীত অপরের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার যে প্রতিভা পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাও অলৌকিকী। তিনি স্বভাব কবি ও সাহিত্যিক। ভগবত্তত্ত্বসম্বন্ধে তাঁহার লেখনী সঞ্চালিত থাকিয়া প্রকৃত কাব্য ও সাহিত্যের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছে। কোনও প্রকারের দুর্নীতি কখনও তাঁহার নিকটে স্থান পায় নাই। গৃহস্থলীলায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া (১) প্রভূতক্ষমতাশালী হটযোগী বিষকিশনের দুর্নীতির শাস্তিপ্রদান, (২) ব্রজমণ্ডলের কঞ্জর দস্যুদলের দমন প্রভৃতি কার্যদ্বারা তিনি যে সৎসাহস ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সুধীমাত্রই তাহাতে অতিশয় আনন্দিত হইয়া শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয়, তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়াও সর্বোচ্চ-দার্শনিক-তত্ত্বপূর্ণ শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতি গীতি গ্রন্থ, শ্রীনব দ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, শ্রীহরিনামচিন্তামণি, ভজনরহস্য, প্রেমপ্রদীপ, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, জৈবধর্ম তত্ত্বসূত্র, আম্নায়সূত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও ভাষা, ভাগবতার্কমরীচিমালা, ব্রহ্মসংহিতার অনুবাদ ও তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের অনুবাদ শ্রীশিক্ষাষ্টকের সম্মোদনভাষ্য ও গীতি, 'Mahaprabhu : His life & precept, the Bhagabatam : its philosophy, ethics & theology প্রভৃতি কত অমূল্য গ্রন্থ আমরা তাঁহার লেখনী হইতে পাইয়াছি। তিনি 'সজ্জনতোষণী'-নাম্নী মাসিকপত্রিকা প্রবর্তন ও দীর্ঘকাল সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীগৌরব্দ-প্রচলন এবং উপবাস-সহযোগে শ্রীগৌরহরি আবির্ভাব-তিথি-পালন কার্যদ্বয়ও তাঁহারই প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয়। তিনি নিত্যসিদ্ধ-গৌরপার্ষদরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের লুপ্ত আবির্ভাব-ধাম শ্রীমায়াপুর (নবদ্বীপ-পদ্মের কর্ণিকার) আবিষ্কার করিয়া গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের, তথা সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের ও সমগ্র বিশ্ববাসীর যে কল্যাণ করিয়াছেন তাহাও পরমার্থের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

বর্তমান সমুন্নত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও বিদ্যাসমূহ ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবার পরে

প্রাকৃত-ভোগ-স্রোতে ভাসমান জনগণকে ভগবত্তত্ত্বে ও প্রাকৃত-বিষয়-গন্ধহীন হরিভজনের প্রতি পথ-নির্দেশক একমাত্র শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। তিনি তাঁহার রচিত গ্রন্থ-সমূহদ্বারা স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণসেবাব্যতীত অপর কোন বস্তুর বাসনা করিলে জীবের কোনও বাস্তব কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। মলয়জ চন্দন যেমন যতই ঘর্ষণ করা যায় ততই অধিকতর সৌরভ লাভ হয়, তদ্রূপ ঠাকুরের পূতচরিত্র ও তদ্‌রচিত গ্রন্থাবলী যতই অনুশীলন করা যাইবে্ ততই পরমার্থ-সম্বন্ধীয় অধিকতর সৌরভ লাভ হইবে।

পরিচ্ছেদ-সূচী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

প্রথমপরিচ্ছেদ

দশমূল-তত্ত্ব

(নিত্যধর্ম এক—সোপাধিক ও নিরুপাধিক ধর্ম—বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম-মহাপ্রভুর শিক্ষা--গূঢ় বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব—মহাপ্রভুর উপদিষ্ট দশটি তত্ত্ব।)

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর এই পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁহার কৃপায় জগতের স্থানে স্থানে বিদ্যার অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বহুতর পণ্ডিত লোক নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐসকল পণ্ডিতমণ্ডলীর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ চিন্তাজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া সর্বদেশে বিদ্যার্থীদিগের চিত্তের অন্ধকার দূর করিতেছে। অস্মদ্দেশীয় যুবকগণ ঐ সমস্ত পার্থিবজ্ঞান বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করিয়া সহজেই চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়া থাকেন। বহুতর আলোচনাক্রমে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বদেশ-বিদেশবাসী ধর্ম-প্রচারকদিগের গ্রন্থাদি অনুশীলনপূর্বক ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীশচীনন্দনের ন্যায় উপদেষ্টা আর কেহ হন নাই এবং শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের ন্যায় ধর্মও কুত্রাপি নাই। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কোটি কোটি মানব নানা উপায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা কি ও শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মই বা কি—এইরূপ প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইবার বাসনা করিতেছেন। বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে এই একটি বিশ্বাস হইয়াছে যে, মানবগণের ধর্ম কখনও বহুবিধ ধর্ম হইতে পারে না। যে ধর্ম মানবের পক্ষে নিত্য, তাহা উত্তর কেন্দ্র বা দক্ষিণ কেন্দ্রভেদে পৃথক্ পৃথক্ কখনই হইবে না। মূলে নিত্য ধর্ম এক বই দুই নয়। তবে ধর্ম কেন বহুবিধ হইল? ইহার সদুত্তর এই যে, শুদ্ধ অবস্থায় জীবের ধর্ম একই প্রকার। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের ধর্ম আদৌ দুইপ্রকার হইয়াছে অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরূপাধিক। নিরূপাধিক ধর্ম কখনই দেশভেদে পৃথক্ হয় না। জড়োপাধি প্রাপ্ত জীবের দেশ-কাল পাত্রভেদে প্রকৃতি-পার্থক্য ক্রমে সোপাধিক ধর্ম দেশবিদেশে ও কালভেদে সহজেই পৃথক্ হইয়া পড়ে।

উক্ত সোপাধিক ধর্মই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম প্রাপ্ত হয়। জীব যত উপাধি হইতে পরিষ্কৃত হন, ততই তাঁহার ধর্ম নিরুপাধিক হয়। নিরুপাধিক অবস্থায় সকল জীবেরই এক নিত্য ধর্ম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু উক্ত নিত্য ধর্ম জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং সেই ধর্মের নামই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম। শ্রীশ্রীচৈতন্য চিরতামৃতে এরূপ কথিত আছে, আদি ৭ম (১৬৪-১৬৬)—

মুথরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ।।
নিত্যানন্দ গোঁসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষ।।
আপনি দক্ষিণদেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ নাম-প্রচারণ।।

মহাপ্রভু স্বয়ং ও প্রেরিত সেনাপতিগণদ্বারা জগৎকে কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা শুনুন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, (আ ৯।৪৩৬-৪৯)—

অতএব মালী আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তা'রে।।
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।।

হে পাঠকবৃন্দ! কৃতবিদ্য পুরুষেরা যে অন্য ধর্ম-প্রচারক সকলকে পরিত্যাগপূর্বক আমাদের জীবিতেশ্বর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম শিক্ষা করিতে বাসনা করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? এই সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাসমূদয়কে যথাযথরূপে জগৎকে প্রদান করাই আমাদের কর্তব্য। কতকগুলি ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তি এই সুযোগ পাইয়া নানাবিধ স্বকপোল-কল্পিত মত প্রচারপূর্বক কৃতবিদ্য পুরুষগণকে ভ্রান্তিপথে লইবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ কেহ সরল পথ পরিত্যাগপূর্বক কোন একটি দুরূহপথ অবলম্বন করতঃ জগৎকে ও আপনাদিগেকে বঞ্চনা করিতেছে। এ সময়ে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ কৃতবিদ্য যুবকদিগের উপকারার্থে আমরা যথাসাধ্য সরলরূপে যত্ন করিব। সমস্ত শুভকার্যে স্বার্থের ন্যায় আর প্রতিবন্ধক নাই। অনেকেই স্বার্থ পরবশ হইয়া জানিয়া শুনিয়াও অবিশুদ্ধ মত প্রচার করিতে পারেন। হে পাঠকবৃন্দ, আমাদের কোনপ্রকার স্বার্থ নাই। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি, আচার্যাভিমান প্রভৃতি কোন প্রকার অনর্থ আমাদের আশা-পথে নাই। আমাদের কেবল এই ইচ্ছা যে, আমরা সাধুদিগের কৃপায় শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশামৃত যেরূপ পান করিয়াছি, সেইরূপ সকলেই পান করুন্।

কয়েক দিবস হইল, "শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী" বলিয়া একটি নবীন পত্রিকা আমাদের নয়নগোচর হইয়াছে। সেই পত্রিকার লেখকগণ জগৎকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধমত শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সঙ্কল্পটি মন্দ নয়, কিন্তু যে প্রণালী অবলম্বনপূর্বক প্রভুশিক্ষা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাবনা করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ভয়াবহ। লেখকগণ গোস্বামীদিগের সংস্কৃত-গ্রন্থ হইতে মহাপ্রভুর শিক্ষিত মত বাহির করিবেন মনে করিয়াছেন। তাঁহারা বিস্মৃত হইতেছেন যে, গোস্বামীদিগের গ্রন্থাবলীর সারাংশ সংগৃহীত হইয়া বঙ্গভাষায় "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"-গ্রন্থে দেদীপ্যমান আছেন। উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনপূর্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সকল জগৎকে দিতে পারিলে যথেষ্ট হয়। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত আজকাল কেহই ন'ন। যদি কেহ এমতঅভিমান করেন যে, আমি স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা গোস্বামী-কৃত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে এমত সার বাহির করিব যে কবিরাজ গোস্বামীও তাহা পারেন নাই, তিনি নিত্যান্ত অসার ও হেয়। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ইহাই স্থির হয় যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শিক্ষাগুলি বিশদ্‌রূপে জগৎকে দিতে পারিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। তবে কবিরাজ গোস্বামীর পয়ারে অনেক কথা গূঢ়রূপে বর্ণিত আছে। সেইসব স্থলে গোস্বামী-কৃত সন্দর্ভ, রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে মূলবাক্য অবতারণ করিয়া ভালরূপে তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দিতে পারিলে অতিশয় উপাদেয় হয়। ' চৈতন্যমতবোধিনীর' উদ্দেশ্যটি কেবল ' ঘোড়াকে ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া' মাত্র। আমরা এই প্রবন্ধে যথাযথ মহাপ্রভুর উপদেশামৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামমৃত হইতে বিশদরূপে প্রকাশ করিব। হে পাঠকবৃন্দ! আপনাদের চরণে আমাদের একটি নিবেদন আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাগুলি গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া না পড়িলে বোধগম্য হয় না। আজকাল অনেকেই আহারাদির পর শয়ন করিয়া উপন্যাস-গ্রন্থ পাঠ করেন। এই সকল প্রবন্ধ সেইরূপ পাঠ করিলে হইবে না। শিক্ষা সমস্তই বেদ-বেদান্তশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব। শ্রদ্ধা-সহকারে বিশেষ মনঃসংযোগপূর্বক অন্যান্য সাধুগণের সহিত সমালোচনাপূর্বক ধীরে ধীরে পাঠ করিলে এই সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অতএব পূর্ব কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্বক বিশেষ যত্নসহকারে এই সিদ্ধান্ত দশমূলক প্রবন্ধটি আলোচনাপূর্বক আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে যত প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, সর্বত্রই শাস্ত্রের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি বিভাগক্রমে সমস্ত ব্যাখ্যা করিযাছেন। শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দিবার সময় বলিয়াছেন, যথা, মধ্য ২০শ (১৪৩ ও ১৪৬)—

বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম-তিন মহাধন।।

মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে।।

ইহার তাৎপর্য এই যে, বেদশাস্ত্রই শাস্ত্র। বেদ যাহা বলেন, তাহাই সত্য। বেদশাস্ত্রের অনুগত হইয়া চলা সাধুগণের কর্তব্য। সেই বেদশাস্ত্র কোনস্থলে গৌণবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, কোনস্থলে মুখ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, কোনস্থলে অন্বয়ভাবে কোনস্থলে ব্যতিরেকভাবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব বেদশাস্ত্রের সম্বন্ধ বিচার করিলে কৃষ্ণ-ব্যতীত আর কেহ উক্ত হ'ন না। বেদশাস্ত্রের অভিধেয় বিচার করিলে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বিশেষরূপে বিচার করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট দশটি সিদ্ধান্ত প্রথমে একটি শ্লোকাকারে দেখাইয়া ক্রমশঃ পৃথক্ পৃথক্ রূপে আলোচনা করিব শ্লোকটি এই,—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎ প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ।।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্র এই দশটি তত্ত্ব জীবগণকে উপদেশ করিতেছেন,—

১। আম্নায়বাক্যই প্রধান প্রমাণ। তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত নয়টি সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। ২। কৃষ্ণস্বরূপ হরি জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব। ৩। তিনি সর্বশক্তিমান্। ৪। তিনি অখিলরসামৃতসমুদ্র ৫। জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ তত্ত্ব। ৬। তটস্থ গঠনবশতঃ জীবসকল বদ্ধদশায় প্রকৃতিকর্তৃক কবলিত। ৭। তটস্থ ধর্মবশতঃ জীবসকল মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত। ৮। জীব জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। ৯। শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন। ১০। শুদ্ধকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণতত্ত্বের বিচার। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সমপ্ত ও অষ্টম সিদ্ধান্ত পর্যন্ত বেদশাস্ত্র-শিক্ষিত সম্বন্ধ তত্ত্ব-বিচার। নবম সিদ্ধান্তে অভিধেয়-তত্ত্বের বিচার। দশম সিদ্ধান্তে প্রয়োজন-তত্ত্বের বিচার। বিষয়গুলিকে প্রমাণ ও প্রমেয়--এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলে প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণ-বিচার; এবং দ্বিতীয় হইতে দশম সিদ্ধান্ত পর্যন্ত প্রমেয়-বিচার। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম সিদ্ধান্ত পর্যন্ত যে সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের পরিস্কৃতি। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সিদ্ধান্তে জীবতত্ত্বের পরিস্কৃতি। অষ্টম সিদ্ধান্তে তদুভয়ের সম্বন্ধ - বিচার। ভেদাভেদ-শব্দে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বুঝিতে হইবে। পাঠকবর্গ পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ের বিচারে মনোনিবেশ করুন্।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আম্নায়বাক্যই মূল প্রমাণ

(আম্নায় কি ?—বেদসংহিতা বাণী—ব্রহ্মসম্প্রদায়-গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত আম্নায় বাক্যই ভগবদ্ধর্ম-সংরক্ষক—অনুমাণ-প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দোষযুক্ত— আপ্তবাক্য সতঃসিদ্ধ প্রমাণ--অভিধা ও লক্ষণা—অপ্রাকৃততত্ত্বে আম্নায়ই একমাত্র প্রমাণ।)

(১) আম্নায়-বাক্য কাহাকে বলে ? এই প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত কারিকা ঃ-

আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিদ্যেতি বিশ্রুতাঃ।
গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তাঃ বিশ্বকর্তুহি ব্রহ্মণঃ।।

বিশ্বকর্তা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা নাম্নী শ্রুতিসকলকে আম্নায় বলা যায়। যথা মুণ্ডকে, (১।১।১,১।২।১৩)—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্ অথর্ববায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাঁ তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।।

বিশ্বকর্তা ভুবনপালক আদিদেব ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বকে সর্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠারূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষ পরিজ্ঞাত হন, সেই ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বসহকারে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

বৃহদারণ্যকে ২।৪।১০—অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সাম বেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বসিতানি।।

মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে চতুর্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে। ইতিহাস-শব্দে রামায়ণ, মহাভারতাদি। পুরাণ-শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত-শির্ষক অষ্টাদশ মহা-পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। উপনিষৎ-শব্দে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন প্রভৃতি একাদশ উপনিষৎ। শ্লোকশব্দে ঋষিগণকৃত বেদার্থ সূত্রসকল। অনুব্যাখ্যা-শব্দে সেই সূত্রসম্বন্ধে আচার্য্য-কৃত বেদার্থ সূত্রসকল। অনুব্যাখ্যা-শব্দে সেই সূত্র সম্বন্ধে আচার্যগণ-কৃত ভাষ্যাদি-ব্যাখ্যা। এই সমস্তই আম্নায়-শব্দে কথিত। আম্নায়-শব্দের মুখ্যার্থ—বেদ। অতএব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলায় ৭ম

পরিচ্ছেদে (১৩)—

স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি।
লক্ষণা হইতে স্বতঃ প্রমাণতা হানি।।

মধ্যলীলায় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে (১৩৫ ও ১৩৭)—

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতিপ্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ।।
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্য যেই সত্য কহে।
'লক্ষণা' করিলে স্বতঃপ্রমাণ্য হানি হয়ে।।

গোস্বামীদিগের ষট্সন্দর্ভাদি গ্রন্থ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পূর্বোক্ত অনুব্যাখ্যার মধ্যে গণনীয়। অতএব বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, উপনিষৎ, বেদান্তসূত্র, বৈষ্ণবাচার্যগণ--কৃত ভাষ্যগ্রন্থাদি সমস্তই আপ্তবাক্য। এই সমস্ত আপ্তবাক্যের বিশেষ মাহাত্ম্য শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে লিখিত আছে, যথা, (১১।১৪।৩ -৭)

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।।
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে ইত্যাদি।
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।।
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষাণ্ডমতয়োঽপরে।।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধ ভক্তিরূপ জৈবধর্ম কথিত আছে। সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয়কালে তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় সৃষ্টিসময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি। ব্রহ্মা তাহা স্বপুত্র মনু-প্রভৃতিকে বলেন। ক্রমশঃ দেবগণ, ঋষিগণ, নরগণ—সকলেই সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী প্রাপ্ত হন। ভূতসকলও ভূতপতিসকল সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণোদ্ভূত পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি লাভ করিয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াছেন। সেই প্রকৃতি-ভেদানুসারে পৃথক্ পৃথক্ অর্থদ্বারা নানা বিচিত্র মত প্রকাশিত হইয়াছে। হে উদ্ধব, যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদে নানাবিধ পাষণ্ড-মতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।

ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ব্রহ্মসম্প্রদায়-নামক একটি সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম আম্নায় (আ-ম্না—ঘঞ্)। যে

সকল লোক 'পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগপতিঃ' ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্মসমপ্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদুক্ত পাষণ্ড মতপ্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায় স্বীকার করতঃ যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা সিদ্ধপ্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর, ইহাতে সন্দেহ কি?

যে যাহা হউক, সমস্ত ভাগ্যবান্ লোকেই গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত আপ্তবাক্যরূপ আম্নায়কেই প্রমাণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম শিক্ষা।

তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীজীব বলিয়াছেন, (৯ম ও ১০ম)—

অথৈবং সূচিতানাং শ্রীকৃষ্ণ-তদ্বাচ্য-বাচকতা-লক্ষণ সম্বন্ধ তদ্ভজন লক্ষণ বিধেয়সপর্যায়াভিধের-তৎ-প্রেমলক্ষণ-প্রয়োজনাখ্যানামার্থ নাং নির্ণয়ায় প্রমাণং তাবদ্বিনির্ণীয়তে। তত্র পুরুষস্য ভ্রমাদি-দোষ চতুষ্টয়ত্বাৎ সুতরামচিন্ত্যালৌকিকবস্তুস্পর্শাযোগ্যত্বাচ্চ তৎ-প্রত্যক্ষা দীন্যপি সদোষা ণি। ততস্তানি ন প্রমাণানীত্যনাদি-সিদ্ধ-সর্ব পুরুষ পরম্পরাসু সর্বলৌকিকালৌকিক-জ্ঞাননিদানত্বাদপ্রাকৃতবচনলক্ষণো বেদ এবাস্মাকং সর্বাতীত-সর্বাশ্রয়-সর্বাচিন্ত্যাশ্চর্যস্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্।

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাচ্যবাচকতা-লক্ষণ সম্বন্ধ, তদ্ভজন, লক্ষণ অভিধেয় ও তৎপ্রেমলক্ষণ প্রয়োজন যাহা—সূচিত হইয়াছে—সেই তিনটি অর্থনির্ণয়ের জন্য প্রমাণ নিরুপণ করিতেছি। মানবগণ স্বভাবতঃ ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টয়ের বশবর্তী, সুতরাং অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তু স্পর্শের অযোগ্য। তাহাদের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নিরন্তর দোষযুক্ত। অতএব প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ-মধ্যে পরিগণিত হয় না। অনাদিসিদ্ধ পুরুষ-পরম্পরা প্রাপ্ত সার্বলৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের নিদানস্বরূপ অপ্রাকৃত বচনলক্ষণ বেদবাক্যই সর্বাতীত, সর্বাশ্রয় সর্বাচিন্ত্য, আশ্চর্য স্বভাব-সম্পন্ন বস্তু বিজ্ঞানেচ্ছু পুরুষের পক্ষে একমাত্র প্রমাণ।

শ্রীজীবগোস্বামী আপ্তবাক্যের প্রমাণত্ব স্থির করিয়া পুরাণশাস্ত্রের তদ্ধমর্ত্ব নিরূপণ-পূর্বক শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যে লক্ষণদ্বারা ভাগবতের শেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই লক্ষণদ্বারা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও তৎসহ শুকদেবও ক্রমে বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্মতীর্থ প্রভৃতির তত্ত্বগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য প্রণীত শাস্ত্রনিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত বাক্যদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাস দিগের গুরুপ্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া স্বীয়কৃত-'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় গুরু-প্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীতে স্থির করিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে

অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে কৃষ্ণ-চৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

আপ্তবাক্য-বিচারসম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা আছে। আপ্ত বাক্য সমস্তই স্বতঃসিদ্ধ। ইহাতে লক্ষণাবলম্বনের আবশ্যকতা নাই। শব্দ-কদম্ব শ্রবণমাত্রেই যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহা শব্দের অভিধাবৃত্তি হইতে হইয়া থাকে। "অয়ং শচীনন্দনঃ সাক্ষাৎ নন্দনন্দন এব।" এই কথা শুনিবামাত্র প্রতীত হয় যে, শ্রীগৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' অর্থাৎ গঙ্গাতে ঘোষপল্লী এই শব্দের অভিধাক্রমে প্রাপ্ত অর্থ প্রসিদ্ধ হয়না, অতএব লক্ষণাদ্বারা গঙ্গাতীরে ঘোষপল্লী আছে ইহা বুঝিতে হয়। বেদবাক্যে লক্ষণার প্রয়োজন নাই। ছান্দোগ্য (৮।১৩।১) বলিয়াছেন,—"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।"— (শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির নাম শবল। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী সার ভাবকে আশ্রয় করি এবং হ্লাদিনীর সারভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করি)। অভিধাবৃত্তির দ্বারা এই বেদ-বাক্যের যখন ন্যায়সিদ্ধ অর্থ পাওয়া যাইতেছে, তখন শ্রীশঙ্করাচার্যের সহিত শ্যাম-শব্দের "হার্দ ব্রহ্মত্ব" কেন অনুমান করি? মুক্তপুরুষেরা স্বভাবতঃ শ্রীশ্যামসুন্দরের যুগল উপাসনা করিয়া থাকেন। তাহাই এই বেদবাক্যের সিদ্ধ অর্থ। অতএব চরিতামৃতে "লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতাহানি" এই উক্তি দৃষ্ট হয়। লক্ষণা অনেক প্রকার; জগদীশ 'শব্দ-শক্তি প্রকাশিকা'য় বলিয়াছেন-

জহৎস্বার্থাজহৎস্বার্থ নিরূঢ়াধুনিকাদিকাঃ।
লক্ষণা বিবিধাস্তাভি র্লক্ষকং স্যাদনেকধা।।

যতপ্রকার লক্ষণাই থাকুক অর্থাৎ জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, নিরূঢ়া ও আনিকা প্রভৃতি সকল প্রকার লক্ষণাই অপ্রাকৃত বস্তুনির্ণয়ে কোন কার্য করে না, বরং উহারা তাহাতে নিযুক্ত হইলে ভ্রম জন্মাইয়া দেয়। শ্রীশঙ্করাচার্য কহিয়াছেন যে অনির্দেশ্য তত্ত্বে অভিধাবৃত্তি কার্য করে না, অতএব লক্ষণাদ্বারা বেদার্থনির্ণয় করা উচিত। শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ মধ্বাচার্য তাহাতে এই প্রকার আপত্তি করিয়াছেন, (তত্ত্বমুক্তাবলী, ২২ শ শ্লোক)

নাঙ্গীকৃতাভিধা যস্য লক্ষণা তস্য নো ভবেৎ।
নাস্তিগ্রামঃ কুতঃ সীমা ন পুত্রো জনকং বিনা।।

শব্দশক্তি বিচারে ইহাই নির্ণীত আছে যে, যে স্থলে অভিধা অঙ্গীকৃত হয় না, সেখানে লক্ষণার স্থল নাই। যেখানে গ্রাম নাই, সেখানে সীমার তর্ক কেন? জনক ব্যতীত পুত্রোৎপত্তি কিরূপে হয়? বিতর্ক এই যে, অনির্বচনীয় বস্তুতে যখন অভিধাদ্বারা শব্দ কার্য না করে, তখন অভিধার সহায়স্বরূপে লক্ষণা কি করিবে? অতএব লক্ষণাদিবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপ্ত বাক্যের অভিধাশক্তি অবলম্বনপূর্বক অপ্রাকৃত বস্তু অন্বেষণ করাই

বুদ্ধিমান ব্যক্তির কার্য।

উপসংহারে নিম্নলিখিত কারিকা প্রদত্ত হইল,—

য আদিকবয়ে তেনে হৃদা ব্রহ্ম সনাতনম্
সঃ চৈতন্যঃ কলৌ সাক্ষাদমার্জীত্তন্মতং শুভম্।।
বিপ্রলিপ্সা প্রমাদশ্চ করণাপাটবং ভ্রমঃ।
মনুষ্যাণাং বিচারেষু স্যাদ্ধি দোষচতুষ্টয়ম্।।
তদধোক্ষজতত্ত্বেষু দুর্নিবার্যং বুধৈরপি।
অপৌরুষেয়বাক্যানি প্রমাণং তত্র কেবলম্।।
প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ তদধীনতয়া ক্বচিৎ।।

যে চৈতন্য আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সনাতনবেদবাক্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তিনিই এই কলিকালে শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া সেই বেদোদিত শুভমতকে কালদোষ হইতে মুক্ত করিয়া সুপবিত্র করিয়াছেন। বিপ্রলিপ্সা, প্রমাদ, করণাপাটব ও ভ্রম এই চারিটি দোষ মানবমাত্রের বিচারে অবশ্য প্রবেশ করে। অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ববিচারে মহামহাপণ্ডিতগণও উক্ত দোষচতুষ্টয় পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অতএব অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব বিষয়ে অপৌরুষেয়বেদ-বাক্যই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ঐতিহ্য প্রভৃতি অন্যপ্রকার প্রমাণসকল শব্দপ্রমাণের অধীন হইয়া কখন কখন কার্য করিতে সমর্থ হন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব

(শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আম্নায়বাক্য—শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব—পরমাত্মা তাঁহার অংশ—ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ—শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ—শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ চারিগুণ—শ্রীকৃষ্ণের দেহদেহী অভিন্ন—বেদে শ্রীকৃষ্ণের চিদ্বিলাস—বর্ণন।)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে এই আম্নায়-বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা, মধ্য ২০ শ (১৪৬),—

মুখ্য- গৌণ-বৃত্তি কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে।।

বেদসকল কোনস্থলে মুখ্য বা অভিধাবৃত্তিযোগে কোনস্থলে গৌণ বা লক্ষণাবৃত্তিযোগে, কোনস্থলে অন্বয় বা সাক্ষাদ্ ব্যাখ্যাক্রমে এবং কোনস্থলে ব্যতিরেক বা ব্যবধান-বাক্যের সহিত একমাত্র কৃষ্ণকেই ব্যাখ্যা করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি ২য় (১০৬, ৬৫, ২৪-২৬,–

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয়।।
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন তাঁর রূপ।।
বেদ ভাগবত উপনিষদ্ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যাঁ'র সম।।
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দরশন।
সূর্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ।।
জ্ঞানযোগমার্গে তাঁ'রে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মরূপে তাঁ'রে করে অনুভব।।

শ্বেতাশ্বতর (৫/৪ মন্ত্র) বলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকলের পূজনীয়; তিনি জন্মস্বভাবপ্রাপ্ত সমস্ততত্ত্বেই অধিষ্ঠানরূপে নিত্য বিরাজমান। যথা,–

একো দেবো ভবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ।

অতএব ভাগবতে, (১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

(পূর্বে যে সকল অবতারের বিষয় কীর্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহবা আবেশাবতার। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।) ভগবদগীতায় ৭।৭ ও ১৫।১৫ শ্লোকে কহিয়াছেন,—

'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।'

' বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ' ইত্যাদি।

(হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। সকল বেদের জ্ঞাতব্য বিষয় আমিই)। শ্রীগোপালোপনিষদে কথিত হইয়াছে, (পূর্বতাপনী ২১ মন্ত্র)—

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ।

তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ।।

একা বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য

একোপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।

তং পীঠস্থং যে তু ভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।

(সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, সেই শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্যান করিবে, তাঁহার নামই সংকীর্তন করিবে, তাহাকেই ভজন করিবে এবং তাঁহারই পূজা করিবে। সর্বব্যাপী সর্ববশকর্তা কৃষ্ণই একমাত্র সকলের পূজ্য। তিনি এক হইয়াও মৎস্য-কূর্মাদি বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি কারণার্ণব-গর্ভোদকাদি বহুমূর্তিতে প্রকাশমান হন। শুকদেবাদির ন্যায় যে সকল ধীর পুরুষ তাঁহার পীঠমধ্যে অবস্থিত শ্রীমূর্তির পূজা করেন, তাঁহারাই নিত্যসুখ-লাভে সমর্থ হ'ন; অন্য কেহই ব্রহ্মপরমাত্মাদি উপাসনায় তদ্রূপ সুখলাভে সমর্থ হন না)। তত্র কারিকা,–

কৃষ্ণাংশঃ পরমাত্মা বৈ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতিরেব চ।

পরব্যোমাধিপস্তস্যৈশ্বর্যমূর্তির্নসংশয়ঃ।।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্বেশ্বর। পরমাত্মা তাঁহার অংশ, ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতিঃ। পরব্যোমনাথ নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্যবিলাসমূর্তিবিশেষ। এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র সংশয় নাই; যেহেতু বেদাদি-শাস্ত্র ইহাই নির্দেশ করিতেছেন। তৈত্তিরীয়ে ২।১।২—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদনিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নূতে সর্বান্ কামান সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।।

(সত্যস্বরূপে, চিন্ময়, অসীমতত্ত্বই 'ব্রহ্ম'। চিত্তগুহায় অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত-তত্ত্বই 'পরমাত্মা'। পরব্যোমে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে অবস্থিত-তত্ত্বই 'নারায়ণ'। এই তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনি ''বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম'' অর্থাৎ পরব্রহ্ম-কৃষ্ণের সহিত যাবতীয় কল্যাণ গুণ প্রাপ্ত হন)।

এইস্থলে বিপশ্চিৎ ব্রহ্মাতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ। ভগবতেও "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনূষ্যলিঙ্গং যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্", বিষ্ণুপুরাণে 'যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিম্" ও গীতায় 'ব্রহ্মাণো হি প্রতিষ্ঠাহং' ইত্যাদি সিদ্ধান্ত-বচন-সহস্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে 'বিপশ্চিৎ'-ব্রহ্ম' অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। 'বিপশ্চিৎ'-শব্দে পণ্ডিত অর্থ হয়। শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণের মধ্যে পাণ্ডিত্যই একটি প্রধানগুণ। চতুঃষষ্টিগুণ যথা—

অযং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ।।
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ং বদঃ।
বাবদুকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ।।
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী।।
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ।
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগদপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্বশুভঙ্করঃ।।
প্রতাপী কীর্তিমান রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্।।
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহা হরেরমী।।
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে।।
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরীশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ।।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অথোচ্যন্তে গুর্ণঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।।
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভূতাঃ
সর্বাদ্ভুত-চমৎকার-লীলা-কল্লোল-বারিধিঃ।
অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মঙ্গলঃ।

ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ।।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিত চরাচরঃ।
(ভঃ রাঃ সিঃ দঃ বিঃ ১লঃ ১১-১৭ সংখ্যা)

(এই নায়ক কৃষ্ণ (১) সুরম্যাঙ্গ (২) সর্বসল্লক্ষণযুক্ত (৩) সুন্দর (৪) মহাতেজা (৫) বলবান্ (৬) কিশোর-বয়সযুক্ত (৭) বিবিধ-অদ্ভুতভাষাবিৎ (৮) সত্যবাক্ (৯) প্রিয়াবাক্যযুক্ত (১০) বাদদূক অর্থাৎ বাক্পটু (১১) সুপণ্ডিত (১২) বুদ্ধিমান্ (১৩) প্রতিভাযুক্ত (১৪) বিদগ্ধ অর্থাৎ রসিক (১৫) চতুর (১৬) দক্ষ (১৭) কৃতজ্ঞ ৯১৮) সুদৃঢ়ব্রত (১৯) দেশকালপাত্রজ্ঞ (২০) শাস্ত্রদৃষ্টি যুক্ত (২১) শুচি (২২) বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় (২৩) স্থির (২৪) দান্ত (২৫) ক্ষমাশীল (২৬) গম্ভীর (২৭) ধৃতিমান্ (২৮) সমদর্শন (২৯) বদান্য (৩০) ধার্মিক (৩১) শূর (৩২) করুণ (৩৩) মানদ (৩৪) দক্ষিণ অর্থাৎ সরল উদার (৩৫) বিনয়ী (৩৬) লজ্জাযুক্ত (৩৭) শরণাগতপালক (৩৮) সুখী (৩৯) ভক্তবন্ধু (৪০) প্রেমবশ্য (৪১) সর্বসুখকারী (৪২) প্রতাপী (৪৩) কীর্তিমান্ (৪৪) লোক সমূহের অনুরাগভাজন (৪৫) সজ্জনপক্ষাশ্রিত (৪৬) নারীমনোহারী (৪৭) সর্বারাধ্য (৪৮) সমৃদ্ধমান্ (৪৯) শ্রেষ্ঠ (৫০) ঐশ্বর্যযুক্ত (৫১) সর্বদা স্বরূপ-সম্প্রাপ্ত (৫২) সর্বজ্ঞ (৫৩) নিত্যনূতন (৫৪) সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ (৫৫) নিখিলসিদ্ধিবশকারী, অতএব সর্বসিদ্ধি নিষেবিত (৫৬) অবিচিন্ত্য মহাশক্তি (৫৭) কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ (৫৮) সকল অবতার বীজ (৫৯) হতশত্রু সুগতিদায়ক (৬০) আত্মারামগণের আকর্ষক (৬১) সর্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোল-সমুদ্র (৬২) শৃঙ্গার রসের অতুল্য প্রেমদ্বারা শোভাবিশিষ্ট-প্রেষ্ঠমণ্ডল (৬৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষি-মুরলী-গীত গানকারী (৬৪) যাহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই, যাহা চরাচরকে বিস্ময়াম্বিত করিয়াছে, এবম্বিধ সৌন্দর্যশালী।)

উক্ত চতুঃষষ্টিগুণের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশটি গুণ জীবে বিন্দু-বিন্দু-রূপে বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণে ঐসকল গুণ পরিপূর্ণরূপে থাকে। প্রথম পঞ্চাশৎ গুণ ও তৎপর-বর্ণিত পাঁচটি গুণ অংশরূপে শ্রীমহাদেবাদিতে দৃষ্ট হয়। তাহার পর যে পাঁচটি গুণের উল্লেখ আছে, তাহা ও পূর্বোল্লিখিত পঞ্চ পঞ্চাশৎ গুণ পরব্যোমপতি নারায়ণে লক্ষিত হয়। অতএব নারায়ণে ষষ্টি সংখ্যক গুণসম্পূর্ণ রূপে থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে উক্ত ষষ্টিসংখ্যক গুণ অত্যন্ত অদ্ভুতরূপে পরিলক্ষিত হয়। আবার শেষোক্ত চারিটি অসাধারণ গুণ অর্থাৎ (১) লীলামাধূর্য (২) প্রেমমাধুর্য (৩) রূপমাধুর্য ও (৪) বেণুমাধুর্য শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাতেও লক্ষিত হয় না। অতএব স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত পরব্রহ্ম অর্থাৎ বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম বলিতে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি জ্যোতিরূপে সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়া ব্রহ্মনামে অভিহিত হয়। অতএব বেদ)সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই

তিনটী মাত্র গুণে অবিপশ্চিৎ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করেন। গুহায় নিহিত যে তত্ত্ব, তাহার নাম—পরমাত্মা। সমস্ত বহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ভগবান অংশের দ্বারা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট। অতএব ব্রহ্মাণ্ডরূপ গুহা বা জীব-হৃদয়রূপ গুহাতে যিনি প্রবিষ্ট তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা পরমাত্মা। ঈশ্বর, নিয়ন্তা, জগৎকর্তা, জগদীশ্বর, পাতা, পালয়িতা প্রভৃতি তাঁহার সহস্র সহস্র না। তিনিই জগতে অবতাররূপ রাম-নৃসিংহ-বামনাদি হইয়া পালন-কার্য করেন। 'পরমে ব্যোম' অর্থাৎ পরব্যোমধামে কৃষ্ণের একটি বিলাসমূর্তি নারায়ণ নিত্য বিরাজমান। এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব পরমাত্মতত্ত্ব ও পরব্যোমপতি ভগবত্তত্ত্ব ভালরূপে আলোচনা করিয়া যে রসিক পণ্ডিত সেই সব তত্ত্বের পরমাশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপ রসপাণ্ডিত্যপূর্ণ বিপশ্চৎব্রহ্মকে সেবা করেন, তিনি দাস-সখ্য-বাৎসল্য ও মধূর-রসগত সমস্ত অপ্রাকৃত কাম তাঁহার সহিত নিত্য ভোগ করেন। পরমাত্মা যে কৃষ্ণের অংশ, তাহা কৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন, যথা (১০-৪২),—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ।।

(হে অর্জুন, অধিক কি বলিব—আমি এক অংশে পরমাত্মরূপে অখিল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত)।

ব্রহ্ম যে কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, তাহা ব্রহ্মসংহিতায় কথিত হইয়াছে, যথা ৫ অ ৪০ শ্লোক);

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তশেষভুতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

(যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তিনিবন্ধন উপনিষদোক্ত নির্বিশেষ-ব্রহ্ম, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি-বিভূতি হইতে পৃথক হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।) কারিকা,

দেহদেহিভিদা নাস্তি ধর্ম ধর্মিভিদা তথা।
শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে পূর্ণেহদ্বয়জ্ঞানাত্মকে কিল।।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে জড়ীয়শরীরধারী জীবের ন্যায় দেহ-দেহী-ভেদ ও ধর্ম-ধর্মীভেদ নাই। অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপে যে দেহ সেই দেহী, যে ধর্ম সেই ধর্মী। কৃষ্ণস্বরূপ একস্থানস্থিত মধ্যমাকার হইলেও সর্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থিত। যথা বৃহদারণ্যকে (৫ ম অধ্যায়) ;

পূর্ণমদঃ পূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

(পূর্ণরূপ অবতারী হইতে পূর্ণরূপ অবতার স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হন; অবতারী পূর্ণ হইতে লীলা-পূরণজন্য অবতার হইলেও অবতারীতে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে, কিছুমাত্র ন্যূন হয় না। আবার অবতারের প্রকটলীলা সমাপন হইলে অবতারীর পূর্ণতার বৃদ্ধি হয় না।) যথা নারদপঞ্চরাত্রে,)

নির্দোষ পূর্ণগুণ-বিগ্রহাত্মতন্ত্রো
নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্রকরপাদ মুখোদরাদিঃ
সর্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জিতাত্মা।।

(ভগবান্ নির্দোষ ও সর্বজ্ঞ প্রভৃতি গুণপূর্ণ-বিগ্রহ বিশিষ্ট। জড়শরীর যেরূপ চৈতন্যহীন এবং উৎপত্তি, স্থিতি বিনাশ ধর্মত্রয়-বিশিষ্ট, ভগবানের শরীর তাদৃশ নহে। পরন্তু দেহ চৈতন্য বিশিষ্ট এবং প্রাকৃত-গুণ-রহিত অপ্রাকৃত ও চিদানন্দময় অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আনন্দমাত্র। সর্বত্র দেহ-দেহী ও গুণগুণী এবং স্বগত ভেদ-বর্জিত পরমাত্মস্বরূপ।)

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের আশ্রয় এবং সর্বেশ্বরেশ্বর, ইহা প্রদর্শিত হইল। এখন বেদ যেরূপে তাঁহাকে গৌণ-মুখ্য-বৃত্তি এবং অন্বয়ব্যতিরেকভাবে উদ্দেশ করেন, তাহা বিচার করা আবশ্যক। মুখ্য বা অভিধাবৃত্তিদ্বারা ছান্দোগ্য শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করিতেছেন, যথা (৮।১৩।১);

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে। শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।

শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপশক্তির নাম শবল। কৃষ্ণপ্রপত্তিক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনী-সারভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সার-ভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণে প্রপন্ন হই। শ্যাম-শব্দের অভিধাবৃত্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণই বর্ণিত হইয়াছেন।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় ১।২২।২৩) ও আরণ্যোপনিষৎ ৫ম মন্ত্রে বলিয়াছেন যথা;)

তদ্বিষ্ণোঃ পরং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।।

পণ্ডিতসকল নিত্য বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন। সেই বিষ্ণুপদ চিচ্চক্ষুর দর্শনীয় শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমতত্ত্ব।

পুনরায় ঋগ্বেদ বলিতেছেন, (ঋগ্বদ ১।২২।১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্)

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
দ সধ্রীচীঃ স বিষুচীর্বসান আবরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তঃ।।

দেখিলাম এক গোপাল; তাঁহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে) কখন দূরে,

নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখন বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পূনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছেন। এই বেদ-বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা অভিধাবৃত্তিক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যত্র বলিয়াছেন (১।৫৪ সূক্ত ৬ ঋক্),)

তা বাং বাস্ত্ন্যশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভুরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ অবভাতি ভুরি।।

(ঋঙ্মন্ত্রে ভগবানের নিত্যলীলা এইরূপে কথিত আছে)

তোমাদের (রাধা ও কৃষ্ণের) সেই সেই গৃহসকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি। যেখানে কামধেনুসকল প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট এবং বাঞ্ছিতার্থ প্রদানে সমর্থ)ভক্তেচ্ছা-পূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছেন।)

এই বেদমন্ত্রে গোকুলবীর শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন অতি সুন্দর দেখা যায়। এইরূপ মুখ্যবর্ণন বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌণ বা লক্ষণাবৃত্তিযোগে শ্বেতাশ্বতর (৩।৯ মন্ত্রে),)

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো না জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ তেনেদং পূর্ণ পুরুষেণ সর্বম্।

যাহা হইতে অপর কিছুই শ্রেষ্ঠ নয় এবং যাঁহা হইতে কিছুই অণু বা বৃহৎ নাই, সেই এক পুরুষ যৎকর্তৃক সর্ববস্তুই পূর্ণ হইয়াছে, তিনি বৃক্ষের ন্যায় স্থির হইয়া জ্যোতির্ময়-মণ্ডলে অবস্থিত। কঠোপনিষৎ বলেন (২।২।৯),)

অগ্নির্যথৈকোভূবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সবতভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।। ইত্যাদি।

(যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূতাগ্নিরূপে প্রতিবিম্ফিত হয়েন, তেমন এক সর্বভূতান্তরাত্মা ভূবনে প্রবিষ্ঠ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মারূপে প্রিতিবিম্ফিত হয়েন। যাহা বিম্ফের সদৃশ হইয়াও তদধীন, তাহাকেই 'প্রতিবিম্ফ' বলা যায়। জীবাত্মা বিম্ফস্থানীয় পরমাত্মার প্রতিবিম্ফ বলিয়া তৎসদৃশ হয়েন সত্য, কিন্তু তিনি কখনই বিম্ফস্বরূপ হয়েন না তদ্বহির্ভাগেই অবস্থান করেন। তিনি সূর্যমণ্ডলস্থানীয় পরমাত্মার বহিশ্চর কিরণ পরমাণুস্থানীয়। ঈশাবাস্য বলেন (১৫শ মন্ত্র, বৃহদাঃ ৫।১৫।১ ব্রাহ্মণ),)

হিরন্ময়েন পাত্রেণ স্যতস্যাপিহিতং মূখম।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।

(শুদ্ধভক্তিভিন্ন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না; শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন শুদ্ধা ভক্তি লভ্য হয় না; এইজন্যই বলিতেছেন,)নির্বিশেষ-ব্রহ্মরূপ জ্যোতির্ময়

জগৎপোষক পরমাত্মন! তুমি সত্যধর্মানুষ্ঠান-পরায়ণ মাদৃশ ভক্তজনের সাক্ষাৎকারার্থ ঐ আবরণ উন্মোচন কর।)

বৃহদারণ্যক বলেন (২।৫।১৪-১৫),—

অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধু অয়মাত্মা সর্বেষাং
ভূতানামধিপতিঃ সর্বেষাং ভূতানাং রাজা ইত্যাদি।।

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গুণ-পরিচয় দ্বারা গৌণরূপে বেদ বলিতেছেন যে,আত্মারূপ কৃষ্ণই সর্বভূতের মধু, অধিপতি ও রাজা। আত্মা-শব্দে কৃষ্ণ ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন যথা;—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানং জগদাত্মনাম্ (১০।১৪।৫২)

হে রাজন্! কৃষ্ণকে তুমি সকল আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে। অন্বয়ক্রমে ছান্দোগ্য (৮।১।১,৫, ৮।২।৫ ও ৮।১৩।১ মন্ত্রে) বলিয়াছেন,—

তচ্চেদ্ব্রুয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম। সব্রূন্মাস্য জরয়ৈতজ্জীর্যতি ইতি। এষ আত্মাঽহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽ পিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। সয দি সখিলো সকামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমূত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো সম্পন্নো মহীয়তে ইত্যাদি।

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ইত্যাদি।।

এই বেদবাক্যের সাক্ষাৎ অর্থ এই যে, ব্রহ্মপুরে পদ্মপুষ্প সন্নিভ একটি অপ্রাকৃত ধাম আছে। ব্রহম-সংহিতায় সেই ধাম এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে (২য় শ্লোক),—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যঃ মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্।।

সেই পরব্রহ্মধাম বা গোকুল অমৃতের আশ্রয়। তাহা অনন্তের অংশ দ্বারা নিত্য প্রকটিত তাহাতে জরামরণাদি নাই। যে সকল চিৎকণ জীব তথায় আছেন বা গমন করেন তাঁহারা পাপপূণ্য-শূন্য বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধারহিত, পিপাসারহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প; এরূপ শুদ্ধ আত্মা অষ্টপ্রকার অপ্রাকৃত গুণযুক্ত। তাঁহাদের সখ্য প্রভৃতি যে রসে আনন্দ হয়, সেই রসই তাঁহারা তথায় ভোগ করেন। হ্লাদিনী মহাভাবযুক্ত শ্যামচাঁদকে নিত্য উপাসনা করেন।

বেদ এ স্থলে অন্বয়রূপে বা সাক্ষাৎ বর্ণনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম ও লীলা প্রকাশ করিলেন।

ব্যতিরেকক্রমে বেদ অনেকস্থানেই শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করেন। কঠে বলিয়াছেন (২।২।১৫),—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং

নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বন্তস্যভাস্য সর্বমিদং ভিবতি।।

(সেই ব্রহ্মাকে সূর্যচন্দ্রতারকাগণ এবং এই বিদ্যুৎ সকল প্রকাশ করিতে পারে না এবং অগ্নি যে প্রকাশ করিতে পারে না তাহার কথা অধিক আর কি বলিব? কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ ভগবান্‌কে অনুসরণ করিয়া সূর্যচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, যেহেতু সেই ভগবানের প্রকাশেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে।)

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।।
স্ব্ফতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।। (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮, ১৬)

(এই মহাপুরুষকে স্ফতঃ প্রকাশ প্রকৃতির অতীত বলিয়া জানি। তাঁহাকে অবগত হইয়াই জীব মৃত্যু অতিক্রম করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মৃত্যু অতিক্রম করিবার অন্য কোন পন্থা নাই।)

(তাঁহার হস্তপদ সর্বত্র ব্যাপিয়া আছে। তাঁহার চক্ষু, শির, মুখ এবং কর্ম সর্বপ্যাপক। তিনি যাবতীয় বস্তুকে আবৃত করিয়া (ব্যাপিয়া) অবস্থান করিতেছেন।) শ্বেতাশ্বতর (৪।২০) মন্ত্রে)

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।

(ইহার রূপ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। চক্ষুদ্বারা কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন না। যাঁহারা এই হৃদয়ে অবস্থিত পুরুষকে বিশুদ্ধচিত্তে ধ্যানদ্বারা জানিতে পারেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিযা থাকেন।)

বেদের অনেক স্থলেই এই প্রকার গৌণ ও ব্যতিরেকভাবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন আছে। কেবল চিচ্ছক্তি-প্রকাশ-অবসরে মুখ্য ও অন্বয়রূপে বর্ণনা দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে)

জয় জয় জহ্যজামজিতদোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্ত-ভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ।। (ভাঃ ১০।৮৭।১৪)

শ্রুতিগণ কহিলেন,)' হে কৃষ্ণ! যাঁহার গুণসকলও দোষ বলিয়া গৃহীত হয়, সেই মায়াশক্তি-নাম্নী অজাকে তুমি বিনষ্ট কর। তুমি আত্মশক্তিদ্বারা সর্বদা সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিপতি। তুমি স্থাবর-জঙ্গম সকলেরই শক্তি অববোধন করিয়া থাক। বেদসকল

তোমাকে দুই প্রকারে বর্ণন করেন অর্থাৎ যখন তুমি মায়াশক্তির চালনা কর, তখন একপ্রকারে বর্ণন করেন এবং যখন আত্মশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তি অবলম্বন করিয়া ব্রজলীলা কর, তখন আর এক প্রকারে বর্ণন করেন।" কারিকা,—

ব্রহ্ম-রুদ্র-মহেন্দ্রাদি দমনে রাসমণ্ডলে।
গুরুপুত্রপ্রদানাদাবৈশ্বর্যং যৎপ্রকাশিতম্।।
নান্য-প্রকাশ-বাহুল্যে তদ্দৃষ্টং শাস্ত্রবর্ণনে।
অতঃ কৃষ্ণপারতম্যং স্বতঃসিদ্ধং সতাং মতে।।

শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনে, ব্রহ্ম-রুদ্র-ইন্দ্রাদি দমনে, রাসলীলায় এবং গুরুপুত্র-সমানয়নাদি কার্যে যে ঐশ্বর্য প্রকাশ হইয়াছে, তাহা অন্য বহুতরপ্রকাশে কুত্রাপি দেখা যায় নাই। অতএব সাধুলোক বলেন যে, কৃষ্ণের পারতম্য স্বতঃসিদ্ধ। অতএব শ্বেতাশ্বতরে বলিয়াছেন (৬।৭),—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।।

(তুমি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর! তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দেবতা। তুমি প্রজা-পতিগণেরও পতি (পালক)। তুমি পর (শ্রেষ্ঠ) তত্ত্বেরও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। তোমাকে আমরা জগদ্বন্দ্য লীলাপরায়ণ পরমেশ্বর বলিয়া জানি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিসম্পন্ন

শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—শক্তি-তারতম্যে ত্রিবিধ প্রতীতি—পরাশক্তি—তাঁহার ত্রিবিধ প্রভাব—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—ত্রিবিধশক্তি সম্বন্ধে বেদপ্রমাণ—বিরোধভঞ্জিকা-শক্তি বেদ-প্রমাণ—কৃষ্ণের অবিচিন্ত্যশক্তি।

বহুকাল হইতে শক্তি ও শক্তিমানের বিষয় আলোচনা হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, জগতে যত প্রকার অনুভব আছে, সে সমুদয়ই শক্তির অনুভব। শক্তি ব্যতীত কেহ শক্তিমান্ আছেন কিনা সন্দেহ। শক্তিই বস্তুর পরিচায়ক ও প্রকাশক; অতএব বস্তুর অনুভূতি কিছুমাত্র হয় না, কেবল বস্তুশক্তির অনুভুতি হইয়া থাকে। তাঁহারা যে উদাহরণ দেন, তন্মধ্যে একটি উদাহরণ এই স্থলে প্রদত্ত হইতেছে। পৃথিবীতে আকৃতি-বিস্তৃতি প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম আছে। আমরা যাহাকে পৃথিবী বলি, তাহা কেবল ঐ সকল গুণগণের সমষ্টিমাত্র। গুণগণ পৃথক হইয়া গেলে পৃথিবীর আর কিছু থাকে কিনা বলা যায় না। গুণ ও ধর্ম—সমস্তই শক্তি। অতএব শক্তি একমাত্র তত্ত্ব। আবার কেহ কেহ এরূপ বিতর্ক করেন যে, শক্তি কিছুই নয়, বস্তুর অপৃথক ধর্মমাত্র। বস্তু যাহা প্রকাশ করে তাহাকেই শক্তি বলে। এই বিতর্কে সারগ্রাহী মহাপুরুষগণ এইমাত্র স্থির করিয়াছেন যে শক্তি একটি তত্ত্ব এবং শক্তিমান্ একটি তত্ত্ব। এই দুই তত্ত্ব পৃথক হইয়াও অপৃথক্। মানব-চিন্তা সর্বদা সীমাবিশিষ্ট; অতএব শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর নিগূঢ়-সম্বন্ধ উপলব্ধি করতে পারে না। বস্তুতঃ পৃথক্ হইয়াও বস্তু ও বস্তুশক্তি অপৃথক্। পার্থক্য ও অপার্থক্য যুগপৎ সিদ্ধ। এতনিবন্ধন বস্তু ও বস্তুশক্তির অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক স্বভাব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত আছে। (আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ ৯৬-৯৮),—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ।।
মৃগমদ তা'র গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ।।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।

লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।

বেদ-বেদান্তেও এই সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে দেখা যায় যে, "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ।"

বস্তুতত্ত্ববিচারে কৃষ্ণ ব্যতীত আর বস্তু নাই। এইজন্যই শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয়তত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা ব্রহ্মপর বা পরমাত্মপর, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্বরূপবস্তু বলিয়া নির্দেশকরিতে সহসা সাহস করেন না। বস্তু একমাত্র হইলেও বস্তুলক্ষ্যকারী পাত্রদিগের অধিকারভেদে বস্তু তিন প্রকারে প্রকাশ পা'ন। একটি পর্বতকে তিন দিক্‌হইতে তিন জনে লক্ষ্য করিতেছেন। পর্বতের উত্তরভাবে কুজ্ঝটিকা আছে। যিনি সেই দিক্ হইতে দেখিলেন, তিনি কুজ্ঝটিকাবৃত বৃহৎ শিলাখণ্ডকেই পর্বত বলিয়া নিদের্শ করিলেন। পর্বতের দক্ষিণভাগে রৌদ্র পড়িয়াছে।

যিনি সে দিক্ হইতে দেখিলেন, তিনি জ্যোতির্ময় শৈলপ্রাচীর বলিয়া পর্বতকে নির্দেশ করিলেন। পর্বতের যে দিকে কোন উপাধি নাই, সেই দিক্ হইতে যিনি দেখিলেন, তিনি পর্বতের সর্বাঙ্গ ভালরূপে দেখিয়া পর্বতের স্বরূপ নির্ণয় করিলেন। অদ্বয়বস্তু নির্দেশও পণ্ডিতগণ নিজ নিজ দিগ ভেদে বস্তুকে পৃথক পৃথকভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা কেবল-জ্ঞানের অনুশীলনপূর্বক বস্তু নির্দেশ করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা জড়াস্তিত্বের বিপরীত ভাবকে একটি বিশেষরহিত বস্তু-জ্ঞানে অনুসন্ধেয় বস্তুকে নিরাকার, নির্বিকার, নিঃশক্তি ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাহাতে বস্তুর স্বরূপ পাওয়া গেল না। যাঁহারা বুদ্ধিযোগে বস্তু অন্বেষণ করিলেন, তাঁহারা স্বীয় আত্মার অবিরোধী স্বরূপবিশেষ আত্মসহচর পরমাত্মার দর্শন করেন। যাঁহারা নিরুপাধি-ভক্তিযোগে বস্তু নির্দেশ করেন, তাঁহারা সেই অদ্বয়বস্তুর স্বরূপ লাভ করতঃ সবৈশ্বর্য, সর্বমাধুর্যপূর্ণ, সর্বশক্তিমান্ একটী পৃথগ্ ভূত পরমতত্ত্ব রূপ ভগবান্‌কে দর্শন করেন। কঠে লিখিত আছে যে (১।২।২৩),—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম।।

(এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি বা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই 'একমাত্র প্রভু' বলিয়া বরণ করেন, সেই ব্যক্তির নিকটই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন।)

ভাগবতেও এইরূপ লিখিত আছে (১০।১৪।২৯),—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্নহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।

(হে দেব! যাঁহারা আপনার পাদপদ্ম-যুগলের কৃপালেশমাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমাতত্ত্ব জানিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুমানের দ্বারা শাস্ত্র বিচার পূর্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না।)

ব্রহ্মদর্শন ও পরমাত্মদর্শন সোপাধিক অর্থাৎ মায়িক উপাধির বিপরীতভাবে ব্রহ্মদর্শন এবং মায়িক উপাধির অন্বয়ভাবে পরমাত্ম দর্শন হয়। কিন্তু নিরুপাধিক চিচ্চক্ষুদ্বারা বস্তু দর্শন করিলে একমাত্র চিন্ময় ভগবৎ-স্বরূপমাত্র লক্ষিত হন। ভগবৎ-স্বরূপই বস্তু ও ভগবচ্ছক্তিই শক্তিতত্ত্ব। শক্তিরহিত করিয়া ভগবান্‌কে দর্শন করিলে নির্বিশেষ ব্রহ্মদর্শন হয়। প্রবৃত্তি-অনুসারে কেহ কেহ ব্রহ্মদর্শনকেই চরমদর্শন মনে করেন। বস্তুতঃ নিঃশক্তি নির্বিশেষ ভগবদ্ভাবই ব্রহ্ম এবং শক্তিমান্ সবিশেষ ব্রহ্মই ভগবান্। অতএব ভগবান্‌ই স্বরূপতত্ত্ব এবং ব্রহ্ম কেবল তাঁহার স্বরূপের নির্বিশেষ আবির্ভাব-জ্যোতিঃ। পরামাত্মাও তাঁহার জগৎ-প্রবিষ্ট অংশ। নির্বিশেষ-সন্ধানে ব্রহ্মরূপে প্রতিফলিত হইয়াও ভগবান্ স্বীয় সবিশেষ অচিন্ত স্বরূপে জগৎ ও জীব হইতে পৃথগ্‌রূপে নিত্য-বিরাজমান। অতএব ভাগবতে বলিয়াছেন, (১।২।১১),)

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।

(যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব-বস্তু, জ্ঞানীগণ তাঁহাকেই তত্ত্ববস্তু বলেন। সেই তত্ত্ববস্তুর প্রথম প্রতীতি 'ব্রহ্ম', দ্বিতীয় প্রতীতি 'পরমাত্মা' এবং তৃতীয় প্রতীতি 'ভগবান্'।)

অদ্বয়জ্ঞানের সূক্ষ্ম ও নিঃশক্তি-প্রতীতিই ব্রহ্ম। জড়মধ্য-প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম আত্মময় প্রতীতিই পরমাত্মা। অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণ সবিশেষ প্রতীতিই ভগবান্। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ঐশ্বর্য-প্রধান ভগবৎ-প্রকাশের নাম)শ্রীপতি নারায়ণ, মাধুর্যপ্রধান ভগবৎ-প্রকাশের নাম)রাধানাথ কৃষ্ণ। অতএব কবিরাজ গোস্বামীর 'রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্* এই পদ্যে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা সার্থক।

ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি অঙ্গীভূত করিয়া নারায়ণের সমস্ত ঐশ্বর্য মাধুর্যধর্ম দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছাদনকরতঃ চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র অদ্বয়বস্তু। অতএব শ্বেতাশ্বতর এইরূপ বর্ণন করিয়াছন (৬।৮),-

ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।।

সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ-চিৎস্বরূপ, অতএব জড়দেহ

যেরূপ সৌন্দর্য-পরিমিতি সহকারে একসময়ে সর্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণ বিগ্রহ সৌন্দর্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময়-বৃন্দাবনে নিত্যলীলা-বিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তাহা অবিচিন্ত্যশক্তির আধার। তাঁহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্যশক্তির নাম—পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে ত্রিবিধা; অতএব চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ২য় পরিচ্ছেদ ৯৬, ১০১-১০৪),—

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যাঁ'র হয়, তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান।।
চিচ্ছক্তি স্বরূপ-শক্তি অন্তরঙ্গা-নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম।।
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ-কারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত।।
এই ত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ' কৃষ্ণে সবার স্থিতি।।
অন্যত্র শ্রীমৎপ্রভুবাক্যে (মধ্য ২০শ ১১১),–
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি।।
অত্র কারিকা,—
শক্তি স্বাভাবিকী কৃষ্ণে ত্রিধা চেত্যুপপদ্যতে।
সন্ধিনী তু বলং সম্বিজ্ জ্ঞানং হ্লাদকরী ক্রিয়া।।
শক্তি-শক্তিমতো ভেদো নাস্তীতি সারসংগ্রহঃ।
তথাপি ভেদবৈচিত্র্যমচিন্ত্যশক্তিকার্যতঃ।।
সন্ধিন্যা সার্বমেবৈতৎ নামরূপগুণাদিকম্।
চিন্মায়োভেদতো ভেদো বিশ্ববৈকুণ্ঠয়োঃ কিল।।
সম্বিদা দ্বিবিধং জ্ঞানং চিন্মায়াভেদতঃ ক্রমাৎ।
চিন্মায়াভেদতঃ সিদ্ধঃ হ্লাদিন্যা দ্বিবিধং সুখম্।।
হ্লাদিনী শ্রীস্বরূপা যা সৈব-প্রিয়ঙ্করী।

মহাভাব-স্বরূপা সা হ্লাদিনী বার্ষভানবী।।

(শাস্ত্রে কৃষ্ণের স্বাভাবিকী ত্রিবিধা শক্তি কথিত হইয়াছে। 'বল' (সন্ধিনী), 'জ্ঞান' (সম্বিৎ) ও 'ক্রিয়া' (হ্লাদিনী) শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—ইহাই সর্বশাস্ত্রের সার। তথাপি অচিন্ত্য শক্তির কার্য হইতে ভেদ-বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়। নাম-রূপ-গুণ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার সন্ধিনী-শক্তির কার্য। চিদগত সন্ধিনী ও মায়াগত-সন্ধিনী-ভেদে প্রাপঞ্চিক ও বৈকুণ্ঠগত সত্তার ভেদ সিদ্ধ হইয়াছে। চিদ্গত সম্বিৎ ও মায়াগত সম্বিদ্-ভেদে জ্ঞানও দ্বিবিধ। সেইরূপ চিদগত হ্লাদিনী ও মায়াগত-হ্লাদিনী ভেদে হ্লাদিনী শক্তি হইতে 'চিৎসুখ' ও 'মায়িকসুখ' এই দ্বিবিধ সুখ সিদ্ধ হইয়াছে। হ্লাদিনী-শক্তি কৃষ্ণপ্রিয়-দাসী শ্রীস্বরূপিণী। তিনি মহাভাব-স্বরূপা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা।)

কৃষ্ণে স্বাভাবিকী একটী পরা শক্তি বলিয়া শক্তি আছে। তাহা বিচিত্রবিলাসময়ী ও বিচিত্র-আনন্দসম্বর্ধিনী। সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটী প্রভাবের পরিচয়মাত্র আছে। সেই প্রভাবত্রয়ের নাম চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। বেদবাক্যে অনেক স্থলে এই পরা শক্তির প্রভাবত্রয়ের বর্ণন আছে, যথা (চিচ্ছক্তিবিষয়ে শ্বেতাশ্বতর ৪।৮ মন্ত্র),—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যাতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে।।

(ঋগ্বেদে যে অক্ষর-পরব্যোমের কথা আছে—যাহাতে সমস্ত দেবতা অবস্থান করিতেছেন, যিনি সেই তত্ত্ব জানেন না, তিনি ঋক্ দ্বারা কি করিবেন? যাঁহারা সেই তত্ত্ব জানেন তাঁহারাই কৃতার্থ হইয়া থাকেন।)

অত্র কারিকা,—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা পুরাণে বৈষ্ণবে তু যা।
সা চৈবাত্রাত্মশক্তিত্বে বর্ণিতা তত্ত্বনির্ণয়ে।।

(বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর পরা শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তত্ত্বনির্ণয়ে সেই শক্তিকেই ভগবানের 'স্বরূপশক্তি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।')

তদ্যথা শ্বেতাশ্বতররে ১।৩ মন্ত্রে,—

তে ধ্যান-যোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ।।

এক শক্তিমান্ দেব কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদি-কারণ সকলকে নিয়মিত কয়িয়া প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই স্বরূপভূতা ও নিজপ্রভাবদ্বারা সংবৃতা শক্তিকেই ধ্যান-যোগপরায়ণ হইয়া নিখিল কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

মায়াশক্তি-বিষয়ে কারিকা,—

অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞা বা বৈষ্ণবে হ্যনুবর্ণ্যতে।

মায়াখ্যায়া চ সা প্রোক্তা হ্যাম্নায়ার্থবিনির্ণয়ে।।

(বিষ্ণুপুরাণে যে 'অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞা' নাম্নী শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, বেদার্থ-তাৎপর্য-নির্ণয়ে উহাই 'মায়া নাম্নী শক্তি' বলিয়া কথিত।)

তদ্‌যথা শ্বেতাশ্বতর ৪।৯ মন্ত্রে,—

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।

অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ অস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।

(বেদ, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, অশ্বমেধাদি ক্রতু, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত ও ভবিষ্যৎ যাহা কিছু বেদ কীর্তন করেন, তৎসমস্তই মায়াধীশ পুরুষ সৃষ্টি করেন। সেই বিশ্বে অন্য জীব মায়াদ্বারা আবদ্ধ হইয়া বিচরণ করেন।)

তটস্থ-জীবশক্তি বিষয়ে কারিকা—

ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা চ যা শক্তিঃ সা তটস্থা নিরূপিতা।

জীবশক্তিরিতি প্রোক্তম যয়া জীবাশ্চ নেকধা।।

(বিষ্ণুপুরাণে ৬।৭।৬১ শ্লোকে) যে ক্ষেত্রজ্ঞা-নাম্নী শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে উহাই 'তটস্থা' বলিয়া নিরুপিতা হইয়াছে। তাহাকেই 'জীব-শক্তি' বলে সে শক্তি হইতে অনন্ত জীবের উৎপত্তি হইয়াছে।)

তদ্‌যথা শ্বেতাশ্বতরে (৪।৫)

অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং

বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।

অজো হ্যেগো জুষমাণোঽনুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্ত-ভোগামজোঽন্যঃ।।

(সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা, বহু প্রজার জননীস্বরূপা সমানরূপা, এক অজা-নাম্নী প্রকৃতিকে অন্য এক অজ পুরুষ (জীব) সেবা করিতে করিতে ভজন করেন। অপর অজ পুরুষ (পরমাত্মা) ভুক্ত ভোগা ঐ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন।)

শ্রীভগবদগীতায় (৯।৮, ৯।১০, ৭।৪-৫),—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।

(আমি স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে (মায়াকে) আশ্রয় করিয়া এই ভূতগ্রাম পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমার স্বরূপ তদ্দ্বারা বিচলিত হয় না। হে অর্জুন! আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য করে। আমার ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিতে কটাক্ষ করি। সেই সব কার্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষদ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতিই এই চরাচর জগৎ প্রসব করে। এজন্য এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়। হে অর্জুন! আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি ভূমি, জল,অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার— এই আটভাগে বিভক্ত; এতদ্ব্যতীত আমার আর একটি পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।)

উক্ত তিন শক্তি প্রভাবদ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী বৃত্তি—তাহার কার্যরূপে চিদ্ধামে, চিদবয়ব, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্বপ্রকার চিদ্বৈভব উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা সমুদায়ই সন্ধিনী-কার্য। চিচ্ছক্তির যে সম্বিদ্বৃত্তি—তাহার কার্যস্বরূপ সমস্ত চিন্তামণি-ভাবোদয় হইয়াছে। চিচ্ছক্তির যে হ্লাদিনী বৃত্তি—তাহার কার্যস্বরূপ সমস্ত প্রেমানন্দানুশীলন হইতেছে। জীবশক্তিতে যে সন্ধিনী—তাহার কার্যস্বরূপ জীবের চিন্ময়-সত্তা, নাম ও স্থান সমুদিত হইয়াছে। তাহাতে যে সম্বিৎ-শক্তি—তাহার কার্যস্বরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞানাদির উদয় হয়। তাহাতে যে হ্লাদিনী—তৎকার্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ক্রিয়ালাভ করে। অষ্টাঙ্গ যোগগত সমাধি-সুখ বা কৈবল্যসুখও তাহার কার্যবিশেষ। মায়াশক্তিতে যে সন্ধিনী-বৃত্তি আছে, তাহার কার্যস্বরূপ চতুর্দশ-লোকময় সমস্ত জড়বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গ-শরীর, বদ্ধজীবের স্বর্গাদি-লোকগতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্মিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের জড়ীয়নাম, জড়ীয়রূপ, জড়ীয় গুণ ও জড়ীয় কার্য সমুদায়ই তদুদ্ভূত। মায়াতে যে সম্বিদ্বৃত্তি তদ্দ্বারা জড়বদ্ধজীবের চিন্তা, আশা, কল্পনা ও বিচারসমুদায় উদিত হয়। মায়াতে হ্লাদিনী বৃত্তি, তদ্দ্বারা স্থূলজড়ানন্দ ও স্বর্গাদিগত সূক্ষ্ম-জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বৃত্তিত্রয় চিচ্ছক্তিতে নির্মল ও নিরুপাধিকরূপে পূর্ণতার সহিত নিত্য-ক্রিয়া বতী। জীবশক্তিতে পরমাণুপ্রায় হইয়া অতি ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ পায়। মায়াশক্তিতে বিকৃতভাবে তত্তদ্বৃত্তির আভাসমাত্র দেখা যায়। জীবের পক্ষে মায়াবৃত্তিসকল হেয়। জীবশক্তির স্বীয় বৃত্তিসমূদায় হেয় নয়, কিন্তু অপ্রচুর। চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-সংযোগ ব্যতীত জীব পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারেন না।

তাহা কেবল কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণ-পাত্রের কৃপা ব্যতীত কখনই সম্ভব হয় না।

এস্থলে কয়েকটী কারিকা প্রদত্ত হইল, যথা—

বিরোধভঞ্জিকা শক্তিযুক্তস্য সচ্চিদাত্মনঃ।
বর্তন্তে যুগপদ্ধর্মাঃ পরস্পর-বিরোধিনঃ।।
সরূপত্বমরূপত্বং বিভূত্বং মূর্তিরেব চ।
নির্লে পত্বং কৃপাবত্তবমজত্বং জায়মানতা।।
সর্বারাধ্যত্বং গোপত্বং সর্বজ্ঞং নরভাবতা।
সবিশেষত্বসম্পত্তিস্তথা চ নির্বিশেষতা।।
সীমাবদ্‌যুক্তিযুক্তানামসীমতত্ত্ববস্তুনি।
তর্কো হি বিফলস্তস্মাচ্ছ্রদ্ধাম্নায়ে ফলপ্রদা।।

সচিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে অবিচিন্ত্য বিরোধভঞ্জিকা নাম্নী একটী শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই তাঁহাতে পরস্পর-বিরোধী সমস্ত ধর্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। স্বরূপতা অরূপতা, বিভূতা ও শ্রীবিগহ, নির্লেপতাও ভক্তকৃপালুতা, অজত্ব ও জন্মবত্তা, সর্বারাধ্যত্ব ও গোপত্ব, সার্বজ্ঞ্য ওনরভাবতা, নির্বিশেষত্ব ও সবিশেষত্ব প্রভৃতি অনন্ত বিরোধী ধর্মসকল শ্রীকৃষ্ণে সুন্দররূপে আপন আপন কার্য করিয়া হ্লাদিনী-মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সেবাসাহায্যে নিযুক্ত আছে। এ বিষয়ে যাঁহারা তর্ক করেন তাঁর নিতান্ত বঞ্চিত। তর্কারম্ভের পূর্বেই বিবেচনা করা উচিত যে, নরযুক্তিসহজে সীমাবিশিষ্ট, অতএব অসীমতত্ত্বে তাহার কোন পরিচয়ই সম্ভব নয়। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শুষ্ক তর্ককে পরিত্যাগ করিয়া আম্নায়বাক্যে শ্রদ্ধাকরিয়া থাকেন। সেই শ্রদ্ধা-বীজ হইতে ভক্তিলতা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ চরণে আরোহণ করে। আম্নায়বাক্য সকল অনেক। দুই একটী এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছি। (শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯) অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।

(ভগবানের প্রাকৃত হস্তপদ নাই, অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃতকর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন।)

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্‌দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বাস্যাস্য বাহ্যতঃ।।

(সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে

বর্তমান।)

সপর্যন্ত্য গাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্য।।

(পরমাত্মা সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, অকায়, অক্ষত, শিরারহিত, উপাধিশূন্য, মায়াতীত, কবি, সর্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভূ ও পরিভূ। তিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা নিত্যপদার্থসকলকে তত্তদ্বিশেষদ্বারা পৃথক্ রূপে বিধান করিয়াছেন।)

সেই অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয়ে তলবকার (৩।৬ মন্ত্রে) বলিয়াছেন, যথা—

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন তন্ন শশাক দুগ্ধুম। স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি।।

(দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাগণ গর্বিত হইলে ভগবান্ তাঁহাদের গর্ব খর্ব করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া অগ্নিপ্রমুখ দেবতাগণের সম্মুখে একটী তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের সমীপবর্ত্তী হইয়া সকলশক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেবতাদের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—"এই বরেণ্য পুরুষকে আমি জানিতে পারিলাম না।"।

বিভূত্বে মূর্তত্ব কথিত আছে, ছান্দোগ্য (৮।১৩।১ মন্ত্রে)—

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।

(ইহার অনুবাদ ২য় পরিচ্ছেদ ১৩।১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্ঠব্য)

গোপালোপনিষদি চ (পূর্ব ১৩।১)—

গোপবেশং সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।

দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্

গোপবেশ, প্রভুল্ল-পদ্মলোচন, নীরদকান্তি, পীতবসন, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাযুক্ত, বনমালা-বিভূষিত নন্দনন্দকে আমরা বন্দনা করি।)

শক্তিতত্ত্ববিচারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতবাক্যই সর্বদা আলোচনীয় (মধ্য ৮ম ১৫১-১৬০)

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তা'তে তিন প্রধান।

চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম।।

অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যা'রে।

অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে।।

সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।

অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ।।

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।

চিদংশে সম্বিৎ, যা'রে জ্ঞান করি' মানি।।
কৃষ্ণের আহ্লাদে তাতে নাম 'আহ্লাদিনী'।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।।
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী-কারণ।।
হ্লাদিনীর সার অংশ তা'র প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।।
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব-রূপা রাধা ঠাকুরাণী।।

সেই অচিন্তস্বরূপশক্তি কার্যক্রমে ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ধাম ও পরিকর-সহিত প্রাপঞ্চিক-জগতে স্বয়ং অবতীর্ণ হ'ন। স্বীয় অসীম কৃপাদ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত ধাম, নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বদ্ধজীবের গোচরে প্রকাশ করেন। জড়েন্দ্রিয়ে স্বীয় অধিকারক্রমে ঐ সমস্ত সাক্ষাৎকার করিতে পারেন না, কিন্তু অচিন্ত্যশক্তিবলে কৃষ্ণকৃপায় তাহা জড়েন্দ্রিয়ের গোচর করিতে সমর্থ। কখন বা স্বাংশবিলাসক্রমে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। এসকল বিষয়ে তত্ত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অবতারী এবং আর সমস্ত প্রকাশই অবতার। স্বয়ং বা স্বাংশ-অবতার সকলেই চিন্ময়। কেহই মায়ার সহায়তা গ্রহণ করতঃ প্রাকৃত শরীর ধারণ করেন না। কখন কখন বা উপযুক্ত জীবে কৃষ্ণশক্তি আবির্ভূত হইয়া শক্ত্যাবেশ-অবতার প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অবতারসম্বন্ধে এইরূপ উপবিষ্ট হইয়াছে (মধ্য ২০ শ ১৬৭, ১৮৫, ২৪৩-১৪৬),–

'প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ।'
'প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস দ্বিধাকার।।'
প্রকাশ-বিলাসের এই কৈল বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন।।
'সঙ্কর্ষণ-মৎ-মৎস্যাদিক, —দুই ভেদ তাঁর।'
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক লীলাবতার আর।।
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার আর।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশ-অবতার।।

এই সমস্ত অবতারবিবরণ ও তত্ত্ব মধ্যলীলার বিংশতি পরিচ্ছেদে এবং শ্রীলঘুভাগবতামৃতগ্রন্থে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণই অখিলরসামৃতসমুদ্র

("রসো বৈ সঃ"—রসের স্বরূপ—রতি-সামগ্রীযোগে রস—চতুর্বিধ সামগ্রী—পঞ্চমুখ্যরস----সপ্ত গৌণরস--ঐশ্বর্য--মাধুর্যভেদে ভগবৎপ্রকাশ--শ্রীকৃষ্ণই সর্বোচ্চরসের একমাত্র বিষয়—ব্রজ লীলার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক রস--শৃঙ্গার রসের গুরুত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব—উন্নতোজ্জ্বল রস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দান।)

অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ পরমতত্ত্বই রস। যাঁহারা রস অনুভব করিতে পারেন না তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞান স্বরূপ পরমতত্ত্বের কিছুমাত্র অনুভব করেন নাই। অতএব তৈত্তিরীয় (২।৭ অনুবাদে) এরূপ কথিত হইয়াছে—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্দানন্দী ভবতি।

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দোয়তি।।

সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দ লাভ করেন। কে বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা করিত, যদি সেই অখণ্ডতত্ত্বসরূপী আনন্দস্বরূপ না হইতেন। তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন।

রসতত্ত্বের স্বরূপ এই ——শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তিক্রমে ভগবৎ সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি যখন রতিরূপা হয় তখন তাহাকে স্থায়ী ভাব বলে। সেই স্থায়ীভাবে যখন যখন বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারটী সামগ্রীরূপ ভাব সংযুক্ত হইয়া স্থায়ীভাব রতিকে স্বাদ্যত্বরূপ কোন চমৎকার অবস্থায় নীত করে, তখন তাহা ভক্তিরস হয়। জড়ীয় রস ও পরম চিদ্রসের প্রক্রিয়া একই প্রকার। যেখানে ভগবৎসম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি স্থায়ীভাব হয়, সেখানে ভক্তিরস। সেখানে ইতরবিষয় সম্ভোগ-সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি স্থায়িভাব হয় সেখানে জড়ীয় তুচ্ছ রস। যেখানে নির্ভেদ-জ্ঞানানুসন্ধিনী প্রবৃত্তি স্থায়িভাব হয়, সেখানে নির্বিশেষ ব্রহ্মরস। যেখানে যোগানুসন্ধিনী প্রবৃত্তি স্থায়ীভাব, সেখানে পারমাত্ম্য রস। শ্রদ্ধা যখন রতি অবস্থা লাভ করিবার পূর্বে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী সামগ্রী যোগে রস হইবার চেষ্টা করে, তখন অসম্পূর্ণ খণ্ডরস উপস্থিত হয়। জড়রস অতি তুচ্ছ, তাহা জড় কবিসকল বর্ণন করুন ও জড়ানন্দীগণ আস্বাদন্ করুন। আমাদের সে রসের সহিত কোন কার্য নাই। আমরা পারমার্থিক রসের কথাই আলোচনা করিব। পূর্ব-প্রদর্শিত মত ব্রহ্মরস ও পারমাত্মিকরসের যে প্রভেদ আছে, তাহা পরে

দেখাইব। এখন রসের সামগ্রী বিচারদ্বারা রসতত্ত্বকে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করি।

রস-কার্য্যে স্থায়ীভাবরূপ রতিই আধার। সামগ্রীযোগে তাহাই রস হয়। সামগ্রী চারি প্রকার—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ওব্যাভিচারী। বিভাব দুইপ্রকার—আলম্বনও উদ্দীপন। আলম্বন দুইপ্রকার—আশ্রয় ও বিষয়। যাঁহাতে স্থায়িভাব থাকে তিনি রসের আশ্রয়। যাঁহার প্রতি স্থায়িভাব প্রবৃত্ত হয়, তিনি রসের বিষয়। পারমার্থিকরসে উপাস্য বস্তু বিষয় ও উপাসক আশ্রয়। উপাস্য বস্তুর গুণগণই উদ্দীপন। নৃত্য, গড়াগড়ি, গান, উচ্চবর, অঙ্গমোড়া, হুঙ্কার, জৃম্ভন, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ওহিক্কাদি চিত্রস্থ ভাবের অববোধক বলিয়া উহাদিগকে অনুভাব বলে। স্তম্ভ স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয়——এই আটটী চিত্ত ও প্রাণোত্তেজিত দেহগত বিকারকে 'সাত্ত্বিক ভাব' বলে। স্থায়িভাবের অভিমুখে বিশেষরূপে যে নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য জাড্য, ব্রীড়া অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ—এই তেত্রিশটী ভাব চরিতে চরিতে স্থায়িভাব সমুদ্রকে স্ফীত করে, তাহাদিগকে ব্যভিচারী ভাব বলে। ঐ সমস্ত ভাব উর্মির ন্যায় উঠিয়া ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া স্থায়িভাবরূপকে পুষ্টি করে।

রস দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য রস পঞ্চপ্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। গৌণরস সপ্তপ্রকার—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস।

পঞ্চপ্রকার মূখ্যরস রতিভেদে পৃথক্ পৃথক্ অধিকারীতে উদিত হয়। শান্তরতি সাম্য-অবস্থায় ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে বিষয় করিয়া দেখে। সান্দ্র অবস্থায় পরব্যোমনাথকে বিষয়—রূপে লক্ষ্য করে। দাস্যরতি ঐশ্বর্য পরা হইলে পরব্যোমনাথকে বিষয় বলিয়া গ্রহণ করে; কেবলা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে। সখ্যরতি বাৎসল্যরতি ও মধুররতি কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও বিষয় বলিয়া জানে না। শ্রীচৈতনচরিতামৃতে এরূপ পাওয়া যায়(মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদ ১১৭-১২৩),—

সাধন-ভক্তি হৈতে হয় 'রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তা'র ' প্রেম'-নাম কয়।।
প্রেম-বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।।
যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড় খণ্ডসার।
শর্করা, সিতা-মিছরি, উত্তম মিছরি আর।।
এই সব কৃষ্ণভক্তি-রসে স্থায়িভাব।

স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব, অনুভাব।।
সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী-ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণ-ভক্তি-রস, হয় অদ্ভুত-আস্বাদনে।।
ভক্তভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি করে।।
বাৎসল্যরতি, মধুররতি—এপঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরসে পঞ্চ ভেদ।।

যাঁহারা এই রসতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরবিভাগ ও তৎপরবিশিষ্ট শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট পাঠ করিবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপ ও সনাতনশিক্ষায় ঐ বিষয়সকল সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অখিলরসামৃতসমুদ্রত্বই প্রচলিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে অদ্বয়জ্ঞানরূপ-পরমতত্ত্ব,তাহা তৎতারতম্যবিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বশক্তিমান্ তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন শ্রীরূপগোস্বামী লিখিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীর বিচার করিলেই কৃষ্ণসম্বন্ধে সকলই জানা যাইবে।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণ-স্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ৩২)

(নারায়ণ ও কৃষ্ণস্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই তথাপি শৃঙ্গাররস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। এই প্রকারে রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।)

ব্রহ্ম ও পরমাত্মা পরম-অদ্বয়তত্ত্বের প্রতীতি-বিশেষ হইলেও স্বরূপবিহীন। ভগবত্তত্ত্বেই সদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়াছে। ভগবৎপ্রকাশ দুই প্রকার—ঐশ্বর্য প্রধান প্রকাশ ও মাধুর্য প্রধান প্রকাশ। ব্রহ্ম—পরমাত্মা—প্রতীতির সম্বন্ধে যে শান্তরস আছে, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র। ঐশ্বর্য প্রধান ভগবৎ প্রকাশের সম্বন্ধে উপাসকের কেবল দাস্য-রসই উদিত হয়। ভগবদৈশ্বর্য এত অধিক ও জীবের ক্ষুদ্রতা এত অধিক যে পরস্পরের মধ্যে একটী সম্ভ্রম বুদ্ধি না হইয়া আর উপায় নাই। সেই সম্ভ্রম-বুদ্ধিসত্ত্বে জীবের উচ্চরসের অধিকার হয় না। অতএব ভগবান কৃপাপূর্বক শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে জীবের সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ ১৬-২৪);—

ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত।।

আমাতে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তা'র প্রেমে বশ আমি, না হই অধীন।।
আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেইভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে।।
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণ-পতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি।।
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন।।
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন।।
সখা শুদ্ধ-সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক, তুমি আমি সম।।
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।।
এবে শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার।।

পাঠক মহাশয়! শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ যদি প্রকটিত না হইত, তাহা হইলে জীবের সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররূপ উচ্চরসের বিষয় পাওয়া যাইত না। জগতে ভাবই প্রধান বস্তু। পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে জীবের জ্ঞান স্বভাবতঃ সংকীর্ণ। জ্ঞানমার্গে জীব কিছুদূর যাইয়া ঈশ্বরভাবের কিছুই পায় না। এই জন্যই জ্ঞানপ্রধান-অনুসন্ধানে ঈশ্বরের স্বরূপ না পাইয়া 'নির্বিশেষ' 'নিরাকার' বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। জ্ঞানমার্গে যখন ঈশ্বর লভ্য হইলেন না, তখন ভাবমার্গ ব্যতীত আর ঈশ্বর-লাভের উপায় নাই। যে জীব যতদূর উন্নত, ঈশ্বরভাব তাঁহাতে ততদূর সুখজনক। বিদ্যা ও বুদ্ধিতে যে উন্নতি তাহা পারমার্থিক উন্নতি নয়। পারমার্থিক উন্নতি কেবল উত্তরোত্তর শুদ্ধভাবদ্বারা অর্জ্জনীয়। কোন নির্বোধ মূর্খ ও ঈশ্বর প্রসাদ অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারে। আবার কোন সর্ব বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতও নাস্তিকতা অবলম্বনপূর্বক পশুভাবান্বিত ও ঈশ্বর-প্রসাদ-বিহীন হইতে পারে। অতএব ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে জাতি, বিদ্যা, ধন, বল রূপ ও জড়ীয়-কার্যনৈপুণ্য কিছুই কার্য করিতে পারে না। মহাপণ্ডিত ও মহাধনুর্ধর একদিকে মহাগর্বে ক্রমশঃ নরকপ্রতি ধাবমান হইতেছেন। নিতান্ত মূর্খ ও বলবুদ্ধিহীন কোন পুরুষ অন্যদিকে পরমেশ্বরে ভক্তি করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব ভাবই সকল পারমার্থিক লাভের মূল। সেই ভাব অধিকারভেদে অনেক স্থলে শান্ত ও দাস্যে পরিণত। কোন

শুদ্ধভক্ত সমস্ত রসিকভক্তের মধ্যে প্রধান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ১৯শ পঃ ২১৯, ২২৫, ২২৯-২৩০)—

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—'সখ্যে' দুই হয়।
দাস্যে সম্ভ্রম-গৌরব-সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়।।
আপনাকে পালকজ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান।।
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রস হয় পঞ্চ গুণ।।
আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে।।

ক্ষুদ্র রস-সেবী ভক্ত মধুর-রসের নাম শুনিলে তাহাতে সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না বরং অপরাধের আশঙ্কা করেন। প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম প্রায় দাস্য-রসাশ্রিত। অতএব সেই ধর্মাশ্রিত পণ্ডিতগণ মধুররসে ঈশ্বর-ভজনের নাম শুনিলে কতকটা ভয় ও কতকটা পতনাশঙ্কাক্রমে তাহা স্বীকার করেন না। বরং এমত মনে করিতে পারেন যে, মধুর রস ভজনবিষয়ে বিকৃত-কল্পনা। সকল বিষয়েই নিম্নাধিকারী ব্যক্তি উচ্চাধিকারীর ক্রিয়ামুদ্রাকে ভ্রম বলিয়া মনে করেন, কিন্তু যখন ভাগ্যেদয়ে তিনি স্বয়ং উচ্চাধিকার লাভ করেন, তখন তিনি মনে করেন,—'হায়, আমি কি মূর্খ ছিলাম। উচ্চাধিকারকে নিন্দা করিতাম! অতএব আমরা বিনীত ভাবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগকে নিবেদন করিতেছি যে, এই বিষয়টি অত্যন্ত গভীর। ইহাতে বিবেচনা না করিয়া কোন কুসংস্কারাবিষ্টাসিদ্ধান্তকরিবেন না। হৃদয়কন্দরে হৃ-দয়েশ্বরকে আসন দিয়া একবার সেই রসে উপাসনা করিয়া দেখিবেন, যদি ভাল লাগে, তদ্‌রসগুরু আশ্রয়করতঃ সেই রস আস্বাদনে যত্ন পাইবেন, যদি ভাল না লাগে, তবে নিজের অধিকার বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু কোন মতেই অবহেলা করিবেন না।

এ বিষয়ে এস্থলে অনেক বিচার করিবার স্থান নাই। এই পর্যন্ত বলা ভাল যে মধুর-রসের অধিকারী ব্যক্তি নারায়ণাদি অন্য কোনস্বরূপে উপাসনার বিষয় লাভ করেন না। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই কেবল ঐ সর্ব্বোচ্চরসের একমাত্র বিষয়। নিরপেক্ষ হইয়া ও মতবাদজনিত পূর্ব কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দেখিলে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ রসতত্ত্বে সর্বপ্রকার স্বরূপ অপেক্ষা নির্মল ও শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ভক্তের সহিত সাম্যগুণের আশ্রয় বলিয়া অন্যান্য স্বরূপ হইতে ন্যূন হইতে পারেন না। ন্যূন হওয়া দূরে থাকুক, অন্য সকল স্বরূপ হইতে সর্বপ্রকারে প্রবল। অন্যান্য স্বরূপ যেরূপ চিন্ময়, জড়াতীত, পূর্ণগুণসম্পন্ন ও মায়াবিজয়ী, কৃষ্ণস্বরূপও তদ্রূপ অপ্রাকৃত

যেরূপ চিন্ময়, জড়াতীত, পূর্ণগুণসম্পন্ন ও মায়াবিজয়ী, কৃষ্ণস্বরূপও তদ্রূপ অপ্রাকৃত গুণশালী। চিচ্ছক্তি দ্বারা জড়েন্দ্রিয়সকলকে প্রদর্শন করান। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রাপঞ্চিকবৎ ব্যবহারেও সর্বত্র সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন। বালকের সহিতপ্রাণপ্রিয় বালকের ন্যায়, পিতামাতা গুরুজনদের নিকট আশ্রিত শিশুর ন্যায়, মধুর—রসাশ্রিত ভক্তগণের নিকট প্রাণনাথের ন্যায় ব্যবহারকালেও ঈশিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। নরের নিকট নরলীলা করিতে করিতেও সমস্ত আধিকারিক দেবতাগণের সর্বেশ্বরের ন্যায় কার্য করিয়া পণ্ডিতবর্গকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কৃষ্ণ যদি গোপভাবে এই জগদুন্মাদিনী লীলা কৃপাপূর্বক প্রকট না করিতেন, তাহা হইলে কি কেহ মধুর-রসের বিষয় বলিয়া পরমেশ্বরকে অনুভব করিতে পারিত? কৃষ্ণলীলা কোন নর-কল্পনার বিষয় নয়, অথবা বঞ্চিত লোকের অধম ও অন্ধবিশ্বাস নয়, ইহা কেবল পরমার্থজ্ঞ ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণলীলার মধ্যে ব্রজলীলাই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইহাতেই জীবের রসবিষয়ে সর্বোত্তম লাভ দেখিতে পাওয়া যায়। তার্কিক ও নৈতিক-বুদ্ধিকৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্য স্পর্শ করিতে পারে না। কৃষ্ণের ব্রজলীলার রস যে ভক্ত আস্বাদন করিয়াছেন, তিনিই কেবল তাহার মধুরতা জানিতে পারিয়াছেন। ব্রজলীলাকে হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। তর্ক, নীতি, জ্ঞান, যোগ ও ধর্মাধর্মের বিচার একদিকে অতিশয় ক্ষুদ্ররূপে পড়িয়া থাকে এবং ব্রজতত্ত্বের মহাদীপক অপ্রাকৃত বুদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে অন্যদিকে দেদীপ্যমান্ হইয়া চিদালোক বিতরণ করে। এ বিষয়ে কারিকা,—

বিভাবাদ্যৈর্জড়োদ্ভূতৈ রসোঽয়ং ব্যবহারিকঃ।
অপ্রাকৃতৈ র্বিভাবাদ্যৈ রসোঽয়ং পারমার্থিকঃ।।
পরমার্থরসঃ কৃষ্ণস্তন্মায়া ছায়য়া পৃথক্।
জড়োদিতং রসং বিশ্বে বিতনোতি বহির্মুখে।।
ভাগ্যবাংস্তং পরিত্যজ্য ব্রহ্মানন্দাদিকং স্বকম্।
চিদ্বিশেষং সমাশ্রিত্য কৃষ্ণরসাব্ধিমাপ্ন য়াৎ।।
তন্তৌপনিষদং সাক্ষাৎ পুরুষং কৃষ্ণমেব হি।
আত্মাশব্দেন বেদান্তা বদন্তি প্রীতিপূর্বকম্।।

(জড়ীয় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচার—এই চারি প্রকার সামগ্রীদ্বারা পুষ্ট রতি যে স্থলে রস হয়, উহা ব্যবহারিক। অপ্রাকৃত বিভাবাদি পুষ্ট রতি যে স্থলে রস হয়, উহা পারমার্থিক। পারমার্থিক রসের বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ। ছায়ারূপা মায়াতে সে রসের হেয় প্রতিফলন। সুতরাং তাহা চিদ্রস হইতে পৃথক। বহির্মুখ জড় জগতে জড়ীয় রসেরই বিস্তৃতি। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সেই স্বগত ব্রহ্মানন্দাদি পরিত্যাগপূর্বক চিদ্বিশেষকে আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণপ্রেমরসসিন্ধুকে প্রাপ্ত হ'ন। বৃহদারণ্যকে "তন্ত্বোপনিষদং

পুরুষং পৃচ্ছামি" (আমি উপনিষদুক্ত পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি) — এই বাক্যের উদ্দিষ্ট পুরুষই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। বেদান্তে আত্মশব্দে উল্লেখ করিয়া প্রীতিপূর্বক কৃষ্ণকেই বর্ণন করিয়াছেন।)

রস দুইপ্রকার—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। জড়ীয় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী সামগ্রী যে স্থলে জড়োন্মুখী রতিকে রসতার অবস্থায় আনে, তখন ব্যবহারিক জড়দেহ-গত স্ত্রী পুরুষের রস হয়। তাহা অতিশয় তুচ্ছ, অনিত্য ও বিকৃত। তাহা কেবল অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের হেয় প্রতিফলন মাত্র। স্থূললিঙ্গশরীরসম্বন্ধ পরিমুক্ত শুদ্ধজীব চিন্ময়। তাঁহার স্বভাবগত সহজ রতিও চিন্ময়ী। সেই রতি স্থায়ী ভাব হইয়া চিন্ময়-বিভাব, চিন্ময়-অনুভাব, চিন্ময়-সাত্ত্বিক ও চিন্ময়-ব্যভিচারী ভাবসমূহকে সামগ্রীরূপে প্রাপ্ত হইয়া যখন স্বাদ্যত্বে নীত হয়, তখনই চিন্ময়-রসের উদয় হয়। বিশেষতঃ যখন চিন্ময়-আলম্বনান্তর্গত চিন্ময় কৃষ্ণ স্বরূপ ঐ রসের বিষয় হয়, তখন কৃষ্ণভক্তি-রস উদিত হয়। কৃষ্ণই পরমার্থ-রস। তাঁহার মায়াশক্তি স্বীয় ছায়াস্বরূপে কৃষ্ণবহির্মুখ জীবে জড়োদিত রসকে বিশ্বে বিস্তার করেন। ভাগ্যবান্ পুরুষ সেই হেয়রসকে পরিত্যাগপূর্বক এবং জীবগত ক্ষুদ্র ব্রহ্মানন্দরসকে অতিক্রম করতঃ চিত্তত্ত্বের যে নির্মল বিচিত্র বিশেষ (রস আছে) তাহা অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণরূপ রসসমুদ্রকে লাভ করেন। পাছে কেহ কৃষ্ণরসকে প্রাপঞ্চিক বলিয়া লঘু বোধ করেন, এই আশঙ্কায় শ্রীউজ্জল-নীলমণিতে নায়ক-ভেদপ্রকরণে ১৬ শ্লোকে কথিত আছে—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তৎতু প্রাকৃত নায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্যাসস্বাদার্থমবতারিণি।।

শৃঙ্গাররসের সমস্ত ব্যাপারই জড়ীয় হইলে অত্যন্ত লঘু ও জুগুপ্সিত; কিন্তু অপ্রাকৃত হইলে অত্যন্ত গুরু ও চিজ্জগতের পরমাদরণীয়। এই রসে জড়ীয় ব্যাপার কিছুমাত্র নাই স্থূল ও লিঙ্গদেহে ইহার বিভাবের কোন কার্য নাই; কেবল অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারীভাবের কিয়ৎপরিমাণে ব্যাপ্তি আছে মাত্র। রসনির্যাস-আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণের প্রপঞ্চে উদয়। তিনি অবতার ন'ন কিন্তু অবতারী। অবতারী অপ্রাকৃত সর্বজীবনায়কের পক্ষে অপ্রাকৃত শৃঙ্গারপর্বে যে পরকীয়াদি বিচিত্রতা, তাহা কখনই জুগুপ্সিত হইতে পারে না। এ বিষয়ে যত নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিবেন, ততই সুসিদ্ধান্ত উপস্থিত হইবে। নৈতিক ব্যক্তিগণের জড়ীয় রসের প্রতি যে ঘৃণা থাকে, তাহা যদি অপ্রাকৃত রসচিন্তায় আনা যায়, তবে তাহাকে একটী সুসংস্কার বলি। সেই সুসংস্কার পরবশ হইয়া চিন্ময় জীবের অপ্রাকৃত-দেহে অপ্রাকৃত-কৃষ্ণের সহিত রসলীলাদিরূপ অপ্রাকৃত-রসকে ভাগ্যহীন লোকসকল ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কি ফল হয়? শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ঔপনিষৎ-পুরুষ। বেদান্তসকল অত্যন্ত প্রীতি

সহকারে তাঁহাকে 'আত্ম'-শব্দে উক্তি করেন। যথা ছান্দোগ্যে (৭।২৫।২);—

আত্মৈবেদং সর্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্ আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতি।

আত্মরূপ কৃষ্ণই আমাদের সর্বস্ব; জীব এইরূপ দেখিয়া, মনন করিয়া, জানিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া স্বরাট্ হ'ন। মাণ্ডুক্য (১।২। মন্ত্রে) বলিয়াছেন,—

সর্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্ম ব্রহ্মা সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।

এই সমস্তই অবরব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিনিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ। আত্মস্বরূপ কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম। তিনি চতুষ্পাৎ অর্থাৎ এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি কার্যক্রমে নিত্যই চতুর্ধা-স্বরূপে মহারসময়। চতুর্ধাস্বরূপতা ভগবৎসন্দর্ভে (১৬ সংখ্যায়) শ্রীজীব পরিষ্কৃত করিয়াছেন ; যথা,—

একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব দৈব স্বরূপতদ্রূপবৈভব-জীব প্রধানরূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে; সূর্যান্তরমণ্ডলস্থিত-তেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গততদ্রশ্মি তৎপ্রতিচ্ছরিপেণ।

(পরতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারি প্রকারে অবস্থান করেন। সূর্যমণ্ডলস্থ তেজঃ তাহার বহির্গত রশ্মি, তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থার কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল।)

সেই কৃষ্ণের স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব ও জীবগত যে শুদ্ধ চিন্ময় রসবিলাস, তাহাই উপাদেয়। অতএব কারিকা,—

বেদার্থহবৃংহণং যত্র তত্র সর্বে মহাজনাঃ।
অন্বেষয়ন্তি শাস্ত্রেষু শুদ্ধং কৃষ্ণাশ্রিতং রসম্।।
সনকাদি-শিব-ব্যাস-নারদাদি-মহত্তমাঃ।
শাস্ত্রেষু বর্ণয়ন্তি স্ম কৃষ্ণলীলাত্মকং রসম্।।
লব্ধং সমাধিনা সাক্ষাৎ কৃষ্ণকৃপোদিতং শুভম্।
অপ্রাকৃতঞ্চ জীবে হি জড়ভাববিবর্জিতে।।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি বেদার্থবৃংহণরূপ শাস্ত্রে মহাজনসকল কৃষ্ণাশ্রিত শুদ্ধরসকে অন্বেষণ করেন। সনকাদি, শিব, ব্যাস ও নারদাদি ঋষিগণ স্বীয় স্বীয় প্রকাশিত শাস্ত্রে জড়ভাববিবর্জিত শুদ্ধ জীবে সাক্ষাৎ সমাধিলব্ধ, কৃষ্ণকৃপোদিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলাত্মক রসকে বর্ণন করিয়াছেন।

এবম্ভূত অমৃতময় শ্রীকৃষ্ণরস এ জগতে জগদগুরু শ্রীচৈতন্যদেব আনিয়াছেন,

পূর্বে কেহ আনেন নাই ইহা প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত একটী শ্লোক এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিনমহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার।। (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩০)

হে ভ্রাতঃ। প্রেমনামক পরম-পুরষার্থ কে শুনিয়াছিল? হরিনামের মহিমা কে জানিতেন? বৃন্দাবনের পরম মাধুরীতে কাহার প্রবেশ ছিল? পরমাশ্চর্য মাধুর্যরসের পরাকাষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকারূপাপরা শক্তিকেই বা কে জানিত? এইমাত্র পরম করুণাময় চৈতন্যচন্দ্র এই সমস্ত তত্ত্ব জীবের প্রতি কৃপা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব

(জীবতত্ত্বসম্বন্ধে মতভেদ—পরিচ্ছিন্নবাদ—প্রতিবিম্ববাদ—মায়াবাদ—'জীবতত্ত্ব' সম্বন্ধে বেদের প্রমাণ—বিভিন্নাংশ জীব—কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি — 'কৃষ্ণ' চিৎসূর্য—জীব তৎকিরণকণ—মুক্তজীব ও বদ্ধজীব—মায়াবাদ খণ্ডন—অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্থাপন।)

জগতে জীবতত্ত্ব লইয়া অনেক বিবাদ। যিনি যে প্রকৃতির মনুষ্য, তিনি সেই প্রকৃতি অনুসারে জীবসম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তামস-প্রকৃতির লোকেরা জীবকে জড় গুণোদ্ভূত পদার্থ বলিযা সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদের মতে জড় দেহের সহিত জীব পঞ্চত্ত্ব প্রাপ্ত হন। রজোস্তমোমিশ্র ব্যক্তিগণ মনুষ্য ব্যতীত আর কাহাকেও জীব বলেন না। পশুগণ জীবপ্রায়! জীবের ভোগ্যবস্তুমাত্র। তাঁহাদের মতে ভগবৎ পার্ষদগণ জীব হইতে কিছু উচ্চতত্ত্ব। মানবের পূর্বজন্ম ও পরজন্ম স্বীকার করেন না। কেহ যে প্রথম হইতে কোন কোন ব্যক্তির মঙ্গলসূচক অবস্থা ও কোন কোন ব্যক্তির অমঙ্গলসূচক অবস্থা হয়, তাহাও বলিতে পারেন না। রাজস ব্যক্তিগণ মানব, পশু পক্ষী সকলকেই জীব বলেন ও জন্ম-জন্মান্তর বিশ্বাস করেন, কিন্তু জীবের লোকগতি ব্যতীত শুদ্ধচিদগতির প্রতি শ্রদ্ধা করিতে পারেন না। রসঃ সত্ত্বমিশ্র লোকেরা জীবের লোকগতি পর্যন্ত বিশ্বাস করেন, কিন্তু শুদ্ধচিদগতিতে তত শ্রদ্ধা করেন না। সাত্ত্বিক মনুষ্যগণ জীবের নির্ভেদব্রহ্মগতি পর্যন্ত বিশ্বাস করেন। মায়াগুণামোহিত ব্যক্তিগণের এই পর্যন্ত জীবতত্ত্বের বিচার হয়। মায়ার ত্রিগুণকে ভেদ করিয়া নির্গুণতার সহিত যাঁহারা বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহারা নিম্ন লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা) বাক্যগুলিকে আদর করিয়া গ্রহণ করেন ঃ—

'মায়াধীশ', 'মায়াবশ'—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ।।
গীতা-শাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি' মানে।
হেন জীবে ' ভেদ' কর ঈশ্বরের সনে।। (৬।১৬২-১৬৩)

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি' ভেদাভেদপ্রকাশ।।
সূর্য্যাংশুকিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়। (২০।১০৮-১০৯)
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার ''শক্তি'' হয়।।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদিবহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।। (২০।১১৭)
মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ।।
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ-ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে।। (২০।৩০৮-৩০৯)
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাস-রূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
'জীব'-রূপ 'বীজ' তা'তে কৈলা সমর্পণ।।
(২০।২৭৩)
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন।।
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত' প্রকার।
এক—'নিত্যমুক্ত' এক—নিত্য-সংসার।। (২২।৯-১০)

সাত্ত্বিকজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জড়ীয় জ্ঞানের ব্যতিরেক আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত করেন যে বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ নাই। আপাততঃ যে ভেদ প্রতীত হইতেছে, তাহা ব্যবহারিক অর্থাৎ পারমার্থিক নয়। তাঁহাদের মধ্যে আবার তিনটী সম্প্রদায় এক সম্প্রদায়ের মত এই যে, ভেদ জ্ঞান মিথ্যা, কেবল মায়িকপ্রতীতি মাত্র। অবিদ্যা অধ্যাসক্রমে মহাকাশ হইতে ঘটাকাশের ন্যায় জীবের ভেদভ্রম। অবিদ্যা তিরোহিত হইলে সেই ভ্রম বিগত হয়, কেবল মহাকাশই থাকে। তখন জীবত্বরূপ অহঙ্কার দূর হয়। এই মতের নাম পরিচ্ছেদ-পরিচ্ছিন্নবাদ। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত এই যে, ব্রহ্ম বিম্ব এবং জীব অবিদ্যায় প্রতিবিম্ব-প্রতীতি মাত্র। বস্তুতঃ জীব নাই। অবিদ্যা মায়াশক্তির বৃত্তিবিশেষ। অবিদ্যাভ্রম বিগত হইলেই জীবের জীবত্ব নির্বাণ হয়। তৃতীয় সম্প্রদায় বলেন যে, বস্তুতঃ কিছুই হয় নাই। একটী মায়াভ্রম বলিয়া উৎপাতআছে, যদ্দ্বারা এই সকল ভেদ-প্রতীতি হইয়াছে। বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সমস্ত মতই বাগাড়ম্বরমাত্র, তর্কের দ্বারা প্রসূত হইতেছে এবং অন্য তর্ককৌশলে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। এই সমস্ত বাদ বেদের একদেশকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু ইহারা বেদের সিদ্ধান্ত নয়। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর স্বভাবতঃ মায়ার অধীশ্বর এবং জীব স্বভাবতঃ মায়াবশ অর্থাৎ মায়াদ্বারা বশ হইবার উপযোগী। বেদ বলেন,—

অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ অস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।
মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।। (শ্বেতাশ্বতর ৪।৯-১০)

মায়াধীশ ঈশ্বর মায়াদ্বারা এই জড়বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন। সেই জড়বিশ্বে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন একতত্ত্ব জীব মাযাকর্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন। মায়া একটী পরমেশ্বরের শক্তি ও মায়াধীশ পুরুষই পরমেশ্বর। এবম্ভুত জীব কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের সহিত অভেদ নহে। গীতাশাস্ত্রে জীবকে শক্তি বলা হইয়াছে; তাহা হইলে তাহাকে কেবল অভেদ বলিতে পার না।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতি বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।। (গীতা ৭।৪-৫)

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম —এই পাঁচটি স্থূলজড় ও মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই তিনটি সূক্ষ্মজড়,—এই অষ্ট প্রকারে ভিন্নস্বরূপা আমার অপরা ও মায়াপ্রকৃতি। ইহা হইতে পৃথক্ আমার একটী পরা প্রকৃতি জীবস্বরূপা, যদ্দ্বারা এই জগৎ পরিপূরিত। জীবের স্বরূপ এই যে, জীব কৃষ্ণদাস; কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদপ্রকাশ। যে শক্তি চিদচিদুভয় জগতের উপযোগী, তাহারই নাম তটস্থা। তাহাও ভেদাভেদপ্রকাশ অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। কেবল- ভেদ বা কেবল অভেদ নহে, যথা বৃহদ্ আরণ্যকে (৪।৩।৯ মন্ত্রে)—

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদং পরলোক

স্থানং চ সংধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদং পরলোকস্থানং চ।

সেই জীবপুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ; জীব তদুভয়মধ্যে স্বীয় সন্ধ্য তৃতীয়-স্বপ্ন-স্থানস্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্‌বিশ্ব উভয় স্থানই দেখিতে পান। যথা (বৃহদাণ্যকে ৪।৩।১৮)—

তদ্যথা মহামৎস্য উভে কুলে অনুসং-চরতি পূর্বংচাপরং চৈব মেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসংচরতি স্বপ্নান্তংচ -বুদ্ধান্তংচ।

সেই তটস্থ-ধর্ম এইরূপ। যেরূপ মহামৎস্য একটি নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব ও কখন পর এই দুই তটে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীবপুরুষ জড় ও চিদ্‌বিশ্বের মধ্যে কারণবারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয়কূল অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত কূলেতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।

তটস্থশক্তিপ্রসূত জীব সমূহ পরমেশ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়াও পৃথক্-সত্তাবিশিষ্ট; সূর্যকিরণ-পরমাণু বা অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ তাহার উদাহরণ-স্থল। যথা বৃহদারণ্যকে (২।১।২০)

যথগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাগ ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।

অগ্নির যেমন ক্ষুদ্রবিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্থির হয় যে, তটস্থ-ধর্মবশতঃ মায়া ও চিদের উপযোগী যে বিভিন্নাংশ ক্ষুদ্র-চেতনসকল উদিত হইয়াছেন, তাহার মূল আত্মাস্বরূপ কৃষ্ণের অনুগতসত্তাবিশেষ। উভয়কুল দেখিতে দেখিতে ভোগেচ্ছায় উদয় হইলেই তাহারা চিৎসূর্যস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্মুখ হয় এবং নিকটস্থিত মায়াদ্বারা ভোগায়তন গ্রহণ করিতে আহূত হয় সেই কৃষ্ণস্মৃতি ভ্রমবশতঃ তাহার অনাদিবহির্মুখ। স্বীয় স্বাতন্ত্র্য অপচয়-অপরাধেই তাহাদের এ দশা। এই দুর্দশার জন্য কৃষ্ণে বৈষম্য বা নৈপূণ্য আরোপ করা যায় না; যেহেতু কৌতুকী কৃষ্ণ স্বাতন্ত্র্যরূপ চিদ্ধর্ম অপচয়কার্যে কোন প্রকার কর্তৃত্ব রাখেন না। (জীব স্বাতন্ত্র্য-ধর্মের) অপচয় করিলে (কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু) স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন সময়ে জীবরূপ বীজ প্রকৃতিতে সমর্পণ করেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণ প্রকৃতি স্পর্শ করেন না মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতি ঈক্ষণপূর্বক অপরাধী জীবনিচয়কে প্রকৃতি সমর্পণ করেন। সেই অপরাধক্রমেই মায়াপ্রকৃতি জীবকে সংসারদুঃখ দিয়া দণ্ড-বিধান করেন। ভগবানের অংশ দুইপ্রকার অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। চতুর্ব্যূহ অবতারগণ সকলেই স্বাংশবিস্তার জীবই বিভিন্নাংশ। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে ভেদ এই যে, স্বাংশগণ কৃষ্ণ তত্ত্বের সহিত অভিন্নাভিমানে সর্বদা সর্বশক্তিসম্পন্ন ও কৃষ্ণেচ্ছাতেই তাঁহাদের ইচ্ছা; কোন স্বতন্ত্রতা নাই। বিভিন্নাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্নাভিমানী। স্বীয় ক্ষুদ্র স্বরূপানুসারে অতিশয় ক্ষুদ্রশক্তিবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণেচ্ছা হইতে তাহাদের ইচ্ছা পৃথক্। কৃষ্ণ হইতে এরূপ অনন্ত জীব নিঃসৃত হইয়াও কৃষ্ণের পূর্ণতা হানি হয় না। ঐ সকল জীবের মায়া প্রবেশের পূর্বেই কৃষ্ণবহির্মুখতারূপ অপরাধ । অপরাধ মায়িক কালের পূর্ব হইতে সেই অপরাধের মূল হওয়ায় অনাদি-বহির্মুখতা বলা যায়। মায়াসঙ্গবিকারদ্বারা রুদ্রদেবতাও ভেদাভেদস্বরূপ; অতএব কৃষ্ণ-স্বরূপ ন'ন। অম্লযোগে দুগ্ধ দধি হয়, তথাপি তাহাকে দুগ্ধান্তর বস্তু বলা যায় না এবং দধিও বস্তুতঃ দুগ্ধ নয় (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩০৭।৩০৯)। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিধৃত পরমাত্ম সন্দর্ভে ১৯শ সংখ্যায় শ্রীজামাতৃমুনি-প্রদর্শিত পাদ্মোত্তরবচন যথাঃ-

জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ন জাতো নির্বিকারশ্চ একরূপস্বরূপভাক্।।
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ।।
অদাহ্যোঽয়মচ্ছেদ্যোঽক্লেদ্যোঽশোষ্যাক্ষর এব চ।

ঈশজ্ঞান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া দ্বিতীয় বস্তু যে মায়িক অবিদ্যা, তাহার অভিনিবেশে জীব সংসার-ভয়, বিপর্যয় (দেহে আত্মবুদ্ধি) ও অস্মৃতি (স্বরূপভ্রম) হইয়াছে। বিপর্যয়-ভাবই স্ব-স্বরূপ-ভ্রম। ইহাই অবিদ্যাসংসর্গের প্রথম ফল। চিৎস্বরূপ ভুলিয়া জড়গতস্বরূপে অহমভিমানজনিত নিজের কৃষ্ণদাসত্ব বিস্মৃতি গাঢ় হইল। অবিদ্যা মায়া জীবের চিৎস্বরূপের উপর লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও তদুপরি স্থূল—এই দুইটী আবরণ প্রদান করিলেন। মায়িক অহঙ্কার, মায়িক চিত্ত, মায়িক বুদ্ধি ও মায়িক মন—এই চারিটী সূক্ষ্মজড়কর্তৃক লিঙ্গদেহ। ইহাতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যরূপ ষড়্‌বর্গের অবস্থান। এই ষড়্‌বর্গ কখন পুণ্য ও কখন পাপময় হইয়া জীবের উচ্চনীচবাসনার হেতু হইল। লিঙ্গশরীরে যে আমিত্বরূপ অহঙ্কার তদ্বারা জীবের শুদ্ধচিদহঙ্কার আচ্ছাদিত হইয়া গেল। লিঙ্গদেহে কর্ম ও ভোগ হয় না, অতএব তদুপরি জীবের মায়াগতি চর্ম, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা, মেদ ও শুক্র প্রভৃতি সপ্তধাতুনির্মিত স্থূলদেহ—জন্ম, অস্থিত্ব, পরিণাম, মৃত্যু-প্রভৃতি ষড়্‌বিকারের সহিত আরোপিত হইল। স্থূলদেহ লাভ করিয়া জীবের জড়াহঙ্কার ঘনীভূত হইল। তখন স্থূলদেহকে 'আমি' বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকার স্ব-স্বরূপভ্রম হইতে বিষমকাম-কর্ম বন্ধনই বর্ণাশ্রমবদ্ধ বিধিদ্বারা কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম, তথা নিত্যনৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম ও তাঁহাদের ফল পুণ্য তাৎপর্য এই যে, জড়দেহে অবস্থিত হইয়াও জীব সূক্ষ্ম ও অপ্রাকৃততত্ত্ব। জড়ীয় কেশাগ্রকে শত ভাগ করিয়া, তাহার এক এক ভাগকে শতধা কল্পিত করিলেও জীবের সূক্ষ্মতার সমান হয় না। যদিও জড়ের মধে জীব তে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তাহা অপ্রাকৃত বস্তু ও আনন্ত্য অধর্মের-যোগ্য।

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে।। (শ্বেতাশ্বতর ৫।১০ মন্ত্র)

—জীবের স্থূলশরীরই স্ত্রী, পুরুষ, ও নপুংসক লক্ষণে লক্ষিত হয়। কর্মফলে জীব যে যে শরীর লাভ করেন, তাহাতেই তিনি থাকেন। বস্তুতঃ জীব আত্মগত-বস্তু; বাহ্যদর্শনে স্ত্রী পুরুষ হইলেও জড়দেহের পরিচয় তাঁহার পক্ষে যথার্থ নয়।

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈঃ গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে।। (শ্বেতাশ্বতর ৫।১১ মন্ত্র)

—ইচ্ছা, স্পর্শ, দৃষ্টি, মোহ, গ্রাস, অম্বু, বৃষ্টি-দ্বারা বিবৃদ্ধি ধর্মসহকারে অনুক্রমের সহিত জীব কর্মানুগ বহুবিধ জড়শরীরগত রূপ ধারণ করেন।

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোহপি দৃষ্টঃ। (শ্বেতাশ্বতর ৫।১২

ঈশ্বরকোটিতে প্রবিষ্ট হন নাই; ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ; অতএব তটস্থ। দ্বিতীয় বর্গ ভবপরাঙ্মুখত্ব প্রযুক্ত অন্তহঙ্গা শক্তির সহায়তাশূন্য, অতএব সেই ছিদ্র পাইয়া মায়া তাহাদিগকে পরাভূত করতঃ সংসারী করিয়াছে। এ বিষয় সিদ্ধান্ত কারিকা,—

চিৎসূর্যঃ পরমাত্মা বৈ জীবাশ্চিৎ পরমাণবঃ।
তৎকিরণকণাঃ শুদ্ধাশ্চিন্মদর্থাঃ স্বরূপতঃ।।
অচিন্ত্যশক্তিসম্ভূত তটস্থধর্মতঃ কিল।
চিৎস্বরূপস্য জীবস্য মায়াবশ্যঞ্চ সিধ্যতি।।
"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।'
ইতি যদ্ভগবদ্বাকং গীতোপনিষদি শ্রুতম্।
জীবস্য তেন শক্তিত্বে সিদ্ধে ভেদো ন সিধ্যতি।।
জীবো মায়াবশঃ কিন্তু মায়াধীশ পরেশ্বরঃ।
এতদাম্নায়বাক্যাত্ত ভেদোজীবস্য সর্বদা।।
ভেদাভেদপ্রকাশোহয়ং জুগপজ্জীব এব হি।
কেবলাভেদবাদস্যাবৈদিকত্বং নিরূপিতম্।।
মায়াবশত্বধর্মেণ মায়াবাদো ন সম্ভবেৎ।
যতো মায়াঽপরা শক্তিঃ পরয়া জীবনির্মিতঃ।।
মায়াবৃত্তিরহংকারো জীবস্তদতিরিচ্যতে।
মায়াসঙ্গবিহীনোঽপি জীবো ন হি বিনশ্যতি।
মায়াবাদভ্রমার্তানাং সর্বং হাস্যাস্পদং মতম্।
অদ্বৈতস্য নিষ্কলস্য নির্লিপ্তস্য চ ব্রহ্মণঃ।।
প্রতিবিম্বপরিচ্ছেদৌ কথং স্যাতাং চ কুত্রচিৎ।
অদ্বৈতসিদ্ধিলাভেঽপি কথং নির্ভয়তা ভবেৎ।।
রজ্জু সর্প-ঘটাকাশ-শুক্তিরজত-যুক্তিষু।
অদ্বৈতহানিরেবস্যাদ্ যথোদাহৃতেষু বৈ।।
ব্রহ্মলীনা যদা মায়া তদা তস্যাঃ ক্রিয়া কথম্।
কস্য বা স্পৃহায়া তস্যাঃ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।।
ব্রহ্মেচ্ছা যদি তদ্ধেতুঃ কুতস্তন্নির্বিকারতা।
মায়েচ্ছা যদি বা হেতু-দুর্ভাগ্যং ব্রহ্মণোহি তৎ।।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং সর্বং বেদবিরুদ্ধকম্।
প্রাকৃতাং যুক্তিমাশ্রিত্য প্রকৃতার্থবিড়ম্বনম্।।

অচিন্ত্যশক্তিবিশ্বাসাৎ জ্ঞানং সুনির্মলং ভবেৎ।
ব্রহ্মণি নির্বিকারে স্যাদিচ্ছাশক্তির্বিশেষতঃ।।
তদিচ্ছাসম্ভবা সৃষ্টিস্ত্রিধা তদীক্ষণশ্রুতেঃ।
মায়িকা জৈবিকী শুদ্ধা কথং যুক্তিঃ প্রবর্ততে।।
নাহং মন্যে সুবেদেতি নোনবেদেতি বেদ চ।
শ্রুতিবাক্যমিদং লব্ধবাহচিন্ত্যশক্তিং বিচারয়।।
ভেদবাক্যানি লক্ষ্যাণি 'দ্বাসুপর্ণা' দি সূক্তিষু।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু চাভেদত্বং প্রদর্শিতম্।।
সর্বজ্ঞবেদবাক্যানাং বিরোধো নাস্তি কুত্রচিৎ।
ভেদাভেদাত্মকং তত্ত্বং সত্যং নিত্যঞ্চ সার্থকম্।।
একদেশার্থমাশ্রিত্য চান্যদেশার্থ কল্পনম্।
মতবাদ-প্রকাশার্থং শ্রুতিশাস্ত্র কদর্থনম্।।
কর্মমীমাংসকানাং যদ্বিজ্ঞনং শ্রুতি নিন্দনম্।
মূর্খত্বমেব তেষাং তৎ ন গ্রাহ্যং তত্ত্ববিজ্জনৈঃ।।
বিভিন্নাংশো হি জীবোহয়ং তটস্থশক্তিকার্যত।
স্বস্বরূপ ভ্রমাদস্য মায়া মারাগৃহস্থিতি।।

পরমাত্মা চিৎসূর্য। জীবসকল তাঁহার কিরণ পরমাণু। বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্বই জীবের স্বরূপ। জীব স্বরূপতঃ অহংপদবাচ্য। পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তিনিঃসৃত তটস্থশক্তিধর্মে জীবের অণুত্ব নিবন্ধন মায়াবশ্য-ধর্মগঠনসিদ্ধ। "অপরেয়মিতঃ" শ্লোকে ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, জীব মায়াতীত কোন পরা শক্তি, অতএব পরমাত্মা হইতে নিতান্ত অভেদ বা ভেদ নয়। জীব মায়াবশ ও ঈশ্বর মায়াধীশ—এই আম্নায়-বাক্যে জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ অভেদ ও ভেদ, ইহাই সিদ্ধ। কেবলাভেদবাদ অবৈদিক। মায়াবশ বলিলে মায়াবাদ হয় না। মায়াবাদ মতে জীব মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা প্রতিবিম্বিত অনিত্যতত্ত্ব। মায়াবশ বলিলে ইহাই স্থির হয় যে, 'মায়া' শব্দশূন্য চিৎকণ-জীব স্বীয় অনুত্বপ্রযুক্ত মায়া কর্তৃক পরাভূত হইবার যোগ্য। মায়া অথবা শক্তি, কিন্তু জীব পরা শক্তিকৃর্তক নির্মিত। জড়-অহঙ্কার মায়াবৃত্তি। জীব তাহা হইতে অতিরিক্ত তত্ত্ব অর্থাৎ চিন্ময়পদার্থ। জীব মায়াযুক্ত হইলেও জীবত্বহানিরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হন না। মায়াবাদ একটী ভ্রম। সেই ভ্রমপীড়িত ব্যক্তিদিগের মত সম্পূর্ণরূপে হাস্যাস্পদ। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম অদ্বৈত, নিষ্কল ও নির্লেপ। তাহা হইলে প্রতিবিম্ব বা পরিচ্ছেদ কিরূপে বা কাহাতে সম্ভব হয়? আবার অদ্বৈতসিদ্ধিতে জীবের বা নির্ভয়তা কিরূপে হয়? রজ্জুসর্প, ঘটাকাশ, শুক্তিরজত উদাহরণসকল অযথা উদাহৃত হইয়া

থাকে; তাহাকে অদ্বৈত-সিদ্ধি দূরে থাকুক, অদ্বৈতহানিই হয়। মায়াকে যদি ব্রহ্ম-লীনা প্রকৃতি বলিয়া মানা যায়, তাহাতে কেবল-অদ্বৈততা থাকে না। তথাপি ভিক্ষাস্বরূপ মানিয়া লইলেও তাহার আবার ক্রিয়া কিরূপে হয়? কা'র ইচ্ছাতে সে মায়ার ক্রিয়াপ্রবৃত্তি? যদি ব্রহ্মেচ্ছা তাহার প্রবৃত্তিহেতু হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম কিরূপে নির্বিকার হন? যদি ব্রহ্মকে নির্বিকার রাখিয়া মায়ার ইচ্ছার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নির্বিকার রাখিয়া মায়ার ইচ্ছার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপ আর একটী তত্ত্ব হইয়া উঠে ও ইচ্ছাহীন ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্বিত করিয়া ফেলে; তাহা ব্রহ্মের পক্ষে নিতান্ত দূর্ভাগ্য বলিতে হইবে। যদি ব্রহ্ম ঈশ্বর হইয়া সৃষ্টি করেন—এরূপ একটী কল্পিত মত মানা যায়, তাহাও ব্রহ্মের স্বতন্ত্র-ইচ্ছার অভাবে ব্রহ্মের শক্তিবশ্যতারূপ দুর্ভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র, সর্ববেদবিরুদ্ধ। ইহাতে প্রাকৃত-যুক্তিদ্বারা বেদের অপ্রাকৃত অর্থসকলের বিড়ম্বনা যাঁহারা সেই জ্ঞানসংসর্গ-প্রসঙ্গে চিদভিলাষী হইলেন; তাঁহারা নিত্যভগবদুন্মুখতা-প্রযুক্ত চিচ্ছক্তি-বিলাসগত-হ্লাদিনীবল প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণপার্ষদরূপে চিজ্জগতে নীত হইলেন। যাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে ক্রমে অন্যপার্শ্বস্থিতা মায়াতে মোহিত হইয়া লোভ করিলেন, তাঁহারা মায়াকর্তৃক আহূত হইয়া মায়িক জগতে আকৃষ্ট হওয়ায় মায়াধীশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার কর্তৃক জড়জগতে নিক্ষিপ্ত হইলেন (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। ইহা কেবল তাঁহাদের নিত্যভগবদ্বৈমুখ্যের ফল। মায়ামধ্যগত হইবামাত্র মায়াবৃত্তি অবিদ্যা তাঁহাদিগকে লিপ্ত করিল। অবিদ্যালিপ্ত হইয়া তাহাতে অভিনিবেশ করিতে অবিদ্যাবন্ধ কর্মের চক্রে পড়িলেন। এস্থলে কর্মফলভোজী পক্ষীর সহিত তাঁহাদের তুলনা হইল। যথা মুণ্ডক (৩।১।১) শ্বেতাশ্বতর ৪।৬ মন্ত্রে),—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ন্যোঽভিচাকশীতি।।

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ ও জীব এই অনিত্য জগৎরূপ অশ্বত্থবৃক্ষে দুই সখার ন্যায় বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব স্বীয়-কর্মানুসারে পিপ্পলফল সেবন করিতে লাগিলেন। অন্যটী অর্থাৎ পরমাত্মা ভোগ না করিয়া সাক্ষীস্বরূপে তাহা দেখিতে লাগিলেন। তথা মুণ্ডক (৩।১।২) ও শ্বেতাশ্বতর (৪।৭ মন্ত্রে) ;—সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।

(সেই একই বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়ামোহিত হইয়া শোক করিতে করিতে পতিত হইলেন।)

শ্রীমদ্ভাবতে (১১।২।৩৭) লিখিয়াছেন,—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।

ঈশজ্ঞান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া দ্বিতীয় বস্তু যে মায়িক অবিদ্যা, তাহার অভিনিবেশে জীব সংসার-ভয়, বিপর্যয় (দেহে আত্মবুদ্ধি) ও অস্মৃতি (স্বরূপভ্রম) হইয়াছে। বিপর্যয়-ভাবই স্ব-স্বরূপ-ভ্রম। ইহাই অবিদ্যাসংসর্গের প্রথম ফল। চিৎস্বরূপ ভুলিয়া জড়গতস্বরূপে অহমভিমানজনিত নিজের কৃষ্ণদাসত্ব বিস্মৃতি গাঢ় হইল। অবিদ্যা মায়া জীবের চিৎস্বরূপের উপর লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও তদুপরি স্থূল—এই দুইটী আবরণ প্রদান করিলেন। মায়িক অহঙ্কার, মায়িক চিত্ত, মায়িক বুদ্ধি ও মায়িক মন—এই চারিটী সূক্ষ্মজড়কর্তৃক লিঙ্গদেহ। ইহাতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যরূপ ষড়্বর্গের অবস্থান। এই ষড়্বর্গ কখন পুণ্য ও কখন পাপময় হইয়া জীবের উচ্চনীচবাসনার হেতু হইল। লিঙ্গশরীরে যে আমিত্বরূপ অহঙ্কার তদ্বারা জীবের শুদ্ধচিদহঙ্কার আচ্ছাদিত হইয়া গেল। লিঙ্গদেহে কর্ম ও ভোগ হয় না, অতএব তদুপরি জীবের মায়াগতি চর্ম, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা, মেদ ও শুক্র প্রভৃতি সপ্তধাতুনির্মিত স্থূলদেহ—জন্ম, অস্থিত্ব, পরিণাম, মৃত্যু-প্রভৃতি ষড়্বিকারের সহিত আরোপিত হইল। স্থূলদেহ লাভ করিয়া জীবের জড়াহঙ্কার ঘনীভূত হইল। তখন স্থূলদেহকে 'আমি' বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকার স্ব-স্বরূপভ্রম হইতে বিষমকাম-কর্ম বন্ধনই বর্ণাশ্রমবদ্ধ বিধিদ্বারা কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম, তথা নিত্যনৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম ও তাঁহাদের ফল পুণ্য তাৎপর্য এই যে, জড়দেহে অবস্থিত হইয়াও জীব সূক্ষ্ম ও অপ্রাকৃততত্ত্ব। জড়ীয় কেশাগ্রকে শত ভাগ করিয়া, তাহার এক এক ভাগকে শতধা কল্পিত করিলেও জীবের সূক্ষ্মতার সমান হয় না। যদিও জড়ের মধে জীব তে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তাহা অপ্রাকৃত বস্তু ও আনন্ত্য অধর্মের-যোগ্য।

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে।। (শ্বেতাশ্বতর ৫।১০ মন্ত্র)

—জীবের স্থূলশরীরই স্ত্রী, পুরুষ, ও নপুংসক লক্ষণে লক্ষিত হয়। কর্মফলে জীব যে যে শরীর লাভ করেন, তাহাতেই তিনি থাকেন। বস্তুতঃ জীব আত্মগত-বস্তু; বাহ্যদর্শনে স্ত্রী পুরুষ হইলেও জড়দেহের পরিচয় তাঁহার পক্ষে যথার্থ নয়।

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈঃ গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে।। (শ্বেতাশ্বতর ৫।১১ মন্ত্র)

—ইচ্ছা, স্পর্শ, দৃষ্টি, মোহ, গ্রাস, অম্বু , বৃষ্টি-দ্বারা বিবৃদ্ধি ধর্মসহকারে অনুক্রমের সহিত জীব কর্মানুগ বহুবিধ জড়শরীরগত রূপ ধারণ করেন।

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ। (শ্বেতাশ্বতর ৫।১২

মন্ত্রে)

জীব স্বীয় আদৃত প্রাকৃতগুণে স্থূল-সূক্ষ্ম অনেকরূপ প্রাপ্ত হন। ক্রিয়াগুণ ও আত্মগুণে পুনরায় অপর রূপদ্বারা আবৃত হন।

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ।। (শ্বেতাশ্বতর ৫।১৩ মন্ত্র)

এবন্তুত মায়াবদ্ধ জীব এই গভীর সংসার-গহনমধ্যে পতিত অবস্থায় কদাচিৎ সাধুসঙ্গবলে জাতশ্রদ্ধ হইয়া ভক্তিবৃত্তিদ্বারা অনাদি-অনন্ত-অবতারাবলিবীজ-স্বরূপ বিশ্বমধ্যগত বিশ্বস্রষ্টারূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে সমস্ত মায়াপাশ হইতে পরিমুক্ত হন।

শ্রীআম্নায়সূত্রে জীবের বদ্ধ-অবস্থার ক্রম এইরূপে সূত্রিত হইয়াছে—

"পরেশবৈমুখ্যাত্তেষামবিদ্যাভিনিবেশঃ" (৩৫ সূত্র)

"স্বস্বরূপভ্রমঃ"। -(৩৬ সূত্র)

"বিষম কামঃ কর্মবন্ধঃ।—(৩৭ সূত্র)

"স্থূললিঙ্গাভিমানজনিতসংসারক্লেশাশ্চ"।—(৩৮ সূত্র)

(পরমেশ্বর ইহতে বিমুখ হওয়ায় তাঁহাদের (জীবগণের) দ্বিতীয়াভিনিবেশ ঘটিয়াছে।।৩৫।।

সেই কারণেই তাঁহাদের স্ব-স্বরূপ-ভ্রম হইয়াছে।।৩৬।।

স্বস্বরূপভ্রমবশতঃ তাঁহাদের ভয়ঙ্কর কামকর্মবন্ধ উপস্থিত হইয়াছে।।৩৭।।

স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিই সংসার ক্লেশের কারণ।।৩৮।।)

জীব–চিদ্বস্তু। তিনি চিৎ ও জড়ের সন্ধিস্থলে তটস্থশক্তি কর্তৃক প্রকটিত হইয়া সেই স্থান হইতে চিজ্জগৎ ও মায়িক-জগৎ উভয় স্থান দেখিতে লাগিলেন। একটু ভগবজ্জ্ঞানাকৃষ্ট হইয়া লক্ষিত হয়। অচিন্ত্যশক্তি বিশ্বাস করিলে জ্ঞান সুনির্মল হয়। ব্রহ্মে অদ্বৈত, নিষ্কল ও নির্বিকারতা ধর্ম যেরূপ স্বীকৃত, সেইরূপ অচিন্তশক্তি স্বীকৃত হইলে তদ্দ্বারা নির্বিকারতা ও ইচ্ছাময়তা যুগপৎ সুন্দররূপে অবস্থিতি করিয়া পরস্পর অবিরোধ কার্য করে। 'স ঐক্ষত'—এই বেদবাক্যে তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই অচিন্ত্যশক্তি মায়িক, জৈবী ও শুদ্ধচিদ্বিষয়িণী রূপ ত্রিধা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এরূপ বিশ্বাস আর সন্দেহপরাহত হইবে না। 'নাহং মন্যে' শ্রুতিতে অচিন্ত্যশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। 'দ্বা সুপর্ণাদি' বাক্যে নিত্যভেদ ও 'তত্ত্বমস্যাদি' বাক্যে নিত্য-অভেদ উপদিষ্ট। সর্বজ্ঞবেদবাক্য কোন স্থলে বিরোধ নাই। অতএব বেদের মত এই যে, যুগপৎ অচিন্ত্য ভেদাভেদ-স্বরূপতত্ত্বই সত্য, নিত্য ও সার্থক। বেদের একদেশের অর্থ গ্রহণ করিয়া মতবাদ

প্রকাশ করিবার জন্য অন্যদেশের অর্থ তদনুগত করিবার চেষ্টাই শ্রুতিশাস্ত্রকদর্থন। কর্মমীমাংসকদিগের বিজ্ঞানশ্রুতিতে অশ্রদ্ধাই তাঁহাদের মূঢ়তা। তাহা পণ্ডিতজনে স্বীকার করেন না। অতএব বেদসিদ্ধান্ত এই যে ঈশ্বরকোটি হইতে পৃথগ্‌ভূত বিভিন্নাংশ-তত্ত্বরূপ জীব কৃষ্ণের তটস্থশক্তি। 'জীব শুদ্ধচিৎপদার্থ' স্বভাবতঃ কৃষ্ণানুগত'—এই স্বরূপ (জ্ঞানের) ভ্রম (অন্যথা বুদ্ধি) হইতেই জীবের মায়াকারাগারে অবস্থিতি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তটস্থধর্মবশতঃ জীব বদ্ধদশায় মায়াকবলিত

(তটস্থধর্মী জীব—তাঁহার ঈশবিমুখতা—অবিদ্যাভিনিবেশ—স্বরূপ ভ্রম—স্থূল ও লিঙ্গ দ্বিবিধ আবরণ—তত্তদভিমান—সংসার ক্লেশ—বেদ ও ভাগবত-প্রমাণ—মায়ার দ্বিবিধা বৃত্তি—বিদ্যা ও অবিদ্যা—অবিদ্যার দ্বিবিধা বৃত্তি—আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা—বহির্মূখ জীবের প্রতি দণ্ড-দানই মায়ার কার্য।)

জীবের তটস্থধর্ম পূর্ব পরিচ্ছেদে বিচারিত হইয়াছে। সেই তটস্থধর্মবশতঃই জীব ভগবজ্ জ্ঞানাভাবে নিকটস্থ মায়াদ্বারা কবলিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে (মধ্য, ২২শ ১২-১৫)—

'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দূঃখ।।
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তা'রে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তা'রে জারি' মারে।।
কামক্রোধের দাস হঞা তার' লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়।।
তা'র উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকটে যায়।।

বদ্ধজীবসম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর (৫।৯ মন্ত্রে) বলেন;—

বালাগ্রশতভাগস্য শতথা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।।

পাপ ও—এই সকল বন্ধন জীবকে দৃঢ়রূপে মায়িক করিয়া ফেলিল। স্থূললিঙ্গ দেহ-সম্বন্ধ হইতে অনেক অনর্থ ঘটে। যথা বৃহদারণ্যক (৪।৪।৫ ব্রাহ্মণ) ঃ—

সা বা অয়মাত্মা যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি। পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।

(সেই বা এই (স্থূললিঙ্গদেহধারী) আত্মা যেরূপ যেরূপ আচরণ করেন, সেইরূপ সেইরূপ অবস্থা লাভ করেন। সাধু আচরণের দ্বারা সাধু, পাপাচরণের দ্বারা পাপী

হইয়া থাকেন। পূণ্যকর্মের দ্বার পুণ্য এবং পাপকর্মের দ্বারা পাপ হইয়া থাকে।)
ভাগবতে (৩।৩০।৭)

স দহ্যমান-সর্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা।
করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ।

(কুটুম্বদিগের পোষণ-চিন্তায় সেই দুরাশয় মূঢ়ব্যক্তির আপাদ মস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে; সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।)

এই বচনদ্বয় স্পষ্টর্থ। তাৎপর্য এই যে, জীব স্থূললিঙ্গ অভিমানে সংসারে আবদ্ধ হইয়া পুণ্য-পাপদ্বারা ক্লেশ পাইতেছেন। যথা ভগবৎসন্দর্ভধৃত সর্বজ্ঞসূক্তবাক্য—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ।

(সচ্চিদানন্দ-পরমেশ্বর হ্লাদিনী এবং সম্বিৎ-শক্তিদ্বারা আলিঙ্গিতবিগ্রহ। জীব নিজ-অবিদ্যা আচ্ছাদিত হইয়া সংসারে যাবতীয় ক্লেশ ভোগ করে।)

পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীজীব কহিয়াছেন (৫৪ সংখ্যাধৃত);—

অথাবিদ্যাখ্যস্য ভাগস্য দ্বে বৃত্তি আবরণাত্মিকা বিক্ষেপাত্মিকা চ।
তত্র পূর্বা জীব এব তিষ্ঠন্তী তদীয়ং স্বাভাবিকং জ্ঞানমাবৃণ্বানা।
উত্তরা চ তং তদন্যথাজ্ঞানেন সঞ্জয়ন্তী বর্ততে।

তাৎপর্য এই যে, মায়াশক্তির বিদ্যা ও অবিদ্যা—দুই বৃত্তি। বিদ্যাবৃত্তি মায়ার অকপটকৃপাজাত। অবিদ্যাবৃত্তি মায়ার অপরাধ দণ্ডদান-শক্তিবিশেষ। সেই অবিদ্যার দুইটী বৃত্তি অর্থাৎ আবরণাত্মিকা বৃত্তি ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি। জীবের স্বাভাবিক সম্বন্ধজ্ঞানকে আবরণ করিয়া আবরণাত্মিকা বৃত্তি বর্তমান থাকে। বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি অন্যপ্রকার জ্ঞানকে উৎপন্ন করিয়া জীবকে অজ্ঞান করে। এস্থানে কারিকা;—

সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
ইত্যাদ্যুপনিষদ্বাক্যান্নির্গুণো জীব এব হি।।
চেতনঃ কৃষ্ণদাসোঽহমিতিজ্ঞানে গতে পরে।
প্রকৃতে-র্গুণসংযোগাৎ কর্মবন্ধোঽস্য সিধ্যতি।।
কর্মচক্রগতস্যাস্য সুখদুঃখাদিকং ভবেৎ।
ষড়্‌গুণাব্ধি-নিমগ্নস্য স্থূললিঙ্গব্যবস্থিতঃ।।

বেদে বলিয়াছেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী অপরা বা জড়া প্রকৃতির গুণ। জীব স্বভাবতঃ নির্গুণ। ক্ষুদ্রতাবশতঃ ভগবদ্বৈমুখ্যদ্বারা যখন দুর্বল হইলেন, তখনই মায়াগুণসকল প্রবল হইয়া তাঁহাকে পরাভব করিল। তখন "আমি চেতন পদার্থও কৃষ্ণদাস" এরূপ জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া গেলে প্রকৃতিগুণ সংযোগবশতঃ

জীবের কর্মবন্ধ সিদ্ধ হইল। কর্মচক্রগত জীবের স্থূলশরীর ও লিঙ্গশরীরদ্বারা ষড়্‌গুণসমুদ্রে পতন ও ক্রমশঃ নিমগ্নক্রমে সমস্ত সুখদুঃখাদির উদয় হয়। এই অবস্থার নামই শুদ্ধজীবের মায়া-কবলতি দুরবস্থা। ইহা জীবের ভাব গঠনসিদ্ধ তটস্থ-ধর্ম হইতে হইয়া থাকে। জীব শুদ্ধবস্তু, মায়াবৃত্তি অবিদ্যা তাঁহার উপাধি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ তাপত্রয় ঐ উপাধির ফল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তটস্থ-গঠন-বশতঃ জীব মুক্তদশায় প্রকৃতিমুক্ত

(তটস্থ জীবের গুরুকৃষ্ণপ্রসাদেই স্বরূপ-উপলব্ধি—ভাগ্যবান্ জীবেরই সৎসঙ্গ-লাভ—ভাগবতের দৃষ্টান্ত—নারদ গোস্বামীর পূর্ব ইতিহাস—কৃষ্ণরতির ক্রমপথ—মুক্তি স্বরূপ-বিচার—ভাগবত-প্রমাণ—মুক্ত আত্মার আটটী অবস্থা—ভক্তই মুক্ত—মুক্তিই ভক্তির দাসী—স্বরূপমুক্তি ও বস্তুমুক্তিভেদে দ্বিবিধা মুক্তি।)

জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া অনাদিকর্ম-বাসনা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেও তাঁহার তটস্থ গঠন ও ধর্ম বিগত হয় না। এ অবস্থায় নিসর্গ জনিত মায়িক সংস্কার প্রবল হইলেও জীবের লীনপ্রায় চেতন-স্বভাব যে কৃষ্ণদাস্য, তাহা অবশ্যই থাকে। একটু সুযোগ পাইলেই স্বীয় স্বভাব ক্রমশঃ নিজ পরিচয় দিতে থাকে। সৎ প্রসঙ্গই একমাত্র সুযোগ। অতএব শ্বেতাশ্বতরে (৬।২৩ মন্ত্রে ঃ–

যস্য দেবে পরা ভক্তি-র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।

যাঁহার কৃষ্ণে পরা ভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তির অধিকাররূপা শ্রদ্ধা হয় এবং সাধুগুরুতে তদ্রূপ শ্রদ্ধা হয়, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই বেদতাৎপর্য কথিত ও প্রকাশিত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদ) ঃ—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে।।৪৩।
কোন ভাগ্যে কা[illegible] সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গ করে, কৃষ্ণে রতি উপজয়।। ৪৫।।
'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ' সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।। ৫৪।।
'কৃষ্ণ! তোমার হউ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার।। ৩৩।।

ভাগ্যক্রমে যখন কাহারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তিনি সাধুসঙ্গে প্রবৃত্ত হন। এই প্রস্তাবে জিজ্ঞাস্য এই যে, ভাগ্য কি? ভাগ্যই যদি সংসারক্ষয়ের হেতু হয়, তবে শ্রদ্ধা বা সাধুসঙ্গকে সকল মঙ্গলের হেতু কেন বলি? ভাগ্য ত' অন্ধ ঘটনা, তাহাই যদি জীবের একমাত্র মঙ্গলদাতা হয়, তবে জীবের নিজ চেষ্টার প্রতি আর প্রবৃত্তি থাকে না।

এ বিষয়ে বিচার সহজ হইলেও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সুন্দররূপে সিদ্ধান্ত করিতে গেলে জীবতত্ত্বের মূলের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়। জীবের স্বভাব যখন গঠিত হয়, সে সময়ের কর্মকর্তা কেবল ঈশ্বর বৈ আর কেহ ন'ন। চিদ্ধর্মের গঠনেই স্বাতন্ত্র্য অনুস্যূত আছে। অতএব গঠনকর্তৃত্ব-সম্বন্ধ গঠনের সহিতই রহিল। পরে যে সকল কার্য হইবে, তাহার সহিত আদিকর্তার (ঈশ্বরের) আর সম্বন্ধ থাকে না। স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ জীব প্রথমেই হয় ভগবদুন্মুখ, নয় ভগবদ্বহির্মুখ। সেই কার্যই জীবের প্রথম কার্য। তদ্দ্বারাই জীবের মুখ্য-কর্তৃত্ব। সেই কার্য সময়ে তাহার ফলদান ক্রিয়াতে ঈশ্বরের অনুষঙ্গ-কর্তৃত্ব। অবিদ্যাপ্রবেশের পর কর্তৃত্ব আবার ত্রিবিধ হইয়া উঠিল। (১) জীব যে কার্যটী করেন, তাহাতে তাঁহার 'মূল-কতৃত্ব' সর্বকালেই থাকে। (২) প্রকৃতিই সেই কার্যের যে সাহায্য করেন, তাহাতে তাঁহার ' গৌণ-কর্তৃত্ব'। (৩) ফলদানবিষয়ে ঈশ্বরের 'অনুষঙ্গ-কতৃত্ব'। জীব স্বেচ্ছাক্রমে অবিদ্যা অভিনিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মূলকর্তৃত্ব কখনই লোপ হয় না। অবিদ্যা-প্রবেশের পর জীব যত কর্ম করেন, সে-সকল ফলোন্মুখ হইলেই 'ভাগ্য'-নামে অভিহিত হয়। নাস্তিকদিগের ঘটনার ন্যায় আস্তিকদিগের ভাগ্য অবিচারিত নয়। জীবের ভাগ্য জীবের কর্মানুসারে বিচারিত ফলবিশেষ। কর্মফল দ্বিবিধ অর্থাৎ আর্থিক ও পারমার্থিক । আর্থিক কর্মে আর্থিক ভাগ্যোদয় হয়। পারমার্থিক কর্মে পারমার্থিক ভাগ্যোদয়। পরমার্থকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কর্ম কৃত হয়, সে সমুদায় পারমার্থিক, যথা সাধুসেবা, ভগবন্নাম ও ভগবৎ-সেবা। জীব যে প্রবৃত্তিতেই ঐ সকল কর্ম করুন না কেন, তাহার ভক্তি-বাসনারূপে এক এক প্রকার সংস্কার উৎপন্ন করে। সে সংস্কার ক্রমশ- পুষ্ট হইয়া জীবের ' সৌভাগ্য'-নাম লাভ করে। সেই সৌভাগ্যগতিকে জীবের সংসার-বাসনা দুর্বল হইয়া পড়িতে থাকে। যখন অত্যন্ত দুর্বল হয়, তখন সেই সৌভাগ্য-সংস্কার অধিকতর পুষ্টি-সহকারে সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করে, সেই শ্রদ্ধা পুনরায় সাধুসঙ্গ করাইয়া সমস্ত সিদ্ধি প্রদান করে। এই সৌভাগ্যক্রম শ্রীনারদচরিত্রে অনুসন্ধান করুন। ভাগবতে (১।৫।২৩, ২৫, ২৬);—

অহং পুরাতীতভবেঽভবং মুনে
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং
শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাম্।।
উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতোদ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্ম ভূঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে।।

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধায়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ।।

(নারদ কহিলেন,—" হে ব্যাস! পূর্বকল্পে আমি কোন দাসীপুত্র ছিলাম। বেদবাদী কতকগুলি ভক্তিযোগীর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম। তাঁহারা বর্ষাকালে এক স্থানে বাস করিতেন। আমার মাতা তাঁহাদের দাসী হওয়ায় আমি সেই ভাগবতদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণফলে আমার সমস্ত কল্মষ দূর হইতে লাগিল। সেই কার্যফলে আমার বিশুদ্ধচিত্তে পরমেশ্বর-ভজনে শ্রদ্ধা জন্মিল। শ্রদ্ধাক্রমে হরিকথা শুনিতে শুনিতে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে আমার রুচি উৎপন্ন হইল।")

এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ-সৌদামিনী যথা।।
প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্মনির্বাণো ন্যাপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ।। (ভাগবত ১।৬।২৮-২৯)

(হে ব্রহ্মন্! আমি এই প্রকারে কৃষ্ণভক্ত হইলে আমার হঠাৎ মৃত্যু হইল। তখন আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ বিদূরিত হইল এবং শুদ্ধা ভাগবতী তনু আমাতে প্রযুক্ত হইয়া পড়িল। মায়া হইতে মুক্তি পর্যন্ত পারমার্থিক-বাসনা ক্রমে উপস্থিত হইয়াছিল।)

এখন সিদ্ধান্ত এই যে, বহুজন্মের সুকৃতিফল হইতে ভাগ্যোদয় হইলে সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধার ফলে ক্রমে ভজন, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তির পর কৃষ্ণরতি উদয় হয়। যে জীবনে ভাগ্যোদয় হয়, সেই জীবনেশ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, এই জন্যই শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গকে সকল কল্যাণের মূল বলা যায়। এ বিষয়ে কারিকা ঃ—

এবং পঞ্জরবদ্ধোঽয়ং জীবঃ শোচতি সর্বদা।
কদাচিৎ সৎপ্রসঙ্গেন তস্য মোক্ষো বিধীয়তে।।

স্থূল লিঙ্গ শরীরদ্বয় পঞ্জরস্বরূপ হইয়া চিন্ময়জীবকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়াছে। সেই অবস্থায় জীব সর্বদা শোক করিয়া থাকেন। কদাচিৎ ভাগ্যোদয়ে সাধুপ্রসঙ্গে তাঁহার মায়াবদ্ধ দূর হয়।

মুক্তবদ্ধদশাভেদাচ্চৈতন্যস্য দশাদ্বয়ম্।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।।
অত্যন্ত দুঃখহানৌ স চিৎসুখাপ্তি-র্ন সংশয়ঃ।।

মুক্ত-বদ্ধ দশা-ভেদে জীবের দ্বিবিধ অবস্থা। অন্যথারূপ অর্থাৎ বিরূপ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতির নাম—মুক্তি। মুক্তিতে যে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি

ও চিদানন্দ-প্রাপ্তি ঘটে, ইহাতে সন্দেহ নাই।)

শ্বেতাশ্বতরে (৪।৭ মন্ত্র) ঃ—

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।

জীব যখন স্বীয় সেবনীয় বস্তু পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন বিগতশোক হইয়া নিজ কৃষ্ণদাস্যরূপ মহিমাকে লাভ করেন। মুক্ত-বদ্ধ-দশাভেদে জীবের দুই দশা। মুক্তজীবগণ দুই প্রকার অর্থাৎ নিত্যমুক্ত ও মায়ামুক্ত। নিত্যমুক্তগণ কখনই মায়াবদ্ধ হ'ন নাই। মায়ামুক্তগণ মায়াপ্রবেশর পর সৎসঙ্গে মায়ামুক্ত হইয়া চিদ্বিলাসে প্রবিষ্ট হ'ন। মুক্তির স্বরূপ কি, ইহা এখন বিবেচ্য। কেহ কেহ বলেন যে, (১) জীবের অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির নাম—মুক্তি। কেহ কেহ বলেন যে, (২) ব্রহ্মসাযুজ্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্যের নাম—মুক্তি। কিন্তু যাঁহারা সর্বজ্ঞ, তাঁহাদের মতে (ভাগবত ২।১০।৬)ঃ—

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।

জীব চিৎস্বরূপ—শুদ্ধ কৃষ্ণদাস। অবিদ্যা-প্রবেশ তাঁহার পক্ষে বৈরূপ্য। তাহা পরিত্যাগ পূর্বক স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম—মুক্তি। স্বরূপ—ব্যবস্থিতি-জ্ঞান নিতান্ত অস্ফুট হইলে সাযুজ্যভাব এবং পূর্ণরূপে স্ফুট হইলে শুদ্ধকৃষ্ণদাস্যপ্রাপ্তি। কেবল দুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি বলা যায় না, দুঃখনিবৃত্তি হইয়া চিৎসুখপ্রাপ্তি হইলে মুক্তি লক্ষণ হয়। মুক্তি-লক্ষণ ছান্দোগ্যে (৮।১২।৩ ব্রাহ্মণে) কথিত হইয়াছে। যথা,—

এবমেবৈষ সম্প্রসদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ।।

এই জীব মুক্তিলাভপূর্বক এই স্থূল সূক্ষ্মশরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময়জ্যোতিসম্পন্ন নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হ'ন। তিনিই উত্তম পুরুষ। তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ-সম্ভোগাদিতে মগ্ন হ'ন। বেদমতে এই প্রকার মুক্তিই চরমমুক্তি। জীব মুক্ত হইলে যে আটটি অবস্থা লাভ করেন, তাহাও ছান্দোগ্যে (৮।৭।১ ও ৩ ব্রাহ্মণে) বলিয়াছেন, যথা,—

আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকোবিজিঘৎসোঽ

পিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ।

'আত্মা'—অপহত-পাপ অর্থাৎ মায়ার অবিদ্যাদি-পাপবৃত্তি সম্বন্ধশূন্য। 'বিজর'-শব্দে জরাধর্মরহিত অর্থাৎ নিত্যনূতন। 'বিমৃত্যু'-শব্দে আর পতন হয় না। 'বিশোক'-শব্দে সম্পূর্ণ শান্ত অর্থাৎ আশা-শোক দুঃখ ইত্যাদি হইতে রহিত! 'বিজিঘিৎস'-শব্দে ভোগবাসনারহিত। 'অ-পিপাস'-শব্দে অন্যাভিলাষশূন্য, কেবল প্রিয়তমের সেবা ব্যতীত আর কিছুই চান না। 'সত্যকাম'-শব্দে কৃষ্ণসেবোপযুক্ত যে কামনা করেন, সে কামনা--মাত্রেই নির্দোষ। 'সত্যসঙ্কল্প' শব্দে যাহা বাসনা করেন, তাহা সিদ্ধ হয়। বদ্ধ জীবে

এই আটটী ধর্ম থাকে না। বদ্ধ ও মুক্ত জীবের এই প্রভেদ সর্বশাস্ত্রে অন্বেষণ করিয়া জানিবে।

মুক্তি এরূপ উপাদেয় হইলে ও জীবের যে চরমপ্রাপ্তি অর্থাৎ সেবাসুখ, তাহারই প্রাপিকা মাত্র। অতএব অবান্তর ফলসা করিলে মুখ্যফলে সহজেই দৃষ্টি থাকে না, এইজন্য মুক্তিস্পৃহাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নয়। প্রথম হইতেই যাঁহাদের মুক্তি আশা হৃদয়ে থাকে, তাঁহারা নিত্য-রসরূপ ভক্তিরসে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। যতই জ্ঞান বা কর্ম অবলম্বন করুন, ভক্তিযোগে কৃষ্ণকৃপা লাভ না করিলে মুক্তি হয় না। ভাগবতে বর্ণিত দশটী পদার্থের মধ্যে মুক্তি নবম ও আশ্রয়সুখ দশম পদার্থ।

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ।। (ভাব্যর্থদীপিকা ১০।১)

(দশম-স্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি।)

যাঁহাদের আশ্রয়সুখ হৃদয়ে উদিতহয়, তাঁহাদের করকবলে মুক্তি পর্যন্ত নয়টি পদার্থজ্ঞান সর্বদা থাকে। এই তত্ত্বটী স্পষ্ট করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ ২২শ ২৬,২৯)—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
সকর্ম করিতে সেই রৌরবে পড়ি' মজে।।
জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।

কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিয়া কেহ মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না, এই জন্যই জ্ঞানমার্গিগণ কৃষ্ণভক্তির আভাসকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তির অধিকারীগণ মুক্তি প্রার্থনা করেন না, কিন্তু মুক্তি অতিশয় দীনভাবে তাঁহাদের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হন।

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবান্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্।
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।। (কৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

(হে ভগবান, তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তবে তোমার দিব্যকিশোর মূর্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হ'ন,তখন ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুবর্গ প্রার্থনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। কেননা স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলি পুটে দাসীর ন্যায় আমাদিগের সেবা করিতে থাকিবে। আর ধর্মার্থকামসকল যখন যেমন প্রয়োজন,

তখন সেইরূপভাবে তোমার চরণসেবার জন্য আমাদের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।)

ভক্তদিগের মুক্তি দুই প্রকার অর্থাৎ স্বরূপমুক্তি ও বস্তুমুক্তি। যাঁহারা ভজনবলে এই জড়জগতেই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন' তাঁহাদের দেহান্ত পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তি তাঁহাদিগের সেবা আরম্ভ করেন। দেহটা যদিও মায়ার অধিকারে বটে, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা সাক্ষাৎ চিদ্ধামে পরমানন্দে মগ্ন হ'ন; তাঁহাদের এ অবস্থায় স্বরূপমুক্তি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। দেহত্যাগ হইলেই কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের বস্তুমুক্তি হইবে।

অদ্বৈতমতবাদীগণ যে সাযুজ্যমুক্তির অন্বেষণ করেন, তাহা নিষ্ঠা-ভেদে দ্বিবিধ অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য। সে প্রকার মুক্তিতে জীবের স্বরূপাবস্থিতি হয় না। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে তাহার সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ

(তমঃ অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ সিদ্ধলোক। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন মায়াবাদীগণ ও ভগবৎকর্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন।)

"অহং ব্রহ্মাস্মি", তত্ত্বমসি" ইত্যাদি ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা মায়া হইতে পৃথক্ হইয়াও জ্ঞানী ও যোগীদিগের স্বরূপাবস্থিতিরূপ পরমসদগতি লাভ হয় না।

নবম পরিচ্ছেদ

জীব জড় সমস্তই কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ অভেদ

(নির্বিশেষবাদীগণের বিদ্ধাদ্বৈত মতবাদ ও বৈষ্ণবাচার্যগণের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত— চারি সম্প্রদায়ের চারি প্রকার ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচার পরিণাম ও বিবর্তের সংজ্ঞা— শঙ্করাচার্যের বিবর্তবাদ-খণ্ডন ও ব্যাসদেবের শক্তি-পরিণামবাদ স্থাপন—উপনিষৎ ও গোস্বামীগ্রন্থ প্রমাণ চারি সম্প্রদায়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমন্বয়-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সংস্থাপন।)

বেদ ও বেদান্ত আলোচনাপূর্বক আচার্যগণ দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য কেবলাদ্বৈত মত প্রচার করেন। তাহাই এক প্রকার সিদ্ধান্ত। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, মনু প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচার্যগণ শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত।

ভক্তিসিদ্ধান্ত চারি প্রকার; তাহার বিবরণ এই —(১) শ্রীরামানুজাচার্য 'বিশিষ্টাদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন; (২) শ্রীমধ্বাচার্য 'শুদ্ধাদ্বৈত'মতে ভক্তি প্রচার করেন; (৩) শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য, 'দ্বৈতাদ্বৈত' মতে ভক্তি প্রচার করেন; (৪) শ্রীবিষ্ণুস্বামী 'শুদ্ধাদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন। চারিজনেই শুদ্ধভক্তির প্রচারক। (ক) রামানুজ-মতে চিৎ ও অচিৎ এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। (খ) মধ্ব-মতে জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু ঈশভক্তিই তাহার স্বভাব। (গ) নিম্বাদিত্য-মতে জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। (ঘ) বিষ্ণুস্বামী-মতে বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য-পৃথক্। এরূপ পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, ভগবানের নিত্যত্ব, জীবের নিত্যদাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সকলেই মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব। মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের বিজ্ঞান একটু একটু পৃথক্ থাকায় অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই বৈজ্ঞানিক অসম্পূর্ণতা দূর করতঃ বিজ্ঞান—শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই বিজ্ঞান এখন বিচারিত হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদি ৭ম ১২১-১২৬, ১৩৮,১৪০;মধ্য ৬ষ্ঠ ১৪৪, ১৫২),—

ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম'-বাদ।

'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি' তা'র উঠাইল বিবাধ।।
'পরিণাম'-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' 'বিবর্ত্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি।।
বস্তুতঃ 'পরিণাম'-বাদ সেই সে প্রমাণ।
' দেহে আত্ম-বুদ্ধি' হয় বিবর্ত্তের স্থান।।
অবিচিন্ত্যশক্তি-যুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্‌রূপে পায় পরিণাম।।
তথাপি অচিন্ত্য-শক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত-চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি।।
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে।।
বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধ-ঐশ্বর্য-পূর্ণ, পরতত্ত্বধাম।।
তাঁ'রে নির্বিশেষ কহি, চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্ধ-স্বরূপ না মানিলে, পূর্ণতা হয় হানি।।
অপাদান, করণ, অধিকরণ—কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন।।
ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার।

বেদব্যাস-কৃত ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদই উপদিষ্ট, বিবর্তবাদ উপদিষ্ট নয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য পরিণামবাদে ঈশ্বর বিকারী হ'ন, বলিয়া সূত্রার্থ পরিবর্তন করতঃ বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। পরিণাম ও বিবর্ত-শব্দদ্বয়ের অর্থ সদানন্দ-যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তাসার ৫৯ সংখ্যায় এইরূপ লিখিত আছে,—

সতত্ত্বতোঽন্যাথা বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ।।

কোন সত্যবস্তু অন্যরূপ গ্রহণ করিলে তাহাতে যে পৃথগ্ বস্তু-বুদ্ধি, তাহার নাম--পরিণাম। পরিণাম বিকার মাত্র। দৃষ্টান্ত যথা—দুগ্ধ হইতে দধি। অন্য বস্তু নাই, অথচ অন্য বস্তু বলিয়া তাহাতে যে ভ্রম, তাহাই বিবর্ত। দৃষ্টান্ত, যথা—রজ্জুতে সর্প-ভ্রম। এই তাৎপর্য লইয়া শাঙ্করীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই জীব ও জড়াত্মক জগৎ কখনই ঈশ্বরের পরিণাম হইতে পারে না। যদি পরিণাম মানা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের একটী বিকৃত অবস্থা বলিয়া মানিতে হয়। দুগ্ধ যেমন অম্লযোগে দধিরূপে বিকৃত হয়,

জগৎকে সেরূপ ঈশ্বরের বিকৃতি বলিতে হয়। অতএব পরিণামবাদ অগ্রাহ্য। সর্প নাই, তথাপি অজ্ঞানতাবশতঃ একটী রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয় ও সেই ভয় হইতে নানাপ্রকার ফলোৎপত্তি হয়। জগৎ সেইরূপ। জগৎ নাই, অথচ অজ্ঞানে যে জগৎকে বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে,তাহাই বিবর্ত। ইহা মানিলে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা বিবর্তবাদ স্থাপন হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে, বিবর্তবাদের স্থল নাই। জীব জড়দেহে যে আত্মবুদ্ধি করে, তাহাতে রজ্জুসর্পের উদাহরণ লগ্ন হয় এবং তাহাই বিবর্ত। কিন্তু জড়দেহ মিথ্যা নয়, অতএব ঈশ্বর বিবর্তভাবে জড়দেহ বা জড়জগৎ হইয়াছেন অথবা জীব স্বরূপ হইয়াছেন—এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত হেয়। ব্যাসসুত্রে পরিণাম স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণাম পরিত্যাগ করিলে সর্বজ্ঞ-ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিতে হয়। বস্তুতঃ দুগ্ধ যেরূপ দধিরূপে পরিণত হয়, ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি সেইরূপ ঈশ্বর-ইচ্ছায় জীব ও জড়রূপে পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বর বা ব্রহ্মের পরিণাম নাই, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির বিচিত্র প্রভাব-অনুসারে পরিণত কখনই ঈশ্বরকে বিকারী করিতে পারে না। যদিও প্রাকৃত-বস্তু অপ্রাকৃত-তত্ত্বের উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি তাহা কোন অংশে উদাহৃত হইয়া অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে স্পষ্ট করিতে পারে। এরূপ কথিত আছে যে, প্রাকৃত চিন্তামণি নানারত্নরাশি প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে। অপ্রাকৃত তত্ত্বে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সেইরূপ মনে করুন। অনন্ত জীবময় জৈবজগৎ এবং চতুর্দশ-লোকন্তর্গত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা ইচ্ছামাত্র সৃজন করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ বিকারশূন্য থাকেন। 'বিকারশূন্য'-শব্দদ্বারা এরূপ মনে করিবেন না যে, তিনি কেবল নির্বিশেষ। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম সর্বদা ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ। কেবল নির্বিশেষ বলিতে তাঁহার চিচ্ছক্তি স্বীকৃত হয় না। অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা তিনি নিত্য সবিশেষ ও নির্বিশেষ। কেবল নির্বিশেষ মানিলে অর্ধস্বরূপমাত্র মানা হয় এবং তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। সেই পরতত্ত্বে অপাদান, করণ ও অধিকরণরূপ তিনটী কারকত্ব বিশেষরূপে শ্রুতিগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে; যথা, (তৈত্তিরীয় ৩য় বল্লী ১ম অনুবাদকে),—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।

যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে,'—এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের অপাদনকারকত্ব সিদ্ধ হয়। যাঁহা কর্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে'—এই বাক্যদ্বারা করণ কারকত্ব লক্ষিত হয়। 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে'—এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণ দ্বারা 'পরতত্ত্ব'-বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ, অতএব ভগবান্ সর্বদা সবিশেষ। এরূপ ভগবান্ কখনই কেবল নিরাকার হইতে পারেন না। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপই তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত-

আকার।

শ্রীজীব গোস্বামী তদীয় 'ভগবৎ-সন্দর্ভ' -১৬শ সংখ্যায় ভগবৎ তত্ত্ববিচারে বলিয়াছেন যে,——

একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বদৈব স্বরূপতদ্রূপ-বৈভব-জীব, প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্যান্তরমণ্ডলস্থিততেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গত তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবি-রূপেণ।

পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্যমণ্ডলস্থ তেজঃ, সূর্য-মণ্ডল, তাহার বহির্গতরশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন, এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণস্থল। সচ্চিদানন্দমাত্র-বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ। চিন্ময়, ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য উপকরণই স্বরূপবৈভব। নিত্যমুক্ত,নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই জীব। মায়া, প্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই 'প্রধান'-শব্দ-বাচ্য। এই চতুর্দ্ধা-প্রকাশ নিত্য-পরমতত্ত্বের একত্ব প্রতিপাদক। পরমতত্ত্বে নিত্যবিরুদ্ধব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? উত্তর এই যে, জীববুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব, কেননা জীববুদ্ধি সীমাবিশিষ্ট। পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়।

শ্রীজীব গোস্বামী এই মতকে 'সর্বসম্বাদিনী',-গ্রন্থে অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্বার্ক-মতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত মত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণবজগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্ব-মতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিযাছেন। পূর্ব বৈষ্ণবাচার্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিকভেদে সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎপরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় সর্বজ্ঞতা-বলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করতঃ শ্রীমধ্বের সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ,' শ্রীরামানুজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত——তদীয়-সর্বস্বত্ব' এবং নিম্বার্কের 'নিত্যদ্বৈতাদ্বৈতসিধান্ত'কে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-আত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটী মাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাঁহার নাম হইবে–'শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়', আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্মসম্প্রদায়ে পর্যবসান লাভ করিবে।

অতএব কারিকা—

সর্বত্র শ্রুতিবাক্যেষু তত্ত্বমেকং বিনিশ্চিতম্।
নাবিদ্যাকল্পিতং বিশ্বং ন জীবনির্মিতং কিল।।
অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ।
সতত্ত্বে বিশ্ব এতস্মিন বিবর্তো ন প্রবর্ততো।।
অচিন্ত্যশক্তিযুক্তস্য পরেশস্যেক্ষণাৎ কিল।
মায়ানাম্ন্যাপরা শক্তিঃ সূয়তে সচারাচরম্।।
ভেদাভেদাত্মকং বিশ্বং সত্যং কিন্তু বিনশ্বরম্।
ন তত্র জীবজাতানাং নিত্যসম্বন্ধ এব চ।।
ন ব্রহ্মপরিণামো বৈ শক্তেঃ পরিণতিঃ কিল।
স্থূললিঙ্গাত্মকং বিশ্বং ভোগায়তনমাত্মনঃ।।

সমস্ত শ্রুতিবাক্য আলোচনা করিয়া দেখিলে, একটী সনাতন-তত্ত্ব জানা যায়। তাহা এই যে, এই বিশ্ব সত্য অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা বস্তু নয়। ইহা পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা হইতেই হইয়াছে, জীবনির্মিত নয়। মিথ্যা-বস্তুতে সত্যজ্ঞান করার নাম 'বিবর্ত'। এই বিশ্ব নশ্বর হইলেও সত্য, অচিন্ত্যশক্তিমান্ ঈশ্বরের ঈক্ষণ অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই হইয়াছে, ইহাতে বিবর্তের স্থল নাই। পরমেশ্বরের মায়ানাম্নী অপরাশক্তি তদিচ্ছাক্রমে এই স্থাবর-জঙ্গমময় জড়জগৎকে প্রসব করিয়াছে। বিশ্ব সমস্তই অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক। বিশ্ব সত্য হইলেও নিত্য সত্য নয়। 'নিত্যো নিত্যানাং' (কঠ ২।২৩ ও শ্বেঃ ৬।১০) এই শ্রুতিতে ইহা প্রতিপন্ন হয়। কেবল-ভেদ বা কেবল-অভেদবাদ তথা শুদ্ধাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এ সকলই শ্রুতিশাস্ত্রের একদেশসম্মত, অন্যদেশবিরুদ্ধ; কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদমত বেদের সর্বদেশ সম্মত সিদ্ধান্ত জীবের স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার আস্পদ এবং সাধুযুক্তিসম্মত। এই জড়জগতে জীবের নিত্য সম্বন্ধ নাই। জগৎ পরব্রহ্মের শক্তি-পরিণাম, বস্তু-পরিণাম নয়। এই স্থূল লিঙ্গাত্মক বিশ্ব জীবের ভোগায়তন মাত্র।

দশম পরিচ্ছেদ

শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন

(শুদ্ধভক্তির স্বরূপ—সাধনভক্তি—বৈধী ও রাগানুগা—শ্রদ্ধা শব্দের সংজ্ঞা—ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা—জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যাঙ্গ—ভাগবতোক্ত নবধা ভক্তি—অচ্যুত-ভাব-বর্জিত নৈষ্কর্মের অকর্ম্মণ্যতা—যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য—রাগাত্মিকা ও রাগানুগা ভক্তি—গুরু-গৌরাঙ্গের আনুগত্যে যুগলভজন—দশবিধ নামাপরাধ বর্জন—সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকীর্তনই শুদ্ধ হরিভজন।)

শুদ্ধভক্তির স্বরূপ, অধিকার, প্রকার ও অঙ্গাদি বিচারক্রমে জীবের সাধনতত্ত্ব বিচারিত হইবে। শুদ্ধভক্তির স্বরূপ, যথা—শ্রীরূপ-গোস্বামীপাদোক্তি (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ১।১১)—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদ ১৬৭),—

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম।
আনুকূল্যে, সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।।

সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা আনুকূল্যভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনের নাম কৃষ্ণভক্তি। ভক্তির উন্নতিবাঞ্ছা ব্যতীত সমস্ত বাঞ্ছারহিত ভাবে এবং অন্য দেবাদিতে পৃথগীশ্বর বুদ্ধিতে পূজা না করিয়া কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতার সহিত জ্ঞান ও কর্ম পরিত্যাগপূর্বক যে আনুকূল্যে, সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই শুদ্ধভক্তি। কৃষ্ণের প্রতি রোচমানা প্রবৃত্তির নাম আনুকূল্য। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অনুশীলন জ্ঞান ও যোগমার্গেই সম্ভব; অতএব তাহা ভক্তি নয়। জ্ঞান বলিতে এস্থলে সাংখ্যজ্ঞান ও নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। জীব, জড় ও ভগবান্—ইহাদের তত্ত্বজ্ঞান ও সম্বন্ধজ্ঞান স্বরূপসিদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা ভক্ত্যানুশীলনের অন্তর্গত। 'কর্ম'-শব্দে স্মার্তদিগের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, প্রায়শ্চিত্তাদি ভগবদ্বহির্মুখকর্ম। কৃষ্ণ-পরিচর্যাদি কর্মপ্রায় হইলেও সেবানিষ্ঠা লক্ষণদ্বারা কর্ম বলিয়া অভিহিত হয় না, ভক্তি-নামেই পরিচিত। ভক্তির পূর্বে যে বৈরাগ্য হয়, তাহাও কর্মবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জীবের যে অহৈতুকী অব্যবহিতা আত্মবৃত্তি, তাহাই ভক্তিলক্ষণে লক্ষিত হয়। ভক্তির সাধনাবস্থায় চারিটি ক্রিয়ালক্ষণ ও সাধ্য অবস্থায়

দুইটী ক্রিয়ালক্ষণ। (১) অবিদ্যা (পাপবীজ), পাপবাসনা ও পাপ তথা অবিদ্যা (পুণ্যবীজ), পুণ্যবাসনা ও পুণ্য—এই সকল ক্লেশনাশই সাধন-ভক্তির প্রথম লক্ষণ। (২) জগৎপ্রীণন, জগতের অনুরক্তা, সমস্ত সদ্‌গুণ ও শুদ্ধ-সুখ প্রদান করাই দ্বিতীয় লক্ষণ। (৩) মোক্ষকে তুচ্ছ করিয়া দেওয়া সাধন ভক্তির তৃতীয় লক্ষণ। (৪) ফলভুক্তিতে গাঢ় আসক্তি-রহিত হইয়া সাধন-ভক্তির অঙ্গসকল চিরকাল অনুষ্ঠান করিলেও (সাধ্য প্রেম) ভক্তি লাভ হয় না, এই সুদুর্লভতাই সাধনভক্তির চতুর্থ লক্ষণ। (ক) সান্দ্রানন্দ বিশেষ-স্বরূপতা ও (খ) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণীত্বই সাধ্য ভক্তির নিত্য লক্ষণদ্বয়।

" ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সান্দ্রান্দ-বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা।।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ১।১৭)

সাধ্য-ভক্তিতেও পূর্বে চারিটী লক্ষণ যথাযথ লক্ষিত হয়। সাধ্যভক্তির প্রথমাবস্থাই ভাবভক্তি; তাহাতে প্রথম চারিটী লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে থাকে। সাধ্যভক্তির চরমাবস্থাই প্রেম। অতএব ভক্তির সাধনাবস্থায়—সাধনভক্তি এবং সাধ্যাবস্থায়—ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। কেবল যুক্তি ভক্তিতত্ত্বকে অবরোধ করিতে পারে না। যুক্তি স্বল্পরুচির অনুগত হইলেই ভক্তিতত্ত্ব স্পষ্ট করিতে পারে।

এ প্রবন্ধেকেবল সাধন-ভক্তির আলোচনা হইবে—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ২।২)

সাধনভক্তির লক্ষণ এই যে, সাধ্যভাবরূপা শুদ্ধা ভক্তি যেস্থলে ইন্দ্রিয়-প্রেরণাদ্বারা সাধ্যা হইতে থাকেন, তখন তাঁহার নাম 'সাধনভক্তি'। সাধ্যভাব নিত্যসিদ্ধ বটে, কিন্তু যদ্দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে প্রকট করা যায়, তাহারই নাম সাধন। মূল-তত্ত্ব এই যে, যে কোন যোগ্য ও স্বমনোঽনুকূল উপায় অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিতে পারা যায়, সেই উপায়কেই সাধনভক্তি বা উপায়ভক্তি বলা যায়। সেই সাধনভক্তি দুইপ্রকার—' বৈধী' ও 'রাগানুগা'।

বৈধী ভক্তির লক্ষণ এই যে, যেস্থলে কৃষ্ণে স্বাভাবিক রাগ ও রুচিদ্বারা প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল শাস্ত্রশাসনের দ্বারা কৃষ্ণ ভক্তিতে জীব প্রবৃত্ত হয়, সেই স্থলে যে সাধন-ভক্তি, তাহাকে ' বৈধী ভক্তি বলে। এই বৈধীভক্তি-বিধি ব্রাহ্মাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—সকলেরই পক্ষে নিত্যকৃত্য বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে। অতএব নারদ-পঞ্চরাত্রে (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ২।৮ পঞ্চরাত্রবাক্যম্),——

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তি পরা ভবেৎ।।

হে সুরর্ষে! শ্রীহরির উদ্দেশে যে-সমস্ত ক্রিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহাকেই সাধনভক্তি বা উপায় ভক্তি বলে; তাহা দ্বারা পরা ভক্তি বা সাধ্যভক্তি বা উপেয়-ভক্তি লাভ হয়।

এই বৈধভক্তির তিন প্রকার অধিকারী; যথা (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২২।৬৪),—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি -অধিকারী।
'উত্তম' 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ' শ্রদ্ধা-অনুসারী।।

'শ্রদ্ধা'-শব্দের অর্থ যথা (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২২।৬২),—

'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।।

কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত জীবের অন্য উপায় নাই, জ্ঞান-কর্মাদি চেষ্টা ভক্তিশূন্য হইলে বিফল,—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত যে ভক্ত্যুন্মুখী-চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যাঁহাতে কিঞ্চিদ্দৃঢ়, তিনি ভক্তির মধ্যমাধিকারী। দৃঢ়তা নাই, অথচ বিশ্বাস-প্রায় আছে অথচ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকেও ভয় হয়—এরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার, তিনি ভক্তির কনিষ্ঠাধিকারী। কনিষ্ঠাধিকারী দুইপ্রকার অর্থাৎ কর্ম জ্ঞানাধিকারমিশ্র ও কর্মজ্ঞানাধিকার-শূন্য। কর্মজ্ঞানাধিকার-শূন্য কনিষ্ঠাধিকারী সাধুসঙ্গে উত্তম হইবেন। কর্মজ্ঞানাধিকার-মিশ্র কনিষ্ঠাধিকারীগণ বিশেষ কষ্টে ও অত্যন্ত প্রবল সাধুকৃপায় উন্নত হইতে পারেন। তৎসম্বন্ধে শ্রীরূপ বলিয়াছেন (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)—

মৃদুশ্রদ্ধস্য কথিত স্বল্পা কর্মাধিকারিত। (পূর্ব বিঃ ২।১৮৬)

(মৃদু-শ্রদ্ধ অর্থাৎ যাঁহার স্বল্পমাত্র শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাঁহার কর্মাধিকারীতাও অল্প অর্থাৎ কর্মকাণ্ডেও তাঁহার অধিক অধিকার সঙ্কুচিত হইয়াছে।)

ইহাঁরাই বর্ণাশ্রমদ্বারা ও কর্মার্পণদ্বারা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের ভক্তি 'ভক্তি' নয়, ভক্ত্যাভাস। তাঁহাদের উচ্চারিত হরিনাম ছায়ানামাভাস। যদি অন্যাভিলাষিতা থাকে, তবে প্রতিবিম্বনামাভাস হয় এবং তাঁহাদিগকে কর্মী বলা যায় বা জ্ঞানী বলা যায়, ভক্ত বলা যায় না। অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্মার্পণকারী কনিষ্ঠ-ভক্তগণ বৈষ্ণব-প্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস। রামানন্দ মিলনে—রামানন্দ যখন সাধন-নির্ণয় করেন, তখন মহাপ্রভু যে পর্যন্ত "এহ বাহ্য, আগে কহ আর" এইরূপ উত্তর দেন, ততদূর মৃদু-শ্রদ্ধাদিগের ধর্ম বলিয়া জানিতে হইবে। পরে যখন "এহ হয়, আগে কহ আর" এই কথা কহিলেন, তখনই শুদ্ধভক্তির পরিচয় হইল। অতএব দৃঢ়-শ্রদ্ধ ভক্ত্যধিকারীর লক্ষণ এইরূপ। (ভাগবত ১০।১৪।৩),—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব

জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈ-স্ত্রিলোক্যাম্।।

হে ভগবন্, কর্মমার্গের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগপূর্বক যাঁহারা ভক্ত্যনূকুল স্থানে স্থিত হইয়া সাধুগণের মুখনিঃসৃত শ্রবণপথগত আপনার লীলাকথাকে নমস্কার পূর্বক জীবননির্বাহ করেন, হে অজিত, প্রায়ই তাঁহাদিগের কর্তৃক ত্রিলোকের মধ্যে আপনি জিত (প্রাপ্ত) হইয়া থাকেন। (ইহার তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু লাভের চেষ্টার নাম আরোহবাদ বা অশ্রৌততর্কপন্থা। হে অবাঙ্ মনোগোচর অজিত কৃষ্ণ, যাঁহারা এই নশ্বর ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য অসদ্ বিষয়ের অভিজ্ঞানসম্বল তর্কপন্থা পরিত্যাগ করিয়া ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষচতুষ্টয়রহিত বাস্তববস্তুবিচারে সম্যক্ অভিজ্ঞ সাধুর শ্রীমুখে--"আমি শ্রবণযোগ্য হেতু শ্রদ্ধাপূর্বক কীর্তন শ্রবণ করিব"—এইরূপ সেবা বুদ্ধিলইয়া এবং কায়মনোবাক্যে সমুদয় অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া তোমার কলিকলুষনাশিনী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ-কীর্তনে জীবনযাপন করেন, তাঁহারা ত্রিভুবনে যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমে অবস্থিত থাকুন না কেন, তুমি যে এতাদৃশ দুর্জ্ঞেয়—অজ্ঞেয়, তথাপি তোমাকে সুষ্ঠুভাবে জ্ঞাত হইয়া প্রেমভক্তি দ্বারা বশীভূত করিতে সমর্থ হন।)

অনেক ভক্তি-বাসনারূপ সুকৃতিবলে জীব ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা লাভ করেন। তাহা লাভ করিলে জড়বিষয়ে জীবন-নির্বাহমাত্র-চেষ্টারূপে অন্যভক্তি উদিত হয়; কিন্তু বৈরাগ্য হয় না।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ২।১৬)

ভুক্তি ও মুক্তির স্পৃহা-পিশাচী যে পর্যন্ত হৃদয়ে থাকে, সে পর্যন্ত শুদ্ধভক্তির অভ্যুদয় হইতে পারে না। তন্মধ্যে মুক্তিবাঞ্ছা অত্যন্ত বিরোধী। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য— ইহাদের মধ্যে সাযুজ্য মুক্তি ভক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ। তথাপি কৃষ্ণ ভক্তগণ সালোক্যাদি কোনপ্রকার মুক্তিবাঞ্ছা করেন না। যথা শ্রীভাগবত (৩।২৯।১৩),—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।

বর্ণাশ্রমধর্মের ন্যায় সাধন ভক্তি ভক্তিবিশেষের অধিকার বলিয়া কথিত হয় নাই। মানবমাত্রেই জাত - শ্রদ্ধ হইলে ভক্তির অধিকারী হন। ভক্তির অধিকারীর কর্মাধিকার নাই। ভক্তি-অধিকারীর বিকর্মে রুচি হয় না। তবে যদি বিকর্ম দৈবাৎ উপিস্থিত হয়,

তাহা ভক্তি প্রভাবেই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষা থাকে না। যথা শ্রীভাগবত (১১।৫।৪২)—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ভক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধ নোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।।

অধিকারবিচারই সকলগুণের হেতু অনধিকার কার্যেই সমস্ত দোষ। যথা শ্রীভাগবত (১১।২১।২),—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।
বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ।।

এই সকল নিষ্ঠার সহিত বৈধী ভক্তি আচরণ করাই শাস্ত্রের আদেশ। সাধনভক্তির অঙ্গসকল অনেক, কিন্তু সংক্ষেপে বলিলে চৌষট্টি অঙ্গ হয়, যথা (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ ১১২-১২৬)—

সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়, কৃষ্ণদীক্ষা ও শিক্ষা, গুরুসেবা, সাধুপথাবলম্বন, সদ্ধর্ম-জিজ্ঞাসা, কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ, ভক্তিতীর্থে বাস, জীবননির্বাহ-উপযোগী সংগ্রহ, হরিবাসর-সম্মান, ধাত্রী-অশ্বত্থাদির গৌরব—এই দশটি অঙ্গ অন্বয়ভাবে প্রারম্ভ মাত্র। বহির্মুখ সঙ্গ ত্যাগ, অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্য না করা, বহ্বারম্ভ পরিত্যাগ, ভক্তিশূন্যগ্রন্থ পাঠ ও ভক্তিশাস্ত্রের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদবর্জন, ব্যবহারে অকার্পণ্য শোকাদির বশবর্তী না হওয়া অন্য দেবাবজ্ঞা পরিত্যাগ, নিজকার্য দ্বারা অন্য জীবের উদ্বেগ দান না করা, সেবা ও নামাপরাধবর্জন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের নিন্দাশ্রবণত্যাগ, —এই দশটী অঙ্গ ব্যতিরেকভাবে সাধন করিবে। গুর্বাশ্রয়, দীক্ষা-শিক্ষা ও গুরুসেবা—এই তিনটী অঙ্গ ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। বৈষ্ণব-চিহ্নধারণ, হরিনামাক্ষর ধারণ, নির্মাল্যাদি গ্রহণ, কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, দন্ডবন্নতি, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, ভগবৎ স্থানে গমন, পরিক্রমা, অর্চন, পরিচর্যা, গীত, সংকীর্তন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠ, নৈবেদ্যাস্বাদন, পাদ্যাস্বাদন, ধূপমাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, শ্রীমূর্তির স্পর্শন, ঈক্ষণ, আরাত্রিক, উৎসবাদি দর্শন, কৃপাদৃষ্টি গ্রহণ ও প্রিয়বস্তুর উপহার কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, সর্বদা শরণাপত্তি, তদীয় তুলসী, ভাগবৎ মথুরা ও বৈষ্ণবসেবা, যথাসাধ্য সদগোষ্ঠীর সহিত মহোৎসব, কার্তিক ব্রত, জন্মদিনাদির যাত্রা,--শ্রীমূর্তিসেবা, রসিকদিগের সহিত ভাগবতার্থ-আস্বাদন, স্বজাতীয় আশ্রয়স্নিগ্ধ, আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্তন ও মথুরাবাস। শেষ পাঁচটী অঙ্গের স্বল্পসম্বন্ধ হইলেও ভাবভক্তি উদয় হয়। এই সকল অঙ্গ মধ্যে কতকগুলি কায়সম্বন্ধীয় কতকগুলি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় ও কতকগুলি অন্তঃকরণসম্বন্ধীয় উপাসনা। মূলতত্ত্ব এই যে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনকে কৃষ্ণভক্তির বশীভূত করার উপায়কে বৈধী সাধনভক্তি বলা যায়। কেহ কেহ এক অঙ্গ সাধনেই সিদ্ধ হন। কেহ কেহ বহু অঙ্গ সাধন করেন। শাস্ত্রে এই

সকল অঙ্গসাধনের যে ভোগ মোক্ষাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল উল্লিখিত হইয়াছে, সে কেবল বহির্মুখ লোককে প্রলোভন দেখাইয়া প্রবৃত্ত করিবার জন্য। বস্তুতঃ সাধন ভক্তি সকল অঙ্গেরই মুখ্য ফল এক অর্থাৎ চিদ্বিষয়িণী রতি।

অঙ্গসকল চৌষট্টি ভাগে বিভক্ত হইলেও সরূপতঃ তাহারা নয় অঙ্গ মাত্র; যথা শ্রীভাগবত (৭।৫।২২-২৪)—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।
ইতিপুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।

যথা (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২২শ ১১৮)—

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।।

(যিনি স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণপূর্বক ব্যবধান (জ্ঞান, কর্ম, যোগ প্রভৃতি) রহিত হইয়া এই নবলক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তিনি উত্তমরূপে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিযাছেন অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রানুশীলন সার্থক হইয়াছে।)

ভক্তিবিজ্ঞ পুরুষেরা কর্মকে কোন অবস্থায় ভক্তির অঙ্গ বলেন না। কর্মের কর্মত্ব নাশ অর্থাৎ ভক্তিত্বের স্বরূপ ও ভক্তিনামপ্রাপ্তি না হইলে তাহা 'ভক্তি' বলিয়া পরিগণিত হয় না। কর্মের স্বরূপ পরিবর্তন হইবার পূর্বে তিনটি অবস্থা হয় অর্থাৎ নিষ্কাম-অবস্থা, কর্মার্পণাবস্থা ও কর্মযোগাবস্থা ঐ তিন অবস্থা অতিক্রম করিলে কর্মের স্বরূপ পরিবর্তন হইয়া পরিচর্যারূপা ভক্তি হইয়া পড়ে; অতএব শ্রীভাগবতে (১১।২০।৯),—

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।

কর্ম নির্বেদ হইলে কর্মের স্বরূপ পরিবর্তন হইয়া জ্ঞানস্বরূপ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণকথায় যখন শ্রদ্ধা হয়, তখন কর্মের স্বরূপ পরিবর্তন হইয়া ভক্তির স্বরূপ উদয় হয়। নিষ্কাম ও ভগবদর্পিত কর্মের বিষয়ে শ্রীনারদ বলিয়াছেন (ভাগবত ১।৫।১২),—

নৈষ্কর্ম্যপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পি তং কর্ম যদপ্যকারণম্।।

অচ্যুতভক্তিবর্জিত নৈষ্কর্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞানও যখন সুন্দর হয় না, তখন স্বাভাবিক অভদ্র যে কর্ম, তাহা নিষ্কাম হইলেও ঈশ্বরার্পিত না হওয়া পর্যন্ত কিরূপে শোভা পাইবে? ঈশ্বরার্পিত-কর্ম ভক্তি-স্বরূপে যেরূপে পর্যবসান লাভ করে, তাহাও শ্রীনারদ গোস্বামী বলিয়াছেন, ভাগবত (১।৫।৩৩-৩৬)—

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্।।
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে।।
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎ -পরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্।।
কুর্বাণা যত্র কর্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াঽসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ।।

যাহাদ্বারা মানবগণের রোগ উৎপত্তি হয়, তাহা রোগ নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিলে রোগ কখনই ভাল হয় না। কর্মকাণ্ড সমস্তই জীবের সংসাররোগের হেতু; তাহা নিষ্কামভাবেই হউক্ বা ঈশ্বরার্পণভাবেই হউক্ কখনই সংসারক্ষয়রূপ ফল উৎপন্ন করিবে না। কর্মকে কেবল জীবনযাত্রানির্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া, পরে অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপে কল্পিত করিতে পারিলে, কর্মস্বরূপ বিনাশের সম্ভাবনা হয়। ভগবৎ-পরিতোষণোপযোগী কর্মমাত্র স্বীকার করিলে এবং ভক্তির অধীন সম্বন্ধ-জ্ঞানকে স্বীকার করিলে সকল কর্মই ভক্তিযোগ হইয়া পড়ে। সেই ভক্তিযোগগত কৃষ্ণসংসারাশ্রিত কর্মসকল করিয়া ভগবৎ-শিক্ষাক্রমে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের গুণ-নামাদি স্মরণ ও গান করাই সর্বশাস্ত্রের অভিধেয়।

জ্ঞান-বৈরাগ্য যদিও ভক্তিপ্রবেশের ঈষৎ উপযোগী বটে, তথাপি তাহা ভক্তির অঙ্গ নয়। তাহারা প্রবল হইয়া চিত্তকে কঠিন করিলে সুকুমারস্বভাবা ভক্তি সুখ পান না, অতএব সম্বন্ধতত্ত্বাববোধরূপা ভক্তি-আলোচনাই ভক্তির একমাত্র হেতু। অনাসক্তভাবে অনুকূলরূপে কৃষ্ণসম্বন্ধ করিয়া যথাযোগ্য বিষয় সকল ভোগ করিলেই যুক্তবৈরাগ্য হয়। যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১২৫)ঃ—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।

তাহাই সাধকভক্তের কর্তব্য। কর্ম, আধ্যাত্মিক, জ্ঞান ও ফল্গুবৈরাগ্য ভক্তিতত্ত্বের কখনই অঙ্গ হয় না। সে সমস্তই বিরোধ। ধন ও শিষ্যাদির জন্য যে ভক্তি প্রকাশ করা যায়, তাহা ভক্তি হইতে দূরগত শুদ্ধভক্তির বিরোধ-পরিচয়। বিবেকাদি ভক্ত্যাধিকারীর গুণ বটে, ভক্তির অঙ্গ নয়। যম, নিয়ম, অহিংসা, শৌচাদি সচ্চরিত্রতা স্বয়ং ভক্ত-অঙ্গ-আশ্রয়ে শোভা পায়, অতএব তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২।১৪১)——

জ্ঞানা-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'।

অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ।।

এই পর্যন্ত বৈধী ভক্তির বিচার। এখন রাগানুগা সাধনভক্তির বিষয় আলোচিত হইবে।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।

তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা।। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১০৪ শ্লোক)

ইষ্টবিষয়ে যে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা—তাহাই রাগ। তন্ময়ী যে কৃষ্ণ-ভক্তি তাহাই রাগাত্মিকা ভক্তি। সেই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতভাবই রাগানুগা ভক্তি। শাস্ত্রশাসনানুগা ভক্তি যেমন 'বৈধী'-নামে অভিহিতা, সেইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগামিনী যে ভক্তি,তাহাই 'রাগানুগা'-নাম পাইয়া থাকে। ইহারা কেহই সাধ্যভক্তি ন'ন,—উভয়েই সাধনভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তি দ্বিবিধা অর্থাৎ কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা; ব্রজবাসী ও পুরবাসী জনগণের রাগাত্মিকা ভক্তি প্রসিদ্ধা। তাঁহাদিগের ভক্তিভাব লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা লুব্ধ হ'ন, তাঁহারাই রাগানুগা সাধনভক্তির অধিকারী। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধী ভক্তির অধিকার প্রদান করে, সেইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তজনের ভাবে যে লোভ, তাহাই রাগানুগা ভক্তির অধিকার দেয়। যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তি-লহরীতে ১১৮,১৫০-১৫১ শ্লোক)

তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্য-শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।

নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্।

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।

তত্তৎকথা রতশ্চাসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।।

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।

তদ্ভাবলিপ্সু না কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।।

ইহাতে শাস্ত্র বা যুক্তি তল্লোভোৎপত্তির লক্ষণ নয়। কেবল সেই সেই ভাবমাধুর্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে মগ্ন হইতে বুদ্ধি যাহা অপেক্ষা করে, তাহা কেবল বিশুদ্ধ-লোভ বই আর কিছুই নয়। কৃষ্ণস্মৃতি ও নিজবাঞ্ছিত কৃষ্ণপ্রিয়জনের স্মৃতির সহিত ও কৃষ্ণ লীলা-কথায় রতিপূর্বক সর্বদা ব্রজে বাস এবং সাধকরূপে ও সিদ্ধরূপে বাঞ্ছিত ভাবের লালসায় ব্রজলোকের সেবানুসরণের দ্বারা কৃষ্ণ সেবা করিবে—ইহাই ব্রজরাগানুগ ভক্তের পরিপাটী সাধনপ্রণালী। বৈধভক্তি-বিষয়ে যে কীর্তনাদি অঙ্গসকল কথিত হইয়াছে, সেই সকল অঙ্গের মধ্যে এইরূপ সেবার যোগ্য যে সকল অঙ্গ হয়, সেই সমস্তই রাগানুগ সাধকদেহে স্বীকার্য। যাঁহারা দাস্যরসলুব্ধ তাঁহারা পত্রকাদির, যাঁহারা সখ্যরসলুব্ধ তাঁহারা সুবলাদির, যাঁহারা বাৎসল্যরসলুব্ধ তাঁহারা নন্দযশোদাদির, যাঁহারা মধুররসে লুব্ধ তাঁহারা ব্রজগোপীদিগের ভাব ও চেষ্টার মুদ্রাসকল অনুসরণ করিয়া

থাকেন।

রাগাত্মিকা ভক্তি—কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা ভেদে দ্বিবিধ। রাগানুগাও তদনুসারে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কামানুগাই প্রধানা ও বলবতী। কামানুগা আবার সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তদ্ভাবেচ্ছাময়ীরূপে দ্বিবিধা। সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভক্তি কেলিতাৎপর্যবতী। তদ্ভাবেচ্ছাময়ী ভক্তি কেবল ব্রজদেবীর ভাবমাধুর্যকামিতা মাত্র। কৃষ্ণে পিতৃত্বাদি সম্বন্ধমনন ও আরোপময়ী যে ভক্তি, তাহাই সম্বন্ধানুগা। পূর্বে মহিষী-ভাবানুগা ভক্তিই মধূররসে সম্বন্ধানুগা। ব্রজে ঐ রসে কামানুগা ব্যতীত মধুর রতি নাই।

এখন জ্ঞাতব্য এই যে, শ্রীগৌরচন্দ্র জগজ্জীবকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তাহাতে সাধকের সহসা রাগানুগা হইতে বাসনা হয়। রাগমার্গে ভজনই তাঁহার অনুমোদিত। জীবের ভাগ্যক্রমে যদি গৌরাঙ্গকৃপা-পাত্রজনের সঙ্গলাভ হয়, তবে ব্রজবাসীর ভাবে অবশ্যই লোভ হইবে। যে পর্যন্ত সে প্রকার সাধুসঙ্গ না হয়, সে পর্যন্ত প্রায়ই সাধকগণ বৈধী ভক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। গৌরপাদাশ্রয় হইলেই রাগমার্গে প্রবেশ হয়। রাগমার্গ-লুব্ধ ব্যক্তির প্রথমে রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগা ভক্তিতে যে অধিকার, তাহা অতিশয় উচ্চ। ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইবামাত্র আর ইতর-রুচি থাকে না। পাপ পুণ্য, কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি হইতে সাধক সহসা সেই লোভ জন্মের সহিত পরিমুক্ত হ'ন। যথা (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পুঃ বিঃ প্রেমভক্তিলহরীতে ১১ শ্লোক),—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।
অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।

বৈধ-মার্গে আদৌ শ্রদ্ধা, পরে সাধুগুরুসঙ্গ, পরে ভজন হইতে অনর্থনিবৃত্তি। তদনন্তর নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিক্রমে ভাব হয়। তাহাতে ভাব চিরকাল সাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু লোভ জন্মিলে আর অন্য লোভ থাকে না বলিয়া সহজেই অনর্থনাশ হয়। ভাবও ঐ লোভের সঙ্গে সঙ্গেই উদিত হয়। রাগমার্গে কেবল আভাস ও কপটতাকে দূর করা আবশ্যক। তাহা থাকিলে বিষম-বিকার ও অনর্থ মাত্র ফল হয়; ভ্রষ্ট রাগকে রাগ মনে করে। অবশেষে বিষয়সঙ্গই প্রকারান্তরে বলবান্ হইয়া জীবের অধোগতি করিয়া দেয়।

শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত সাধক-পুরুষ শুদ্ধ-লোভ-ক্রমে রাগানুগা ভক্তিকেই অবলম্বন করেন।বৈধসাধনের মধ্যে সদ্‌গুরুপদাশ্রয় করিয়া শ্রীমূর্তিসেবা, বৈষ্ণব সঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রের

আদর, ভগবল্লীলাস্থলে বাস ও ভগবন্নামানুশীলনের সহিত স্বীয় সিদ্ধদেহে ব্রজবাসীর ভাব অনুসরণপূর্বক মানসে ভাবমার্গে কৃষ্ণসেবা করেন। তন্মধ্যে অতিশয় ভাগ্যবান্ জন সাধুসঙ্গের সহিত ভক্তিপ্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হরিনাম আশ্রয়পূর্বক ভাগবত-সেবায় নিযুক্ত হ'ন। নামাশ্রয়ে দীক্ষা, পুরশ্চর্যা-বিধির অপেক্ষা নাই। নামাভাস ও নামাপরাধ হইতে দূরে থাকিয়া ক্রমশঃ নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন। নিরন্তর নামালোচনা করিতে করিতে শ্রীবিগ্রহের কৃপাদৃষ্টি ভাবনার সহিত নাম ও রূপের নিরন্তর আলোচনা করেন। ক্রমশঃ শ্রীবিগ্রহের গুণগণ রূপও নাম যুগপৎ আলোচিত হয়। পরে স্বরূপগত লীলাভাবনার সহিত গুণ, রূপ ও নাম হইতে থাকে। লীলায় রসোদয় হয়। রসই চরম লাভ। কেবল নামানুশীলন-সময় হইতেই রসোন্মুখী ব্যাকুলতা থাকিলেই অতি অল্পদিনেই রসোদয় হয়।

নামাপরাধ দশটী; যথা পাদ্মে—

(১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃখ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্।
(২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিত করঃ।।
(৩) গুরোরবজ্ঞা (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং (৫) তথার্থবাদো (৬) হরিনাম্নিকল্পনম্।
(৭) নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।।
(৮) ধর্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্বশুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।
(৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেহপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।
(১০) শ্রুতেহপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহংমমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ।।

(১) শুদ্ধভক্তবিদ্বেষ ও নিন্দা। (২) অন্যদেবতাকে পৃথগীশ্বর বুদ্ধিদ্বারা কৃষ্ণৈকনিষ্ঠার হানি। (৩) সাধুগুরুর প্রতি অবজ্ঞা। (৪) ভক্তিশাস্ত্রের অবহেলা। (৫) হরিনাম মাহাত্ম্যকে স্তুতিমাত্র জ্ঞান। (৬) হরিনামে অর্থকল্পনা। (৭) নামবলে পাপাচরণ। (৮) অন্য শুভকর্মের সমান বলিয়া নামকে জানা। (৯) অনধিকারী লোককে হরিনাম দেওয়া। (১০) নামমাহাত্ম্য শুনিয়াও নামে অবিশ্বাস ও অরুচি এবং জড়াহঙ্কারবুদ্ধি ত্যাগ না করিয়া নামগ্রহণ।

নামাভাস দুই প্রকার অর্থাৎ ছায়া নামাভাস ও প্রতিবিম্ব নামাভাস। স্বরূপ-জ্ঞানরহিত অপরাধশূন্য নামই নামাভাস। তাহাই সাধুসঙ্গে শীঘ্রই স্বরূপজ্ঞান লাভ হইলে শুদ্ধ নাম হয়। অন্যাভিলাষিতা, জ্ঞানকর্মযোগ ও বৈরাগ্যবুদ্ধি-আচ্ছাদিত নামকে প্রতিবিম্ব-নামাভাস বলে। কোনস্থানে তাহা ছায়া-নামাভাসপ্রায় এবং কোনস্থলে তাহা নামাপরাধ

হইয়া পড়ে। সাধুসঙ্গে নিরন্তর নামানুশীলনেই নামাপরাধ ক্ষয় হয়, অন্য উপায়ে হয় না।

শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণবই 'শ্রীচৈতন্যচরণানুগত বৈষ্ণব' বলিয়া খ্যাত। সান্তর নামানুশীলকই—'বৈষ্ণব'। নিরন্তর নামানুশীলকই —'বৈষ্ণবতর'। যাঁহার সন্নিধিমাত্র অন্যের মুখে শুদ্ধনাম হয়, তিনি 'বৈষ্ণবতম'।

যথা (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ১৫।১১১, মধ্য ১৬।৭২, ৭৪-৭৪),—

অতএব যাঁ'র মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান।
কৃষ্ণ-নাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে।।
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণবপ্রধান'।।
ক্রম করি' কহে প্রভু 'বৈষ্ণব'—লক্ষণ।
'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর', অর 'বৈষ্ণবতম'।।

এই সকল সাধু সঙ্গই কর্তব্য। বৈষ্ণবকে সম্মান করিবে। বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের চরণাশ্রয় করিবে। এই বৈষ্ণব লইয়াই গৃহস্থবৈষ্ণব মহোৎসব করিবেন। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন্ বা বনবাসীই হউন্, নিজ-নিজ শ্রেণীতে সকলেই সমান। যাঁহার বৈষ্ণবসঙ্গ করিতে হইবে, তিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া লইবেন। যথা (ভক্তিরসামৃতসিন্ধ পূঃ বিঃ ২।৪০ শ্লোক),—

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।।

বৈষ্ণবদিগের পূর্ব পাপ, ক্ষয়বিশিষ্ট বা ক্ষয়োন্মুখপাপ কিম্বা দৈবাৎ আগত পাপে দোষদৃষ্টি করিবেন না।

ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" (উপদেশামৃত ৫ম শ্লোক)

সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কোন লোকের পাপকার্যের চর্চা করিবে না। সর্বজীবে যথোচিত দয়া করিবে। আপনাকে দীনজ্ঞানে সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে। গৃহস্থবৈষ্ণব অনাসক্তভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধভাব পবিত্রভাবে মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করতঃ হরিনামরসের সাধন করিবেন। কৃষ্ণ রুচি সফল হইলে বিষয়রুচি যখন সম্পূর্ণ বিগত হইবে, তখন কাজে কাজেই অভাবসঙ্কোচরূপ এক প্রকার সহজ বৈরাগ্যভাব উদিত হইবে। চেষ্টা করিলে তাহা হয় না।

উভয়বিধ সাধনভক্তিতেই সদ্গুরুর আবশ্যকতা। বৈধজিজ্ঞিসুকে সদ্গুরু তাঁহার

রুচি-অনুসারে প্রয়োজনীয় বিধিপালনের উপদেশও অনর্থনিবৃত্তির পথ শিক্ষা দিবেন। রাগানুগা ভক্তি জিজ্ঞাসুকে তাঁহার স্বাভাবিক রুচির উপযোগী রসের পথ দেখাইয়া দিবেন। রুচি বা লোভ দুই প্রকার—ক্ষণিক ও নৈসর্গিক। অনেকেই শ্রীমন্নন্দ সুবলাদির চরিত্র শুনিয়া সেই সেই চরিত্রে বিশেষ আনন্দলাভ করেন, কখনও একটু ভাব প্রদর্শন করেন, কিন্তু সেই আনন্দ ও ভাব অল্পকালমাত্র স্থায়ী হয়। সে স্থলে সেই ভাবকে ক্ষণিক লোভ বলা যায়। তদ্দৃষ্টে কোন কার্য হইতে পারে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি রসের মধ্যে জিজ্ঞাসুর কোন্ রসে নৈসর্গিক লোভ আছে। নৈসর্গিক ভাবটী বুঝিয়া সদ্‌গুরু শিষ্যকে সেই ভাবের অনুগত করিয়া দিবেন, নতুবা অনধিকার দোষবশতঃ উপদিষ্টভাব স্থায়ী হইবে না। সকল জিজ্ঞাসুই যে মধুররসের অধিকারী হইবে, এরূপ নয়। যে-গুরু এই অধিকার বিচারে অক্ষম, তিনি সরলতার সহিত জিজ্ঞাসুকে আপনার অসামর্থ্য ব্যক্ত করিয়া অন্য উপযুক্ত গুরুর নিকটযাইতে বলিবেন। শিষ্যের পক্ষে সদ্‌গুরু পদাশ্রয় না করিতে পারিলে আর উপায় নাই।

গ্রন্থ বাহুল্য-ভয়ে সাধনভক্তি-বিষয়ে এরূপ সংক্ষেপ-আলোচনা করিলাম। যাঁহাদের বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ববিভাগ ও ভক্তিসন্দর্ভ ভালরূপে আলোচনা করিলে সমস্তই জানিতে পারিবেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য

কৃষ্ণপ্রেমের সুদুর্লততত্ত্ব—মহাপ্রভুর রূপশিক্ষায় প্রেমতত্ত্বের গূঢ় রহস্যবর্ণন—ভাব ও প্রেমের সংজ্ঞা—জাতরতির নব লক্ষণ—কেবল প্রেম ও মহিমাজ্ঞানযুক্ত-প্রেম—ভাবোত্থ প্রেম ও প্রসাদোত্থ-প্রেম—ভাবোত্থ-প্রেমের উদয়ক্রম সাধক-দেহে ও সিদ্ধদেহে রাগানুগার দ্বিবিধাসেবা—প্রীতিসন্দর্ভানুসারে গ্রন্থকারের শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোকের "সম্মোদন"-ভাষ্যের ব্যাখ্যা—শ্রীরূপের আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের ভজনই গৌরসুন্দরের গূঢ় শিক্ষা।

সর্ববেদ-প্রণয়ন, অধ্যয়ন ও বিচার করতঃ ব্রহ্মা শত শত কল্পেও যে তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না, সর্বজ্ঞানসম্পন্ন ও সমস্ত যোগ ও বৈরাগ্যমার্গের একেশ্বর এবং মুক্তজীবসকল যে বস্তুকে সব মহিমা বলিয়া নিত্য আদর করেন, সেই অখিলসাধনতত্ত্বের একমাত্র সাধ্যবস্তু এবং সর্বশাস্ত্রের প্রয়োজনরূপ পরম-পুরুষার্থ যে প্রেম—তাহাই সম্প্রতি দীনদয়াল মহাপ্রভুর কৃপাকণ অবলম্বনপূর্বক বিচারিত হইবে। শ্রীরূপগোস্বামীকে মহাপ্রভু এই বলিয়া প্রেমতত্ত্ব উপদেশ করিলেন; যথা (শ্রীচৈতনন্যচরিতামৃত-মধ্য ১৯।১৫১-১৬৪),—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।
মালী হঞা করে, সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন।।
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' যায়।।
তবে যায় তদুপরি ' গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।।
তাঁহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে ' প্রেমফল'।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণকীর্তনাদি জল।।
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাথা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তা'র শুকি' যায় পাতা।।

তা'তে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম।।
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তা'র লেখা।।
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটিনাটী', 'জীব-হিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি'—যত উপশাখাগণ।।
সেক-জল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল-শাখা বাড়িতে না পায়।।
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন।।
' প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায়।।
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন।।
এই ত' পরম ফল-'পরম-পুরুষার্থ'।
যাঁ'র আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ।

মহাপ্রভুর এই রূপককে কবিরাজ গোস্বামী কি অপার পাণ্ডিত্যের সহিত উপরোক্ত পয়ারে বর্ণন করিয়াছে। জীব যদি এই পয়ারের অর্থ সম্যক্ বুঝিয়া কার্য করিতে পারে, তাহা হইলে অনায়াসে ধন্য হয়। স্তূপাকার শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া যে ফল না মিলে, তাহা এই আটাশটী পংক্তি ভাল করিয়া বুঝিলে অনায়াসে পাওয়া যায়। কর্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে জীবসকল এই ব্রহ্মাণ্ডে অনাদিকাল হইতে যাতায়াত করিতেছে। যেইবার ভক্তিবাসনারূপ সুকৃতি প্রবল হইয়া উঠে, সেইবার ভক্তিতে জীবের শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা হইলে সাধুগুরুর পদাশ্রয় করেন। সাধুগুরুর নির্দেশমতে সেই ভক্তিলতার বীজ স্বরূপ শ্রদ্ধাকে চিত্তে ভাল করিয়া রোপণ করেন। জীব তখন মালী হইয়া হরিনামাদি শ্রবণ-কীর্তন-জল সেচন করিতে থাকেন। লতা বাড়িতে বাড়িতে জড়ীয় জগৎকে ভেদপূর্বক চিজ্জগতের সীমারূপ বিরজা পার হইয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মধাম অতিক্রম করতঃ চিদ্বিলাসময় পরব্যোমে প্রবেশ করে। ব্রহ্মাণ্ডভেদকালে আর একটি প্রকরণ লাভ হয়; তাহার নাম কৃষ্ণকৃপা। জীব স্বীয় চিৎস্বরূপে ক্ষুদ্র; তাহার আলোচনা করিতে করিতে জড়ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষধর্মনিরস্ত হইয়া জীবের সত্তানাশের উদ্যম হইয়া পড়ে। এই সময়ে কৃষ্ণভক্তের বিশেষ কৃপাবলে কৃষ্ণকৃপা সহায়তা করেন। সে কৃপা এই,—চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী শক্তি অত্যন্ত প্রভাবময়ী। মায়-নিরসনসময়ে চিদ্‌বিশেষহানি হইতে জীবকে

রক্ষা করিতে তিনি অগ্রসর হইয়া সাধন-ভক্তিতে ভাবরূপে উদিতা হ'ন। সেই ভাব-বলে জীবরতিলাভ করতঃ ক্রমশঃ উর্ধ্বগতি লাভ করেন। হ্লাদিনী শক্তির কৃপাব্যতীত জীব প্রেমরূপ প্রয়োজনলাভের অধিকারী হ'ন না। হ্লাদিনীর বল পাইয়া জীবের চিদ্‌বৃত্তি ব্রহ্মধাম ভেদপূর্বক পরব্যোমে যাইতে পারেন। পরব্যোমের উপরিভাগে শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন। তথায় কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে ভক্তিলতা বিস্মৃত হইয়া প্রেমফল প্রদান করেন। মালী এদিকে নিরন্তর হরিনামাদি শ্রবণ-কীর্তনরূপ জল লতার মূলে সেচন করিতে থাকেন। যে সময়ে লতা অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, সে সময়ে মালীকে আর কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। বৈষ্ণব-অপরাধ অর্থাৎ সাধুভক্তগণের প্রতি হিংসা-দ্বেষ-নিন্দারূপ অপরাধ উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় কখন কখন উঠিয়া ভক্তিলতাকে ছিঁড়িয়া পেলে, তাহাতে তাহার পত্রাদি শুষ্ক হইয়া যায়। কখনও বা লতাকে উৎপাটিত করিয়া ফেলে। এই সময় মালীকে বিশেষ সাবধানে থাকা উচিত, যেন ঐ অপরাধ-হস্তী উঠিতে না পারে। আর এক উপদ্রব এই যে, ভক্তিলতার সঙ্গে সময়ে সময়ে উপশাখা উৎপন্ন হইয়া শ্রবণ-কীর্তন-সেকজলে বাড়িয়া বাড়িয়া মূল শাখাকে বাড়িতে দেয় না। ভোগ, মোক্ষ, সিদ্ধি, কামনা, পাপাচার, কুটিনাটী অর্থাৎ অকর্মণ্য বিষয়ে মনোনিবেশ, জীব- হিংসা, ক্রুরতা, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা, অর্থ-পুণ্য-লাভাগ্রহ ইত্যাদি অনেক উপশাখা উৎপন্ন হয়। মালী সতর্ক হইয়া ঐ সকল উপশাখা উঠিতে উঠিতেই ছেদন করিয়া ফেলিবেন। এরূপ করিলে মূলশাখা জড়ীয় জগৎ অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃতধাম বৃন্দাবন পর্যন্ত যায়। প্রেমফল পাকিয়া পড়িতে থাকে এবং মালী পরমানন্দে তাহা সেবন করে। এই প্রেমই পরমপুরুষার্থ ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষরূপ চতুবর্গ ইহার নিকট তৃণতুল্য।

এখন প্রেমের স্বরূপ ও প্রকারাদির সংক্ষিপ্ত বিচার করা যাইতেছে। যথা (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব বিভাগ ৩।১),—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশুসাম্যভাক্।

রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে।।

তথা (প্রেমভক্তি লহরীতে ১ম শ্লোক),—

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।

ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নির্গদ্যতে।।

কৃষ্ণে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ অতিশয় মমতাময় গাঢ় আর্দ্রভাবকে প্রেম বলা যায়। সর্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সম্বিৎ-নামা বৃত্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা যায়। মায়াশক্তির অন্তর্গত যে সত্ত্ব, তাহা শুদ্ধসত্ত্ব নয় অর্থাৎ মিশ্র সত্ত্ব। কৃষ্ণে অতিশয় মমতাময় গাঢ় আর্দ্র ভাব চিচ্ছক্তিগত হলাদিনীবৃত্তিবিশেষ। তদুভয় মিলিত হইয়া যে পরমবৃত্তিরূপ চমৎকার ভাব জীবহৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ প্রেম। জড়জগতে মায়ার সম্বিৎ ও হ্লাদিনী

সমবেত হইয়া যে জড়ীয় প্রেম উৎপন্ন করে, তাহা বিশুদ্ধ চিদগত প্রেমের হেয় ছায়া মাত্র।

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপভাব এবং আর্দ্রতারূপ চেষ্টা—উভয়ই প্রেমে লক্ষিত হয়। ভাবই স্থায়িভাব, তাহার প্রথম উদয়কে রতি বলে। যথা (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ১৯।১৭৭-১৭৮),—

সাধনভক্তি হৈতে হয় 'রতি'র উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার ' প্রেম' নাম কয়।।
প্রেমবৃদ্ধিক্রমে নাম-স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।।

ভাবকে প্রীতির অঙ্কুর বলিয়াছেন ও তাহা উদয় হইলে যে প্রকার অবস্থা হয় তাহাও বলিয়াছেন। যথা (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৩।২০-৩১),—

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যা'র চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তাঁর ক্ষোভ নাহি হয়।।
কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা কাল ব্যর্থ নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি-ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁরে নাহি ভায়।।
'সর্বোত্তম আপনাকে 'হীন করি মানে।
'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি, জানে।।
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান
নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম।।
কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে করে সর্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্বদা বসতি।।
"ক্ষান্তিরব্যর্থ কালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।।
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরেজনে।।"
(ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ, ভাবভক্তিলহরীতে ১১ শ্লোক)

ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নাম-গানে সর্বদা রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, তাঁহার লীলাসম্বন্ধস্থলে বাস ইত্যাদি অনুভাবসকল ভাবাঙ্কুর জন্মিলে মনুষ্যের স্বভাবে লক্ষিত হয়।

এই রতিই প্রেমের প্রথমাবস্থা এবং প্রেমই রতির গাঢ়াবস্থা প্রেম সূর্যস্বরূপ এবং রতি বা ভাব তাহার কিরণ-স্বরূপ। রতি উদিত হইলে অল্প অল্প সাত্ত্বিকাদি ভাব উদিত

হয়। রতি বদ্ধজীবের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং চিদ্ব্যাপার অতএব স্বপ্রকাশ হইয়াও, প্রকাশ্যতত্ত্বের ন্যায় প্রতীত হ'ন এবং মনোবৃত্তিরূপে লক্ষিত হইতে থাকেন। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদজনিত এবং সাধনাভিনিবেশ হইতে (জাত)—জগতে এইরূপ দুই প্রকার রতির উদয় হয়। জগতে সাধনাভিনিবেশজ রতিই সর্বত্র লক্ষিত হয়। প্রসাদজ রতির বিরলোদয়। সাধনাবিনিবেশজ রতি আবার বৈধসাধনজ ও রাগানুগসাধনজ ভেদে দ্বিবিধ।

রতি অতি দুর্লভ পদার্থ। মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু প্রভৃতিতে যে সমস্ত রতি-লক্ষণ দেখা যায়, সে সমস্তই রত্যাভাস। তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব রত্যাভাস ও ছায়া রত্যাভাস। সেই সব লক্ষণ দেখিয়া অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই সেই রত্যাভাসকেই রতি বলিয়া থাকে।

কোন ব্যক্তিতে সাধন দেখা গেল না, কিন্তু শুদ্ধরতির উদয় হইতে দেখা যায়। সে-সব স্থলে বুঝিতে হইবে যে, প্রাগ্‌ভবীয় সুসাধন কোন কারণে স্থগিত ছিল। সেই বিঘ্ন বিনষ্ট হওয়ায় ফলোদয় হইল, মনে করিতে হইবে।

জাতরতি পুরুষের আচারব্যবহার যদি বৈগুণ্যের ন্যায় লক্ষিত হয় তথাপি তিনি কৃতার্থ, তাঁহাতে কেহ অসূয়া করিবেন না। বস্তুতঃ জাতরতি ব্যক্তির চরিত্র নির্দোষ। কোন কোন সামান্য ক্রিয়া সাধারণ বৈধাচারের বিরুদ্ধ বলিয়া দেখা যায়, তাহা বস্তুতঃ তাঁহার পক্ষে দূষণীয় নয়; বিধি প্রসক্ত-নিম্নাধিকারীর চক্ষে তাহা বৈগুণ্যের ন্যায় বোধ হয় মাত্র।

রতির চেষ্টারূপ অঙ্গ অনুভব ও সঞ্চারি-সামগ্রীবিশেষ। তন্মিলনে গাঢ় রতিরূপ প্রেম, রস হইয়া পড়ে। রসবিষয়ে 'কৃষ্ণের রসামৃত-সমুদ্রত্ব-বিচার'-প্রবন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রেমরস-বিষয়ে, (তজ্জন্য) এস্থলে পুনরায় (তাহা) বলা হইল না, পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন।

প্রেম দুই প্রকার—কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম।

রাগানুগ ভক্তিসাধনক্রমে প্রায়ই কেবল, প্রেম উদিত হয়। বিধিমার্গীয় সাধনভক্তগণ প্রায়ই মহিমজ্ঞানযুক্ত প্রেম লাভ করতঃ সার্ষ্ট্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামৃতে কেবল প্রেমই সর্বোত্তম ফল। প্রেমও —ভাবোত্থ ও প্রসাদোত্থ-ভেদে দ্বিপ্রকার। ভাবোত্থ আবার বৈধ-ভাবোত্থ ও রাগানুগীয়-ভাবোত্থ ভেদে দ্বিবিধ। প্রসাদোত্থ প্রেম বিরল। ভাবোত্থ প্রেমই সাধারণ। ভাবোত্থ প্রেমের উদয়ক্রম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ২৩।৯-১৩, ৩৫),–

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়।।

সাধুসঙ্গ হইতে হয় 'শ্রবণ'-'কীর্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ-নিবর্তন।।
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়।।
রুচি ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর।।
সেই 'রতি'-গাঢ় হৈলে ধরে ' প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা-' প্রয়োজন' সর্বানন্দ-ধাম।।
যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়।।

এ বিষয়ে কারিকা,—

আকর্ষ সন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।
অণোর্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিরেব সা।।
প্রতিফলনধর্মত্বাৎ বদ্ধজীবে নিসর্গতঃ।
ইতরেষু চ সর্বেষু রাগোঽস্তি বিষয়াদিষু।।
লিঙ্গভঙ্গোত্তরা ভক্তিঃ শুদ্ধপ্রীতিরনুত্তমা।
তৎপূর্বমাত্মনিক্ষেপাৎ ভক্তিঃ প্রীতিময়ী সতী।।
কৃষ্ণবহির্মুখে সা চ বিষয়প্রীতিরেব হি।
সা চৈব কৃষ্ণসান্মুখ্যাৎ কৃষ্ণপ্রীতিঃ সুনির্মলা।।
রত্যাদিভাবপর্যন্তং স্বরূপলক্ষণং স্মৃতম্।
দাস্যসখ্যাদিসম্বন্ধাৎ স চৈব রসতাং ব্রজেৎ।।
তরঙ্গরঙ্গিণী প্রীতিশ্চিদ্বিলাসস্বরূপিণী।
বিষয়ে সচ্চিদানন্দে রসবিস্তারিণী মতা।
প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার-রসঃ কৃষ্ণে স্বভাবতঃ।।
কৃষ্ণেতি নামধেয়স্তু জনাকর্ষবিশেষতঃ।
চিদ্ঘনানন্দ সর্বস্বং রূপং চামৃতং প্রিয়ম্।।
অনন্তগুণসম্পূর্ণো লীলাঢ্যো গোপীবল্লভঃ।
এভির্লিঙ্গৈর্হ রিঃ সাক্ষাদ্দৃশ্যতে প্রেষ্ঠমাত্মনঃ।।
তেন বৃন্দাবনে রম্যে তদ্বনে রমতে তু যঃ।
স ধন্যঃশুদ্ধবুদ্ধো হি কেনোপনিষদাং মতে।।

আকর্ষ (চুম্বক) উপযুক্তস্থলে আসিলে লৌহ যেমত তাহার প্রতি স্বাভাবিকধর্মবশতঃ

প্রবৃত্ত হয়, অণুচৈতন্য জীব সেইরূপ পরমচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের প্রতিসাম্মুখ্য-অবস্থায় যে স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি দেখান, তাহাই শুদ্ধপ্রীতির স্বরূপলক্ষণ। এই রাগধর্ম চিজ্জগতে স্বভাবসিদ্ধ। জড়জগৎ সেই চিজ্জগতের প্রতিফলন। জীব তাহাতে বৈধর্ম অঙ্গীকার করায় চিৎ-প্রতিফলন জড়ধর্মে তাঁহার ইতরবিষয়াদিতে নিসর্গজাত একপ্রকার রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। বদ্ধজীবের লিঙ্গদেহ ভঙ্গ না হইলে আর বস্তুসিদ্ধ শুদ্ধভাব উদিত হয় না। সেই লিঙ্গ ভঙ্গের পরে যে ভক্তি লক্ষিতা হইবে, তাহাই বিশুদ্ধপ্রীতি। তৎপূর্বে জড়ীয়স্বরূপ তিরস্কার ও চিৎস্বরূপ-পুরস্কাররূপ আত্ম নিক্ষেপপ্রক্রিয়া দ্বারা যে ভক্তি হয়, তাহা প্রীতিময়ী হইতে পারে প্রীত্যাত্মিকা হইতে পারে না। তাহার লক্ষণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্যলীলা ২২।১৪৫-১৪৯, ১৫২-১৫৩, ১৫৫),——

রাগাত্মিকা ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসী জনে।
তা'র অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা' নামে।।
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।।
বাহ্য, অভ্যন্তর, ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্তন।
'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।।
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা।।

বিষয়প্রীতির ও কৃষ্ণপ্রীতির ভেদ এই যে, সেই একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়,তখন কৃষ্ণ প্রীতি। যখন কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া বিষয়াভিমুখী থাকে, তখনই তাহার নাম জড়প্রীতি বা বিষয়াসক্তি। স্বরূপলক্ষণবিচারে রতি হইতে মহাভাব পর্যন্ত দেখা যায়। সেই স্থায়ী ভাব দাস্যাদি সম্বন্ধোদয়ে সামগ্রীসাহচর্যে রসতালক্ষণ প্রাপ্ত হয়। শ্রীজীবের প্রীতিসন্দর্ভানুসারে শিক্ষাষ্টকভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে (সম্মোদনভাষ্য ৭ম শ্লোক),——

উল্লাসমাত্রাধিক্যবঞ্জিতা প্রীতিঃ রতিঃ শান্তরসেহনুমীয়তে। যস্যাং জাতায়ামন্যত্র তুচ্ছবুদ্ধিশ্চ জায়তে। মমতাতিশয়াবির্ভাবেন সমৃদ্ধা প্রীতিঃ প্রেমা দাস্যরসে লক্ষ্যতে। যস্মিন্ জাতে তৎপ্রীতি ভঙ্গহেতবো ন প্রভবন্তি। বিশ্রম্ভাত্মকঃ প্রেমা প্রণয়ঃ সখ্যে প্রতীয়তে। যস্মিন্ জাতে সম্ভ্রমাদি যোগ্যতায়মপি তদভাবঃ। প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানেন কৌটিল্যাবাসপূর্বক-ভাববৈচিত্র্যং দধৎ প্রণয়ো মানঃ। যস্মিন জাতে শ্রীভগবানপি তৎপ্রণয়কোপাৎ প্রেমময়ং ভয়ং ভজতে। চেতো দ্রবাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ।

যস্মিন্ জাতে মহাবাষ্পাদিবিকারঃ। দর্শনাতৃপ্তিস্তস্য পরম সামর্থ্যাদৌ সত্যপি কেষাঞ্চিদনিষ্টাশঙ্কা চ জায়তে। দ্বাবেতৌ বাৎসল্যে লক্ষ্যতে। স্নেহ এবাভিলাষাত্মকো রাগঃ। যস্মিন্ জাতে ক্ষণিকস্যাপি বিরহস্যাসহিষ্ণুতা। তৎসংযোগপরং দুঃখমপি সুখত্বেন ভবতি। তদ্বিয়োগে তদ্বিপরীতম্। স এব রাগোঽনুক্ষণং স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়ন্ স্বয়ঞ্চ নবনবীভবন্ননুরাগঃ। যস্মিন্ জাতে পরস্পরবশভাবাতিশয়ঃ প্রেমবৈচিত্র্যং তৎসম্বন্ধিন্যপ্রাণিন্যপিজন্মলালসা। বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্তিশ্চ জায়তে। অনুরাগ এব অসমোর্ধ্বচমৎকারেণ উন্মাদনং মহাভাবঃ। যস্মিন্ জাতে যোগে নিমেষাসহতাকল্পক্ষণত্বাস্মিত্যাদিকম্। বিয়োগে ক্ষণকল্পত্বমিত্যাদিকম্। উভয়ত্র মহোদীপ্ত্যাশেষসাত্ত্বিকবিক্রারাদিকং জায়তে ইতি।

অপ্রস্ফুটপ্রীতি প্রথমাবস্থায় কেবল উল্লাসময়ী। তখন তাহার নাম—রতি। সেই রতি শান্তরসে অনুমিত হয়। রতি জন্মিলে কৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞান হয়। সেই উল্লাসময়ী রতিতে যখন অত্যন্ত মমতা আবির্ভূত হয়, তখন তাহার নাম—প্রেম। তাহা দাস্যরসে অনুভূত হয়। যাহা উৎপন্ন হইলে আর প্রীতিভঙ্গহেতুসকল বলবান্ হইতে পারে না; সেই প্রেম বিশ্বাসময় হইলে প্রণয় হয়, তাহা সখ্যরসে লক্ষিত। প্রণয় জন্মিলে সম্ভ্রমযোগ্যতাস্থলেও সম্ভ্রম থাকে না। প্রিয়ত্বের অতিশয় অভিমানে কৌটিল্যের একটু আভাসযুক্তহইয়া প্রেম বৈচিত্র্যরূপ প্রণয় মান হইয়া পড়ে। মান হইলে শ্রীভগবানও প্রেমময় ভয়কে স্বীকার করেন। চিত্তের অত্যন্ত দ্রবতাস্বরূপ প্রেমই স্নেহ। স্নেহ জন্মিলে মহাবাষ্পাদি বিকার দর্শনে অতৃপ্তি, তদ্বিষয়ের মহাসামর্থ্য-সত্ত্বেও অনিষ্টাশঙ্কা জন্মে। স্নেহ অভিলাষাত্মক হইলে রাগ হয়। রাগ জন্মিলে ক্ষণিক বিরহও অসহ্য হয়। সংযোগবিয়োগে সুখ ও দুঃখ। বিয়োগবিষয়ে দুঃখও সুখ। সেই রাগ যখন নিজ বিষয়কে নব-নবভাবে সর্বদা অনুভব করে ও নিজ নব-নব ভাবে প্রকাশ পায়, তাহার নাম—অনুরাগ। অনুরাগ জন্মিলে পরস্পর অতিশয় বশভাবরূপ প্রেমবৈচিত্রক্রমে তাহার বিষয়সম্বন্ধযুক্ত অপ্রাণীতেও জন্ম লাভের লালসা দেখা যায়। বিপ্রলম্ভে বিস্ফুর্তি হয়। অনুরাগ অসমোর্ধ্ব-চমৎকারিতার সহিত উন্মাদন-অবস্থা পাইলে তাহাকে মহাভাব বলে। মহাভাব জন্মিলে যোগসময়ে নিমেষ সহ্য হয় না ও কল্পও ক্ষণকালের ন্যায় বিগত হয়। বিয়োগসময়ে ক্ষণকালকে কল্পবোধ হয়। অনুরাগে ও মহাভাবে মহাদীপ্তির সহিত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি লক্ষিত হয়।

প্রীতি অশেষতরঙ্গরঙ্গে চিদ্বিলাসস্বরূপিণী হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ কৃষ্ণে সর্বদা রসবিস্তারিণী। প্রীতির স্বভাবক্রমে কৃষ্ণে প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকার রস প্রকটিত হয়। কৃষ্ণতত্ত্বের জনাকর্ষণবিশেষ হইতে কৃষ্ণনাম। শ্যামরূপ চিদঘনানন্দসর্বস্ব হইয়া পরমামৃত ও প্রীতিজনক। গোপীবল্লভ কৃষ্ণ অনন্তকল্যাণগুণ দ্বারা সম্পূর্ণ ও নিত্যলীলারসাঢ্য।

এই নাম, রূপ, গুণ ও লীলাপরিচয়ের দ্বারা আত্মার শ্রেষ্ঠতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরিদৃশ্য। সেই কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনরূপ তদ্বনে যিনি রমণ করেন, তিনি কেনোপনিষন্মতে ধন্য শুদ্ধবুদ্ধ।

পঞ্চাঙ্গে সদ্ধিয়ামন্বয়সুকৃতিমতাং সৎকৃপৈকপ্রভাবাৎ
রাগপ্রাপ্তেষ্টদাস্যে ব্রজজনবিহিতে জায়তে লৌল্যমদ্ধা।
বেদাতীতা হি ভক্তির্ভবতি তদনুগা কৃষ্ণসেবৈকরূপা
ক্ষিপ্রং প্রীতির্বিশুদ্ধা সমুদয়তি তয়া গৌরশিক্ষৈব গূঢ়া।।

শ্রীমূর্তিসেবা, রসিকগণের সহিত শ্রীভাগবত-তাৎপর্যাস্বাদন, আপন হইতে শ্রেষ্ঠরাগমার্গীয় সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কীর্তন ও শ্রীমথুরা মণ্ডলে স্থিতি—এই পঞ্চাঙ্গসাধনে নিরপরাধ চিত্তের সহিত সম্বন্ধ করিলে যে সুকৃতি হয়, তদ্দ্বারা প্রাপ্ত সৎকৃপা-প্রভাবে রাগপ্রাপ্ত ব্রজবাসীগণের কৃষ্ণরূপ ইষ্টদাস্যে পুরুষের লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে ব্রজবাসীর ভাবানুগা কৃষ্ণ-সেবারূপা বেদাতীতা 'রাগানুগা'-নামে সাধনভক্তি উদিত হয়। সেই ভক্তি সাধন করিতে করিতে স্বল্পকালের মধ্যে বিশুদ্ধা, অর্থাৎ কেবলা প্রীতি উদিত হইয়া পড়ে। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গূঢ় শিক্ষা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু

সমাপ্ত

অনুশীলনমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ—ধর্ম কেন বহুবিধ হইল? নিত্যধর্ম এক না বহু? সোপাধিক ও নিরুপাধিক ধর্মে পার্থক্য কি? বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম কি? মহাপ্রভু জগজ্জীবকে কি শিক্ষা দিয়াছেন? মহাপ্রভুর প্রচার প্রণালী কিরূপ? আমাদের কর্তব্য কি? মহাপ্রভুর ধর্মপ্রচারে প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধক কি? জড়বিচারে গোস্বামীগ্রন্থ বোধগম্য কি না? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? মহাপ্রভুর গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় কি? বেদের মূল বিভাগত্রয় কি কি এবং কোন্ বস্তুকে কত প্রকারে প্রকাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করেন? মহাপ্রভুর উপদিষ্ট দশটী সিদ্ধান্ত কি কি? সিদ্ধান্তগুলি কয় ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক সিদ্ধান্তে কি কি বিচার আছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— আম্নায়-বাক্য কাহাকে বলে? ব্রহ্মবিদ্যা কাহাকে বলে? বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা শব্দে কি বুঝায়? আম্নায়-শব্দের মুখ্যার্থ কি? স্বতঃপ্রমাণ গ্রন্থ কি? প্রমাণের মধ্যে মূল্যপ্রমাণ কি? আপ্তবাক্য কাহাকে বলে? বেদসংজ্ঞিতাবাণী কিরূপে অবতীর্ণ হইলেন? পাষণ্ড মত বা অধর্মের অভ্যুত্থান কিরূপে হইল? ব্রহ্মসম্প্রদায় কি আধুনিক না অনাদি? যদি অনাদি হয়, তাহার প্রমাণ কি? ভগবদ্ধর্ম কিরূপে সংরক্ষিত হইতেছেন? পাষণ্ডমতপ্রচারকও কলির গুপ্তচর কাহারা? প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণমধ্যে কেন গণিত হয় না? শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠত্ব কিসে? গৌরদাসগণের গুরুপ্রণালী কোন্ সম্প্রদায়ে সংরক্ষিত এবং কোথায় কোথায় তাহার উল্লেখ আছে? অভিধা ও লক্ষণা-বৃত্তি কাহাকে বলে? বেদের অর্থসিদ্ধ লক্ষণাদ্বারা হয় কিনা ? লক্ষণা কত প্রকার এবং উহা অপ্রাকৃত বস্তুনির্ণয়ে কার্যকরী হয় কিনা? শঙ্করাচার্য কোন প্রণালী অবলম্বনে বেদার্থ নির্ণয় করিয়াছেন? গৌড়পুর্ণানন্দ মধ্বাচার্য তাহা কিরূপে খণ্ডন করিয়াছেন? অতীন্দ্রিয়তত্ত্ববিচারে মহা-মহা পণ্ডিতগণ কি কি দোষ করিয়া থাকেন? মহাপ্রভু কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কলিহত জীবগণকে মতবাদ-দোষ হইতে মুক্ত করিয়াছেন? প্রত্যক্ষ-অনুমান প্রভৃতি কখন কার্যকর হয়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—কি কি উপায়ে বেদসকল শ্রীকৃষ্ণের পরতত্ত্বত্ব স্থাপন করিয়াছেন? ব্রজেন্দ্রনন্দন যে স্বয়ং ভগবান্ তাহার প্রমাণ কোথায় কোথায় উল্লেখ আছে? ব্রহ্ম পরমাত্মা বা নারায়ণের সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ কি? 'বিপশ্চিৎ ব্রহ্মতত্ত্ব' বলিতে কি বুঝি? শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ কি কি? তন্মধ্যে জীবে, মহাদেবাদিতে ও নারায়ণে

কোন্ কোন্ গুণ লক্ষিত হয়? শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ চারিটী গুণ কি কি? 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', 'নিহিতং গুহায়াং', 'পরমে ব্যোমন্, 'বিপশ্চৎ ব্রহ্ম' প্রভৃতি বাক্যে কি বুঝি এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি? পরমাত্মা যে কৃষ্ণের অংশ তাহার প্রমাণ কি? ব্রহ্ম যে কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি তাহার প্রমাণ কি? শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহী ধর্ম-ধর্মী ভেদ নাই, তাহার প্রমাণ কি? পূর্ণবস্তু হইতে পূর্ণবস্তু নিলে বা দিলে কোন ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, তাহার বেদপ্রমাণ কি? বেদমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য বর্ণন কোথায় কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? গৌণ বা লক্ষণা-বৃত্তি-যোগে বেদমন্ত্রে কোথায় কোথায় শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াছেন? আত্মা-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায় তাহার প্রমাণ কোথায়? অপ্রাকৃত ধামের কথা বেদমন্ত্রে কোথায় উল্লেখ আছে? তথায় জীবগণ কিভাবে অবস্থান করেন? ব্যতিরেকভাবে বেদের কোন্ কোন্ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে? মৃত্যু অতিক্রম করিবার একমাত্র পন্থা কি? শ্রীকৃষ্ণের তরতম্যবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ কি কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—শক্তি ও শক্তিমান্-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত কি? শক্তি ও শক্তিমান্-সম্বন্ধে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত কি? রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বটি কি? 'শক্তি শক্তিমতয়োরভেদঃ'—ইহার তাৎপর্য্যার্থ কি? 'অদ্বয়তত্ত্ব' বলিতে আমরা কি বুঝি? বস্তু এক হইলেও পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ কেন? জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিমার্গত্রয়ের লক্ষীভূত বস্তু কি? অক্ষজজ্ঞানে অধোক্ষজবস্তু কেন লাভ হয় না? আত্মদর্শন বা ভগবদ্ দর্শনের অধিকারী কে? সোপাধিক ও নিরুপাধিক দর্শন কিরূপ? অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববস্তুর ত্রিবিধ প্রতীতি বা সংজ্ঞা কি কি? কোন অবস্থায় জীবের ত্রিবিধ প্রতীতি হয়? ঐশ্বর্য ও মাধুর্য-প্রকাশে ভগবৎ-স্বরূপ বৈচিত্র কি? শ্রীকৃষ্ণের নির্গুণত্ব, অসমোর্ধ্বত্ব এবং সর্বদা স্বরূপশক্তিসমন্বিতত্বের বেদপ্রমাণ কি? শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধশক্তি ও তাঁহাদের পরিণাম কি কি? সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর চিদ্গত ও মায়াগত ক্রিয়া কি কি? শ্রীকৃষ্ণের পরা শক্তির প্রভাব কি? শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ শক্তিবিষয়ে বেদপ্রমাণ কি? গীতায় শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও তৎপরিণাম-সম্বন্ধে কোথায় উল্লেখ আছে? সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হলাদিনী বৃত্তিত্রয়ের ত্রিবিধশক্তিতে বিভিন্ন ক্রিয়া কি কি? জীবের পূর্ণানন্দলাভের প্রধান উপায় কি? বিরোধভঞ্জিকা শক্তি কাহাকে বলে এবং তাহার দৃষ্টান্ত কি কি? শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃতত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি কি বলেন? শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতত্ত্ব-বিচারে কবিরাজ গোস্বামী কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—'র সো বৈ সঃ' বাক্যে কি বুঝায়? রসতত্ত্বের স্বরূপ কি? জড়রস ও চিদ্রসে পার্থক্য কোথায়? ব্রহ্মরস ও পরমাত্মরস কখন উদিত হয়? রস ও রতিতে পার্থক্য কি? রতি ও সামগ্রীতে পার্থক্য কি? রস ও সামগ্রীতে পার্থক্য কি? সামগ্রী কত প্রকার ও কি কি? বিভাব, অনুভাব সাত্ত্বিক ও ব্যাভিচারী ভাব কত প্রকার

ও কি কি? রস কয় প্রকার ও কি কি? মুখ্যরস ও গৌণরস কত প্রকার ও কি কি? রতি কয় প্রকার ও কি কি? কৃষ্ণ ও নারায়ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও পার্থক্য কোথায়? ব্রহ্ম-পরমাত্মার স্বরূপ কি? এবং ভগবৎপ্রকাশদ্বয়ের স্বরূপ কি? বিবিধ ভক্তের নিকট কৃষ্ণের বিবিধ প্রকাশ কি কি? জীবের জড়-নির্বিশেষ বা নিরাকারভাবে ' পৌঁছিবার কারণ কি? জড় ঐশ্বর্যে বা পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণকৃপা লাভ করা যায় কি না? পারমার্থিক লাভের চরমোন্নতি কি? পঞ্চ মুখ্যরসের মধ্যে মধুর রস শ্রেষ্ঠ কেন? মধুর রসসম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা কিরূপ? মধুর রসের একমাত্র বিষয় কে? শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অন্য সর্বস্বরূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন? কৃষ্ণলীলা কি কাল্পনিক বা মূঢ়লোকের অন্ধ বিশ্বাস? কৃষ্ণের ব্রজলীলা সর্বশ্রেষ্ঠ কেন? ব্যবহারিক ও পারমার্থিক রসে পার্থক্য কোথায়? চিদ্‌রস বা কৃষ্ণভক্তিরস কি প্রকারে উদিত হয়? ব্রহ্মানন্দরস কৃষ্ণ প্রেমরসের তুলনায় তুচ্ছ কেন? পরকীয় রস জুগুপ্সিত নহে কেন? এসম্বন্ধে সুদ্ধান্ত কি? কুসংস্কার-ফলে আত্মবঞ্চনা ব্যতীত কোন সুফল ফলে না কেন? বেদান্তসকল 'আত্ম'-শব্দে কাহাকে লক্ষ্য করে? কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীব আত্মানন্দ, আত্মক্রীড় ও স্বরাট্ হইয়া থাকেন? পরব্রহ্ম কৃষ্ণের চতুর্ধাস্বরূপত্ব কি কি? কৃষ্ণের চিন্ময় স-বিলাস কিরূপ? নারদাদি ঋষিগণ স্বীয় স্বীয় শাস্ত্রে কাহার লীলা কিরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন? এই কৃষ্ণপ্রেমরস কাহার কৃপায় জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন? শ্রীল প্রবোধান্দ সরস্বতীপাদ তৎসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত কি কি? জীবতত্ত্বসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু কি বলেন? পরিচ্ছিন্নবাদ, প্রতিবিম্ববাদও মায়াবাদ সম্প্রদায়ত্রয়ের বিভিন্ন মত কি? জীবতত্ত্বসম্বন্ধে বেদের সুসিদ্ধান্ত কি? গীতাশাস্ত্রে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কি উল্লেখ আছে? জীবের তাটস্থ ধর্ম সম্বন্ধে বেদ কি বলেন? জীবের বর্তমান দুদর্শার কারণ কি? জীবের সাতন্ত্র্যধর্মের অপচয়ে কি দুর্গতি ঘটে? সাঙ্গবিশেষাভাসরূপ প্রকৃতি-স্পর্শন কিরূপ? অপরাধফলে মায়াকর্তৃক জীবের দণ্ডবিধান কিরূপ। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ভেদ কি কি? 'জীব অনাদিবহির্মুখ' বলিতে কি বুঝায়? রুদ্রাদি দেবতার সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ কি? তটস্থা শক্তিসম্বন্ধে পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ কি বলিয়াছেন। নিত্যবদ্ধ জীবের ও নিত্যমুক্ত জীবের লক্ষণ কি? জীবতত্ত্বসম্বন্ধে কারিকার সিদ্ধান্ত কি? 'অপরেয়মিতঃ' শ্লোকে গীতায় কি শিক্ষা পাওয়া যায়? পরিচ্ছিন্নবাদ প্রতিবিম্ববাদ ও মায়াবাদ খণ্ডন-কার্যে কারিকার যুক্তিগুলি কি?

সপ্তম পরিচ্ছেদ—নিত্যবদ্ধ জীবের মায়াকবলিত অবস্থা কিরূপ? জীবের স্বরূপ ও বিরূপ এবং গুণ ও ক্রিয়া হইতে কিরূপে মুক্তি লাভ হয়? তৎসম্বন্ধে বেদের প্রমাণ কি? আম্নায়সূত্রে জীবের বদ্ধাবস্থার ক্রম কি? তটস্থা শক্তি জীবের কি প্রকারে

ভগবদুন্মুখতাক্রমে কৃষ্ণদাস্য ও ভগবদ্বিমুখতাক্রমে মায়ার দাসত্ব লাভ হয়? পরমাত্মা জীবাত্মার এক মাত্র বন্ধুসত্ত্বেও জীবাত্মার পতন কি প্রকারে ঘটে? ভগবদ্বিমুখতার ফলে জীবের কত প্রকারে কি কি দুর্গতি লাভ হয়? জীবের স্থূল-লিঙ্গাবরণ কিরূপে সংঘটিত হয়? জীবের পাপ-পুণ্য যে বিষম কাম-কর্মবন্ধ তাহার প্রমাণ কি? জীব ও ঈশ্বরে ভেদ কি এবং জীবের সংসার ক্লেশ কেন হয়? মায়ার দুইটি বৃত্তি কি কি এবং জীবের উপর তাহাদের ক্রিয়া কি? জীবের স্থূল ও লিঙ্গশরীর ত্রিগুণাত্মিকা মায়াদ্বারা কিরূপে আক্রান্ত হয়? আধ্যাত্মিক' আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয কাহাকে বলে এবং জীবের উপর তাহার কিরূপ ক্রিয়া করে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ—জীব মায়ামুগ্ধ হইলেও তাহার তটস্থ-ধর্মগত স্বভাব বিগত হয় কি না? তটস্থ জীবের নিজ-পরিচয় কৃষ্ণদাস্য কিরূপে লাভ হয়? ভাগ্যক্রমে কাহারও সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়—একথার অর্থ কি? চিদ্ধর্মে স্বাতন্ত্র্য আছে কিনা? থাকিলে জীবের পতন হয় কেন? অবিদ্যা-প্রবেশের পর জীবসম্বন্ধে ত্রিবিধ কর্তৃত্ব তাহাদের কার্য কি কি? "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব" এখানে 'ভাগ্য-শব্দে কি বুঝায়? আর্থিক ও পারমার্থিক কর্ম কাহাকে বলে? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? সৌভাগ্য বা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি কিরূপে উদিত হয়? ভাগবতে নারদের সৌভাগ্য কিরূপে উদিত হইল, বর্ণিত আছে? সাধুসঙ্গেশ্রদ্ধা কিরূপে উদিত হয়? শ্রদ্ধার ক্রমিক ফলগুলি কি কি ? জীবের দ্বিবিধ অবস্থা কি এবং মুক্তি কাহাকে বলে? মুক্তির স্বরূপবিচার সম্বন্ধেবিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত কি? মুক্তিসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত কি বলেন? মুক্ত-আত্মার আটটী অবস্থা কি কি? অপহতপাপমা, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক বিজিঘৎস-শব্দের অর্থ কি? অপিপাস, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প-শব্দের অর্থ বিজিঘৎস-শব্দের অর্থ কি? মুক্তিস্পৃহাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া কেন উচিত নহে? ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত দশটী পদার্থের মধ্যে নবম ও দশম পদার্থ কি কি? চারি বর্ণাশ্রমীর কৃষ্ণভজন কর্তব্য কিনা? জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা কেন পায় না? শুদ্ধভক্তগণ কেন ভুক্তিমুক্তি প্রার্থনা করেন না? মুক্তি কত প্রকার? স্বরূপ মুক্তি ও বস্তুমুক্তি কাহাকে বলে?

নবম পরিচ্ছেদ—নির্বিশেষবাদিগণের ও বৈষ্ণবাচার্যগণের সিদ্ধান্তে পার্থক্য কি? চারিসম্প্রদায়ের আচার্যগণের নাম ও তাঁহাদের চারিপ্রকার ভক্তিসিদ্ধান্ত কি কি? তাঁহাদের পরস্পরের মতভেদ থাকিলে কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁহাদের মতের সামঞ্জস্য আছে? মহাপ্রভুর আবিষ্কৃত তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক গূঢ় রহস্য কি? পরিণাম ও বিবর্ত কাহাকে বলে? শঙ্করাচার্যের বিবর্তবাদ কি? ব্যাসদেবের পরিণামবাদ কি? বিবর্তবাদ কিরূপে খণ্ডন করা যায়? পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব কিরূপে প্রমাণিত হইতে পারে? চতুর্ধা

অবস্থিত হইয়াও পরমতত্ত্বের কিরূপে একত্ব প্রতিপাদন হইতে পারে? নিত্যবিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? জীবগোস্বামীর সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কি বিচার আছে? চারিসম্প্রদায়ের ভক্তি সিদ্ধান্ত সমন্বয়মূলে মহাপ্রভু কি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন? কোন্ সম্প্রদায়ে অপর সমস্ত সম্প্রদায় পর্যবসিত? জীব ও জড় সমস্তই অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক—তাহার প্রমাণ কি?

দশম পরিচ্ছেদ—শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ কি? ভক্তির সাধনাবস্থায় ৪টী ক্রিয়ালক্ষণ কি কি ও সাধ্যাবস্থায় দুইটী ক্রিয়া লক্ষণ কি কি? সাধন ভক্তি কতপ্রকার ও কি কি? বৈধী ভক্তি কাহাকে বলে? বৈধীভক্তির তিন প্রকার অধিকারী কে কে? শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ কি? কনিষ্ঠাধিকারী কতপ্রকার এবং কি উপায়ে তাহাদের সুবিধা হইতে পারে? ভক্ত্যাভাস, ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাস কাহাকে বলে? বৈষ্ণবাভাস বা বৈষ্ণব-প্রায় কাহাদিগকে বলা যাইতে পারে? দৃঢ়শ্রদ্ধ ভক্ত্যাধিকারীর লক্ষণ কি? ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা কিরূপে লাভ হয়? ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা ভক্তির ব্যাঘাতকারক কেন? পঞ্চবিধ মুক্তি কি কি? শুদ্ধভক্তগণ কেন পঞ্চবিধ মুক্তির প্রতি বীতস্পৃহ? ভক্তি-অধিকারীর কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মে রুচি নাই কেন? কিম্বা তাঁহদের প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষা নাই কেন? অনধিকার কার্য দোষের কেন? চৌষট্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ কি কি? তন্মধ্যে প্রধান পাঁচটী কি কি? এই সকল সাধনভক্তির মুখ্যফল কি? ভাগবত্যেক্ত নবলক্ষণা ভক্তি কি কি? কর্মের স্বরূপ পরিবর্তন হইবার তিনটী অবস্থা কি কি? কর্ম কখন পরিচর্যারূপা ভক্তি হয়? অচ্যুতভাববর্জিত নৈষ্কর্ম্যের আদর নাই কেন? ঈশ্বরার্পিত কর্ম কিরূপে ভক্তিস্বরূপে পর্যাবসান লাভ করে? কর্মকাণ্ডদ্বারা সংসারবাসনা নিবৃত্ত হয় না কেন? সর্বশাস্ত্রের মতে অভিধেয় কি? যুক্তবৈরাগ্য কাহাকে বলে? জ্ঞান, বৈরাগ্য, যম-নিয়মাদি ভক্তির অঙ্গ নহে কেন? রাগ কাহাকে বলে? রাগানুগ ভক্তের সাধন-প্রণালী কিরূপ? রাগানুগা ভক্তিতে কোন্ রসে কাহার অনুসরণ স্বীকার্য? রাগাত্মিকা রা রাগানুগা ভক্তি কতপ্রকার? গৌরজনকৃপা ব্যতীত ব্রজ ভজন সম্ভবপর নহে কেন? বৈধমার্গে প্রেমভক্তি লাভের ক্রমপথ কি? অনর্থ-নিবৃত্তি কিরূপে হয়? ভাবমার্গে সদ্গুরুপদাশ্রয়ের আবশ্যকতা কেন? শ্রীনামাশ্রয়ে হরিভজন কিরূপ? নামাপরাধ কয়টী ও কিরূপে তাহা ক্ষয় হয়? নামাভাসও শুদ্ধনাম কাহাকে বলে? শ্রীচৈতন্যশ্রিত বৈষ্ণব কাহারা? মহাপ্রভুর মতে ত্রিবিধ বৈষ্ণবের লক্ষণ কি? গৃহস্থ-বৈষ্ণব কাহাকে বলে? গৃহস্থ-বৈষ্ণবের মহোৎসব বা বৈষ্ণবসেবা কিরূপে করা কর্তব্য? কোন শ্রেণীর বৈষ্ণবের বা সাধুর সঙ্গ করা কর্তব্য? বৈষ্ণবের দোষ দেখা কর্তব্য নহে কেন? গৃহস্থ বৈষ্ণবের সহজ বৈরাগ্য কিরূপে উদিত হয়? রুচির অনুকূলে ভজনের আবশ্যকতা কেন? মধুর রসের উপাসনা সকলের পক্ষে সম্ভবপর

নহে কেন?

একাদশ পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণপ্রেম সুদুর্লভ কেন? মহাপ্রভু শ্রীরূপশিক্ষায় জীবগণকে কি গূঢ় তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়ছেন? বৈষ্ণব অপরাধ কাহাকে বলে? তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? ভক্তিলতার উপশাখাগুলি কি কি? তাহা ছেদন করিবার আবশ্যকতা কেন? মালীর প্রেমফল আস্বাদন কিরূপে লভ্য হয়? বিরজা, ব্রহ্মালোক, পরেব্যোম্, গোলোক, বৃন্দাবন প্রভৃতি শব্দ বলিতে কি বুঝায়? পরম পুরুষার্থ কি? তাহার নিকট চারি পুরুষার্থ বা চতুর্বর্গ তুচ্ছ কেন? কর্ম্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে জীবের অনাদি বহির্মুখতা ক্ষয় হয় না কেন? কৃষ্ণ-কৃপা জীবকে কৃষ্ণসেবায় কিরূপে সহায়তা করে? বৈষ্ণব-অপরাধকে মত্ত হস্তীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে কেন? মালীকে প্রেমফল আস্বাদন করিতে হইলে কি কি কি কার্য করিতে হয়? ভাব ও প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণ কি কি? সাধনভক্তি কখন প্রেম বা মহাভাব অবস্থা প্রাপ্ত হয়? জাতরতি পুরুষের নবলক্ষণ কিরূপ? রতি কয় প্রকার? সাধনাভিনিবেশজ রতি কাহাকে বলে? ছায়ারত্যাভাস ও প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস কাহাকে বলে? প্রেম কয় প্রকার ও কি কি? ভাবোত্থ-প্রেমের উদয়ক্রম চরিতামৃতে কিরূপ বর্ণিত আছে রাগানুগ ভক্তের বাহ্যাভ্যন্তর সাধন কিরূপ? বিষয়প্রীতি ও কৃষ্ণপ্রীতির প্রভেদ কি? প্রীতিসন্দর্ভানুসারে 'সম্মোদন'-ভাষ্যে কৃষ্ণপ্রীতির ক্রমিক বিকাশ কিরূপ উল্লখ আছে? শ্রীগৌরাঙ্গের গূঢ় শিক্ষা কি?